বাংলা ওয়ার্ক বুক

সপ্তম শ্রেণি

চয়নিকা

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সপ্তম শ্রেণির বাংলা ওয়ার্ক বুক

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা
সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়,
সিপাহীজলা জেলা।

মুদ্রক :

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি যারা তৈরি করেছেন

শ্রী সঞ্জয় আচার্য্য, শিক্ষক
শ্রীমতি পূর্বা দেওয়ান, শিক্ষিকা

পরিমার্জনায়

শ্রীমতি এমেলি নাগ, শিক্ষিকা
শ্রী গৌতম রুদ্রপাল, শিক্ষক
শ্রীমতি অর্পিতা সাহা, শিক্ষিকা

সূচিপত্র

পদ্যাংশ

১। **স্বাধীনতার সুখ**
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় — ৭

২। **অজয় নদী**
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ১৩

৩। **কাজলা দিদি**
যতীন্দ্রমোহন বাগচি — ১৮

৪। **মানুষ**
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত — ২৬

৫। **বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ**
কাজী নজরুল ইস্‌লাম — ৩৮

৬। **মহিম-রহিম**
সুনির্মল বসু — ৪৪

৭। **এ আমার দেশ**
সুকান্ত ভট্টাচার্য — ৫৩

৮। **পৃথিবীর অনুরাগে**
অপরাজিতা রায় — ৫৯

সূচিপত্র

গদ্যাংশ

১।	**পালামৌ**		
	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—	৬৬
২।	**রাধারাণি**		
	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—	৭৬
৩।	**বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন**		
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	৮৫
৪।	**ভারতের শিল্প বিজ্ঞান সাধনা**		
	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	—	৯২
৫।	**নিউটনের আবিষ্কার**		
	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	—	১০২
৬।	**পাহাড়ে জঙ্গলে**		
	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	১১৪
৭।	**বিদ্যালয় স্মৃতি**		
	পুণ্যলতা চক্রবর্তী	—	১২৭
৮।	**মহৎ দান**		
	পুলক চক্রবর্তী	—	১৪০
৯।	**চিঠিপত্র / অনুচ্ছেদ**	—	১৫৩
	আদর্শ প্রশ্নপত্র - ০১	—	১৫৯
	আদর্শ প্রশ্নপত্র - ০২	—	১৬৪

স্বাধীনতার সুখ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি পরিচিতি: (১৮২৭-১৮৮৭)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আখ্যানমূলক কাব্য রচনার অন্যতম প্রধান কবি হলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি র.ল.ব. ছদ্মনামে সুপরিচিত। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মে বর্ধমান জেলার কাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমজীবনে কবি রঙ্গলাল 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শে প্রভাবিত ছিলেন এবং 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কবি রঙ্গলাল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্বদেশপ্রেম ও ইতিহাসের সমন্বয়ে আখ্যানকাব্য রচনা করে বাংলা কাব্য সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেন। কবির রচিত উল্লেখযোগ্য আখ্যানকাব্যগুলি হল- 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'সুরসুন্দরী' এবং 'কাঞ্চীকাবেরী'। এছাড়াও তিনি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের অনুবাদ করেন এবং ইংরেজী কাব্যের অনুসরণে 'ভেক মুষিকের যুদ্ধ' নামে একটি ব্যঙ্গ কাব্যও রচনা করেন। মহান কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয়।

উৎস গ্রন্থ-

'স্বাধীনতার সুখ' কবিতাটি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' আখ্যান কাব্যের অন্তর্গত।

কবিতার মর্মার্থ:

স্বাধীনতা প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের উপাস্য। কেউই পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে চায় না। পরাধীনতা মানেই শিকল পরার মতো। আর এই বেড়ি পায়ে পরে কেউ মুক্ত থাকতে পারে না। কোটিকল্প তথা হাজার হাজার বছর পরাধীন থাকা নরকযন্ত্রণাতুল্য। আর এই নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে বহু বীর নিজের জীবন উৎসর্গ করে থাকেন। আর তাতেই দেশমাতৃকা সুরক্ষিত হয়। মানুষ শ্রদ্ধার সাথে জনকল্যাণমুখী, মানবতাবাদী ও দেশপ্রেমীদের গভীর চিত্তে স্মরণ করে। তাঁদের এই সমস্ত কীর্তিকলাপকে পাথেয় করেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এগিয়ে যাবে বলে কবির প্রত্যাশা।

শব্দার্থ শেখো:

সার্থক — সফলতা; ত্যাজিল — ত্যাগ করল; আত্মনাশে---নিজেকে উৎসর্গ করে; নরক—বিভীষিকাময় স্থান; পরহিতে — অপরের কল্যাণে

১। রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর:— (মান — ৫)

ক। "স্বাধীনভাবে বসবাসের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত"—আলোচনা করো।

উত্তর: স্বাধীনতা বিশ্বের সকল অংশের মানুষের কাম্য। স্বাধীনতা ছাড়া কোন মানুষ বাঁচতে পারে না। পরাধীনতা বা দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ মানুষের জীবন নরক যন্ত্রণাময়। যারা পরের কল্যাণ করতে গিয়ে কিংবা দেশের কাজে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন কবি তাদের জীবনকে সার্থক বলেছেন। দেশকে পারধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে বহু বীর আত্ম বলিদান করেছেন এবং তাদের এই আত্মবলিদান বৃথা নয়। স্বাধীনভাবে বসবাসের মধ্যেই মানুষের জীবন সার্থকতা লাভ করতে পারে। স্বাধীনতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ব্যক্তিজীবন তথা সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ।

খ। "পরহিতে, দেশহিতে, ত্যাজিল জীবন হে, ত্যাজিল জীবন"।

—উদ্ধৃতিটি কোন কবির, কোন কবিতার অংশ? লাইনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো? ২ + ৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

গ। " দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে, স্বর্গ-সুখ তায়।"

— "দিনেকের স্বাধীনতা" বলতে কী বোঝায়? কবি কেন দিনেকের স্বাধীনতাকে স্বর্গসুখ বলেছেন? ২ + ৩ = ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ। "স্বাধীনতার সুখ" কবিতাটির মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখো। ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর: (প্রতি প্রশ্নের মান — ১)

ক। 'স্বাধীন' শব্দটির অর্থ লেখো?

উত্তর: 'স্বাধীন' কথাটির অর্থ হল মুক্ত।

খ। 'কীর্তি - বিবরণ' মানে কী?

উত্তর:.....

গ। কবি রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্ ধরনের মৃত্যুকে তুলনাহীন বলেছেন?

উত্তর:.....

ঘ। স্বর্গ কি?

উত্তর:.....

ঙ। দেশহিতে জীবনদান করেছেন এমন দুজনের নাম লেখো?

উত্তর:.....

৩। সঠিক উত্তর বাছাই করো: (মান - ১)

ক। 'স্বাধীনতার সুখ' কবিতাটির কবি হলেন —

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / রঙ্গালাল বন্দোপাধ্যায় / সুনির্মল বসু / সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

উত্তর: রঙ্গালাল বন্দোপাধ্যায়

খ। স্বাধীনতার সুখ কী ধরণের কবিতা?

দেশপ্রেমমূলক / ব্যঙ্গাত্মমূলক / রোমান্টিক / রুপকধর্মী

গ। দিনেকের স্বাধীনতা আসলে —

একদিনের / দুদিনের / তিনদিনের / চারদিনের

৪। সত্য / মিথ্যা যাচাই করো:

ক। কোটিকল্প দাস থাকা নরকের সমান — সত্য / মিথ্যা

উত্তর:.....

খ। স্বাধীনতা হীনতায় সবায় বাঁচতে চায় — সত্য / মিথ্যা

উত্তর:.....

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর: (মান — ২)

ক। 'স্বাধীনতার সুখ' কবিতাটি কার লেখা, কোন্ কাব্যের অন্তর্গত?

উত্তর: 'স্বাধীনতার সুখ' কবিতাটি কবি রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যানধর্মী কাব্য "পদ্মিনী উপাখ্যান" এর অন্তর্গত।

খ। কবি রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো?

উত্তর:.....

.....

গ। কবি রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: .....

.....

ঘ। সার্থক জীবন বলতে কি বোঝায়?

উত্তর:.....

.....

ঙ। কাদের কীর্তি বিবরণ স্মরণ করতে কবি বলেছেন ও কেন?

উত্তর: .....

.....

চ। কোন্ বিষয়টিকে কবি নরকযন্ত্রণা বলে উল্লেখ করেছেন?

উত্তর: .....

.....

ছ। দেশ উদ্ধারের জন্য কী দরকার?

উত্তর:.....

.....

জ। দাসত্ব শৃঙ্খল কথাটির তাৎপর্য লেখো।

উত্তর: .....

.....

ঝ। কবি রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায় কার প্রিয় শিষ্য ছিলেন ও কোন্ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন?

উত্তর: .....

.....

ঞ। কবি রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায় কী ধরনের কাব্য লিখে সুনাম অর্জন করেছিলেন?

উত্তর: .....

.....

.....

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন:— (প্রশ্নমান -১)

৫। ক) সন্ধি বিচ্ছেদ করো:-

শৃঙ্খল — শৃম্ + খল

স্বাধীনতা —

সার্থক —

উদ্ধার —

নরক —

খ) পদান্তর করো:-

দিন — দৈনিক

স্বর্গ —

নাশ —

দাসত্ব —

আত্মা —

সুখ —

হিত—

স্মরণীয়—

গ) বিপরীত শব্দ লেখো:—

সুখ — দুঃখ

পরহিত —

শৃঙ্খল —

বাঁচা —

স্বর্গ —

ঘ) বাক্য রচনা লেখো:—

স্বর্গসুখ — স্বাধীন জীবনেই স্বর্গসুখ লাভ হয়।

শৃঙ্খল —

আত্মনাশে —

দাসত্ব —

ঙ) রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো:

১। <u>স্বাধীনতা-হীনতায়</u> কে বাঁচিতে চায় হে।

উত্তর: অধিকরণ কারকে 'য়' বিভক্তি।

২। <u>আত্মনাশে</u> যেই করে দেশের উদ্ধার হে।

উত্তর ঃ.....

৩। এসো সব ভাই <u>হে</u>।

উত্তর ঃ.....

৪। **স্বর্গ-সুখে** সুখী হব।

উত্তর ঃ.....

চ) শুদ্ধ রূপে লেখো :

স্মরহ / স্মরহ / সরহ

উদ্দার / উদ্ধার / উধার

বিবরণ / বীবরণ / বিবরণ

শৃংখল / শৃঙ্খল /শৃঙ্ক্ষল

স্বাধিনতা / স্বাধীনতা / সাধীনতা

অজয় নদী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি: (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির চিরন্তন গর্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দে, ২৫শে বৈশাখ) উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদা দেবী। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষালাভ না করলেও ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যময় পরিবেশে গৃহশিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সংগীত এবং অঙ্কনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা শুরু করেন। ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। বাংলা সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর দান বিস্ময়কর ও অপরিমেয়। কবিতা ছাড়াও ছোট গল্প, উপন্যাস, পত্র সাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে সাহিত্য রাশি রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের অন্যতম সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল- 'প্রভাত সংগীত', 'সন্ধ্যাসংগীত' 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য', 'বলাকা', 'মহুয়া', 'খেয়া', 'পূরবী', 'প্রান্তিক', 'নৈবেদ্য', 'আরোগ্য', প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ 'Song offerings' এর জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন যা বিশ্বভারতীরূপে তাঁর গঠনমূলক কর্মপ্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তি। ভারত ও বাংলাদেশ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের 'জাতীয় সংগীত' এর রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, "কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই" এই প্রকৃতি প্রেমী কবির প্রয়াণ ঘটে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৮ই আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ২২শে শ্রাবণ)।

উৎসগ্রন্থ - 'অজয় নদী' কবিতাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছড়ার ছবি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

মর্মার্থ:

এই পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, সব কিছুই পরিবর্তনশীল। যার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল 'অজয় নদী' কবিতাটি। নদী যখন জেগে ছিল সে তার প্রবল শক্তিতে এবং স্রোতের বেগে পাহাড় থেকে বালি বয়ে নিয়ে আসত। আর সেই বালিই একদিন বাড়তে বাড়তে নদীর সমস্ত বুকে জায়গা জুড়ে বসল। নদীতে বালির চর সীমা ছাড়িয়ে গেল। নদী পিছন দিকে সরতে বাধ্য হল। আবার যখন বর্ষা নামে নদী তখন দুকূল প্লাবিত করে তার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শরৎকালের আগমনে দূরের তীরে কাশের বনে দোলা লাগে, শিউলি ফোটে, শরতের সোনালি রোদে বালি গুলি চিক্ চিক্ করে এক অপরূপ রূপে। আসলে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অজয় নদীর আড়ালে মনুষ্যজীবনের উত্থান-পতনের কথাই বলতে চেয়েছেন।

শব্দার্থ শেখো:

প্রবল — খুব জোর	অনুচর— অনুগামী	প্রতাপ — শক্তির স্পর্ধা
গর্ব — অহংকার	নিত্য — সর্বদা	মাতন — মত্ততা
আক্ষেপ — দুঃখ	বন্ধ্যা — সন্তানহীনা	কিরণ — আলো

১। রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন:— (মান —৫)

ক। অজয় নদী 'জেগে থাকা' অবস্থায় কিরকম ছিল — নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

সম্ভাব্য উত্তর:

ক) বহনমানতাই নদীর ধর্ম। গতিই হচ্ছে তার প্রাণ। অন্য সব নদীর মতো অজয় নদীও একদা প্রবল গতিময় ছিল। স্রোতের প্রবল বেগ থাকাতে তার অহংকারও ছিল খুব। পাহাড় থেকে সে অনায়াসে বালিকণা বয়ে নিয়ে আসত কিন্তু তার বয়ে আনা বালিই তাকে একদিন পেছনের দিকে সরিয়ে দিল, করে দিল নিঃস্ব, রিক্ত।

খ। "নদীর আপন আসন বালি নিল হরণ করে,
নদী গেল পিছন-পানে সরে,"
—উদ্ধৃত লাইনটিতে কোন্ নদীর কথা বলা হয়েছে? নদী কেন পেছন পানে সরে গেল? এর পরিণতি কি হয়েছিল? ১ + ২ + ২ = ৫

উত্তর: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

গ। "অজয় নদী" কবিতায় যে দুটি ঋতুচিত্রের কথা বলা হয়েছে তার বর্ণনা দাও। ৫

উত্তর: .....
.....
.....
.....
.....
.....

ঘ। "আকাশেতে গুরু গুরু মেঘের ওঠে ডাক"—

— আকাশেতে কোন্ সময় গুরু গুরু মেঘের ডাক ওঠে? তখন অজয় নদীর অবস্থা বর্ণনা করো? ২ + ৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ। "যেন বন্ধ্যা কোনো বিধবার লুটানো অঞ্চল।"

— 'বন্ধ্যা' কথাটির অর্থ কি? কাকে বিধবার লুঠানো অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং কেন?

১ + ১ + ৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর? (প্রতি প্রশ্নের মান — ১)

ক। অজয় নদী কোথায় সরে গিয়েছিল?

উত্তর: অজয় নদী পিছনদিকে সরে গিয়েছিল।

খ। আকাশে কীসের ডাক শোনা যায়?

উত্তর: .....

গ। কে আপনার সুর খুঁজে পায় না?

উত্তর: .....

ঘ। শুষ্ক বুকে কী নামে?

উত্তর: .....

ঙ। কাকে নিঃস্ব দিনের লজ্জা বহন করতে হয় ?

উত্তর: .....

চ। "অজয় নদী" কবিতায় উল্লিখিত দুটি ফুলের নাম করো।

উত্তর: .....

ছ। অজয় নদী কী নামে বিশেষিত হয়েছিল?

উত্তর: .....

৩। ব্যাকরণগত প্রশ্নোত্তর: মান- ১

ক। পদ পরিবর্তন করো:

সুর — সুরেলা,	শরৎ—	অঞ্চল—
বন্ধ্যা—	বান—	মেঘ—

খ। বাক্য রচনা করো:

চিকন — নদী চিকনবালি বয়ে এনে তার বুকেতে জমা করে।

হরণ ঃ.....

অনুগত ঃ.....

প্রতাপ ঃ.....

লজ্জা ঃ.....

বর্ষা ঃ.....

চাঁদের কিরণ ঃ.....

গ। বিপরীত শব্দ লেখো:—

অচল — সচল	শুষ্ক —	চিকন —
আপন —	সামনে —	দূর —
শুভ্র —	অকীর্তি —	বিধবা —

ঘ। রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো:—

অ) আকাশেতে গুরুগুরু মেঘের ওঠে ডাক।

উত্তর: সম্বন্ধপদে 'এর' বিভক্তি।

আ) শুষ্ক বুকে শরৎ নামে বালিতে রোদ্দরে।

উত্তর: .....

ই) নদী গেল পিছন-পানে সরে।

উত্তর: .....

ঈ) জোর গেল তার কমে।

উত্তর: .....

উ) নদীর আপন আসন বালি নিল হরণ করে।

উত্তর: .....

ঙ। শুদ্ধরূপটি লেখো:

অ) বর্ষা / বর্শা / বর্সা

— শুদ্ধ - বর্ষা।

আ) আপন / আপণ / আপন্ন

—

ই) লজ্জা / লজ্জ্বা / লজ্‌জা

—

চ। শূন্যস্থান পূরণ করো:— (মান —১)

১/ এককালে এই অজয় নদী ছিল যখন———। (জেগে / ঘুমিয়ে)

উত্তর: জেগে

২/ জোর গেল তার _____। (কমে / বেড়ে)

৩/ _____ গেল পিছন পানে সরে। (নদী / পাহাড়)

৪/ চাঁদের কিরণ পড়ে যেথায় একটু আছে _____। (জল/স্থল)

ছ। সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : - (মান — ১)

১/ 'অজয় নদী' কবিতটির কবি হলেন —

(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / যতীন্দ্রমোহন বাগচি)

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২/ 'অজয় নদী' কবিতাটি যে কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া সেটি হল —

(ছড়ার ছবি / সোনার তরী / রাঙা জবা)

উত্তর ঃ.....

৩/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গ্রন্থটির জন্য নোবেল পান —

(গীতালি / গীতাঞ্জলি / পূরবী)

উত্তর ঃ.....

৪/ তারপর ——— দিনে শুভ্রতার উৎসবে.....

(আশ্বিনের / কার্তিকের)

উত্তর ঃ.....

কাজলা দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচি

কবি পরিচিতি : (১৮৭৮- ১৯৪৮)

যতীন্দ্রমোহন বাগচি ছিলেন রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন অন্যতম কবি। কবি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার জামশেরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস হুগলি জেলার বলাগড় গ্রামে। কবির ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন কাটে মহানগরী কলকাতায়। যতীন্দ্রমোহন খুব অল্প বয়স থেকেই কাব্যরচনা শুরু করেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি 'মানসী', 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদনার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নিজস্ব সাময়িক পত্রিকা ছিল 'পূর্বাচল'। তাঁর রচনায় পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য এবং পল্লীজীবনের কথা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো—'লেখা-রেখা', 'অপরাজিতা', 'নাগকেশর', 'জাগরনী', 'নীহারিকা', 'মহাভারতী' ইত্যাদি। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১ ফ্রেব্রুয়ারী তিনি পরলোকগমন করেন।

উৎস গ্রন্থ - 'কাজলাদিদি' কবিতাটি পল্লীপ্রেমী কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচির 'লেখা-রেখা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

মর্মার্থ:

'কাজলা দিদি' কবিতায় এক দিদি হারা শিশুর ও সন্তানহারা মায়ের হৃদয় বিদারক কথাই বর্ণিত হয়েছে। অবোধ শিশুটি জানেই না যে তার দিদি আর বেঁচে নেই। শিশুটির ধারণা দিদি হয়তো বা কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। তাই সে বারবার মাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল দিদির কথাই জিজ্ঞেস করে। কিন্তু মা প্রতিবারের মতোই বরাবর চুপ থাকে। দিদিকে ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন ভাবে শিশুটি পুতুল বিয়ের আয়োজন করলেও দিদি আর ফিরে আসে না। তাই কবিতায় একটি জায়গায় শিশুটিকে বলতে শোনা যায় —"আমি ও নাই দিদি ও নাই, কেমন মজা হবে।" প্রকৃতি প্রেমী কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি বাঁশবাগান, চাঁদ, জোনাক, পুতুল বিয়ে প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবিতাটিকে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন। শিশুটির দিদি হারার ব্যথা ও মায়ের সন্তান হারা ছবি পাঠক হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

শব্দার্থ মিলাও:

ক স্তম্ভ	খ স্তম্ভ
থোকা	জোনাকি
জোনাই	কৌতুক
মজা	গুচ্ছস্তবক
শেলোক	লেবু
নেবু	পদ্যময়-গাঁথা

১। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো:

ক। " কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল বিয়ে হবে।"

— কার লেখা, কোন্ কবিতার অন্তর্গত?

—শিশুটি কার কাছে পুতুল বিয়ের কথা বলছে এবং কেন? ২ + ১ + ২ = ৫

উত্তর: কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি বিরচিত 'কাজলাদিদি' কবিতার অংশ বিশেষ।

শিশুটি তার মায়ের কাছে পুতুল বিয়ের কথা বলছে।

শিশুটি জানে না যে তার দিদি মারা গেছে। তাই দিদি যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসে এজন্যই তার এই পুতুল বিয়ের আয়োজন। পুতুল বিয়ে শিশুর কাছে একটি মজার ব্যাপার আর তাতে দিদিই যদি না থাকে তাহলে কী করে হয়। সে মনে করে দিদির কাছে পুতুল বিয়ের খবর জানালে সে অবশ্যই ফিরে আসবে।

খ। 'কাজলা দিদি' কবিতায় শিশুর প্রশ্নগুলি কী কী ছিল, তা নিজের ভাষায় লেখো? ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ। দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন, ঢাকো?

— কে, দিদির কথায় মুখটি আঁচল দিয়ে ঢাকে? (২+৩ = ৫)

— কেন সে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে?

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ। 'কাজলা দিদি' কবিতায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি শিশুমনের অবস্থাটিকে কীভাবে বর্ণনা করেছেন? ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ। "কাজলাদিদি" কবিতাটির মূলভাব পরিস্ফুট করো। ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর তৈরি করো: (মান - ১)

ক। 'কাজলা দিদি' কবিতাটির কবি কে ছিলেন?

উত্তর: 'কাজলা দিদি' কবিতাটির কবি হলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচি।

খ। চাঁদ কোথায় উঠেছে?

উত্তর: .....

গ। "মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই।"

—'শোলক বলা' কথাটির মানে কি?

উত্তর: .....

ঘ। কোথায় থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে?

উত্তর: .....

ঙ। দিদির কথায় কে মুখটি আঁচল দিয়ে ঢাকে?

উত্তর: .....

চ। শিউলি গাছের তল কীসে ভরে গেছে?

উত্তর: .....

ছ। মা কখন চুপটি করে থাকে?

উত্তর: .....

জ। শিশুটির পুতুল বিয়ে কোথায় হবে?

উত্তর: .....

ঝ। শিশুর ঘুম আসে না কেন?

উত্তর: .....

ঞ। ভুঁই চাঁপাতে কীসের তল ভরে গেছে?

উত্তর: .....

ট। শিশুটিকে শোলক বলত কে?

উত্তর: .....

ঠ। শিশুটি তার মাকে কী ছিঁড়তে মানা করেছে?

উত্তর: .....

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর: (প্রশ্নমান — ৩)

১। "দিদি এসে শুনবে যখন বলবে কী মা বল?"

— এই উদ্ধৃতিটির বক্তা কে? কী শোনার কথা বলা হয়েছে? ১ + ২ = ৩

উত্তর: যতীন্দ্রমোহন বাগচি বিরচিত 'কাজলা দিদি' কবিতায় এই উদ্ধৃতিটির বক্তা হল শিশুটি।

শিশুটির দিদি এসে যখন খবর পাবে শিউলি গাছের তলা ভুঁইচাঁপা ফুলে ভরে গেছে এবং তার মা জল আনতে গিয়ে সে ফুল মাড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে কিংবা ডালিম গাছের ফল পাড়তে গিয়ে বুলবুলিটিকে উড়িয়ে দিয়েছে তখন তার কিছুই করার থাকবে না।

২। "কেমন মজা হবে"—উদ্ধৃতাংশটি কোন্ কবিতার? কি মজার কথা এখনো বলা হয়েছে? ১+২ = ৩

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

৩। "দিদি বলে ডাকি তখন" — কে, কাকে ডাকে? তখন কী হয়? ১ + ২ = ৩

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

৪। "ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না,
একলা জেগে রই"
—কোন্ কবিতার অংশ লাইনটি? কে, কেন একলা জেগে থাকে? ১ + ২ = ৩

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

৫। দিদির কথায় আচঁল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ? তার মুখ ঢাকার কারণ ব্যাখ্যা করো? ১ + ২ = ৩

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

৪। কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করো ও নীচের প্রশ্নগুলো উত্তর করো: ১×৫ = ৫

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই;
মাগো আমার শোলক বলা কাজলাদিদি কই?
পুকুর ধারে নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই;
মাগো আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই?
সেদিন হতে কেন মা আর দিদিরে না ডাকো;
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?

ক) চাঁদ কোথায় উঠেছে? (বাঁশবাগানের উপর / ফুল বাগানের উপর)

উত্তর: .....

খ) শিশুটির দিদির নাম কি ছিল?

উত্তর: .....

গ) জোনাক কোথায় জ্বলে?

উত্তর: .....

ঘ) কীসের গন্ধে শিশুর ঘুম আসে না?

উত্তর: .....

ঙ) দিদির কথায় কে আঁচল দিয়ে মুখটি ঢাকো?

উত্তর: .....

৫। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো? (মান-১)

ক) বাঁশবাগানের মাথার উপর কী উঠেছে? — (চাঁদ / সূর্য)

খ) জোনাক কোথায় জ্বলে — (পুকুর ধারে / নদীর ধারে/ কূয়োর ধারে)

গ) শিশুটির পুতুল বিয়ে কবে হবে — (আজ / কাল / পরশু)

ঘ) কাজলাদিদি কবিতাটির উৎসগ্রন্থের নাম হল— (অপরাজিতা / নীহারিকা / লেখা-রেখা)

ঙ) কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচির নিজস্ব সাময়িক পত্র ছিল — (পূর্বাচল / নাগকেশর)

চ) বুলবুলটি কোথায় লুকিয়ে থাকে — (ডালিম গাছে / আম গাছে / পেয়ারা গাছে)

ছ) নতুন ঘরে পুতুলের কি হবে— (অন্নপ্রাশন / বিয়ে / শাস্তি)

৬। শূন্যস্থান পূরণ করো: (প্রশ্নমান - ১)

ক) বেড়ার ধারে পুকুর পারে _____ ডাকে ঝোপে ঝাড়ে। (ঝিঁ ঝিঁ / জোনাক)

খ) ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা _____ রই। (জেগে / ঘুমিয়ে)

গ) বাঁশবাগানের মাথার উপর _____ উঠেছে ওই। (চাঁদ / সূর্য)

ঘ) মাগো আমার _____ কাছে কাজলা দিদি কই। (কোলের / পায়ের)

ঙ) কাল যে আমার _____ ঘরে পুতুল বিয়ে হবে। (নতুন / পুরানো)

ব্যাকরণগত প্রশ্নের উত্তর করো: (মান-১)

ক) **লিঙ্গ পরিবর্তন করো:**

মা — বাবা	ভাই —
দাদা —	ছেলে—

খ) **পদ পরিবর্তন করো:**

ঘর — ঘরোয়া	চাঁদ —
নতুন —	জল —

কাজল —

ঘুম —

মুখ —

ফল —

ফুল—

গাছ —

গ) বিপরীত শব্দ লেখো:

উপর — নীচ

উঠেছে —

জেগে —

ঢাকা —

ভরা —

কাল —

লুকিয়ে —

জ্বলে —

নতুন —

তলে—

কাছে —

দিদি—

ঘ) বাক্য রচনা করো:

বুলবুলি — বুলবুলিটি পেয়ারা গাছে বাসা বেঁধেছে।

থোকাথোকাঃ.....

চাঁদঃ.....

মজা ঃ.....

মা ঃ.....

বাগান ঃ.....

ঝি-ঝি ঃ.....

পুতুলঃ.....

ফাঁকি ঃ.....

শিউলি ফুল ঃ.....

পুকুর ঃ.....

দুপুর ঃ.....

ঝোপে- ঝাড়ে ঃ.....

ঙ) রেখাঙ্কিত পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় :

১। ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না।

ঃ.....

২। বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে।

ঃ.....

৩। পুকুরধারে নেবুর তলে।

ঃ.....

৪। সেদিন হতে কেন মা আর দিদিরে না ডাকো।

ঃ.....

৫। আমি ডাকি তুমি কেন চুপটি করে থাকো?

ঃ.....

৬। শিউলি গাছের তল।

ঃ.....

৭। বাঁশ বাগানের মাথার উপর।

ঃ.....

মানুষ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি পরিচিতি : (১৮৮৭-১৯৫৪)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বাস্তববাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনি নদীয়া জেলার শান্তিপুর গ্রামে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি.ই. পাশ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। পাশাপাশি চলতে থাকে সাহিত্য সাধনা। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন যুক্তিবাদী ও মননশীল লেখক। সমাজের সাধারণ মানুষের কথা, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের জীবনযন্ত্রনা ও দুঃখের কথা তাঁর কাব্যের মূলসুর। তাই তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে 'দুঃখবাদী' কবি নামে পরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল- 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'সায়ম', 'ত্রিযামা' ইত্যাদি । ১৯৫৪ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মৃত্যু হয়।

উৎসগ্রন্থ - 'মানুষ' কবিতাটি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মরীচিকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

মর্মার্থ: বাংলা সাহিত্যে দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অসাধারণ রচনা 'মানুষ' কবিতা। কৃষক-শ্রমজীবী মানুষেরা শত কষ্টের মধ্য দিয়েও সভ্যতার অগ্রগতির চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর এই সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষদেরই কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রকৃত মানুষ বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত কর্মজীবী মানুষেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সোনার ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে। অথচ অভাব অনটন তাদের নিত্য সঙ্গী। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের জোগাড় তাদের খাটুনি শ্রমের মধ্য দিয়েই রূপলাভ করে। এভাবেই তারা দেশ ও দশের সেবা করে যাচ্ছে। তাই কবি এদের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার কথা বলেছেন।

শব্দার্থ করো: (মান -১)

ছিন্ন — ছেঁড়া	তরে —	স্নেহ —
নিবারিতে—	আটে —	পরনের বাস —
করুণা —	পরিপাটি—	ধরণী —
হাজারতরো —	পল্লিপারে —	লক্ষ্মীমান—
নাবালক —	দৈন্য —	মুষলের ধারা —
দুর্ভিক্ষ—	হলের ফলক —	অট্টালিকা —

১। শূন্যস্থান পূরণ করো: (মান -১)

পাঁচনি লইয়া গোরুর পালের _____ যারা। (পেছনে / সামনে)

চলেছে দূরের _____; (ঘাটে / মাঠে)

তারা মানুষেরই _____। (ছেলে / মেয়ে)

_____ শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে— (আশি / নব্বই)

বেতসের মতো _____ শিক্ষা শেখেনি যারা (সভ্য / অসভ্য)

২। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও: (প্রশ্নমান — ১)

ক) বাংলা সাহিত্যে 'দুঃখবাদী' কবি নামে কে পরিচিত?

উত্তর: কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যে 'দুঃখবাদী' কবি হিসাবে খ্যাত।

খ) 'মানুষ' কবিতাটি কয়টি স্তবকে বিন্যস্ত?

উত্তর: .....

গ) 'মানুষ' কবিতায় কবি কাদের প্রকৃত মানুষ বলেছেন?

উত্তর: .....

ঘ) 'বেতসের মতো সভ্য শিক্ষা'—কথাটির মানে কী?

উত্তর: .....

ঙ) কারা ছিন্নবসন পরেছিল?

উত্তর: .....

চ) কৃষক ও রাখালদের ভাষা কেমন?

উত্তর: .....

ছ) কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কোথায় জন্মগ্রহণ-করেছিলেন?

উত্তর: .....

জ) বটের মতো খোলামাঠে কারা খাড়া রয়েছে?

উত্তর: .....

ঝ/ হাওয়ার নেশা কি?

উত্তর: .....

ঞ/ কারা গাভির পুচ্ছ ধরে বর্ষানদী পার হয়?

উত্তর: .....

ট/ জ্যৈষ্ঠ দুপুরে কারা গলদঘর্ম হয়?

উত্তর: .....

ঠ) 'পাঁচনি' কথাটির মানে কি?

উত্তর: .....

ড) হলের ফলকে কোথায় লক্ষ্মী উঠে?

উত্তর: .....

ঢ) কত বছর ধরে কৃষকদের দৈন্যদশা বাড়ে?

উত্তর: .....

ণ) কবি কৃষক সম্প্রদায়ের কোন্ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

উত্তর: .....

ত) কৃষকদের মুখ কীসে ঢাকা পড়ে না?

উত্তর: .....

থ) দেশের প্রকৃত সম্পদ কী?

উত্তর: .....

৩। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:** (মান - ২)

ক) 'মানুষ' কবিতাটির কবি কে, এর উৎস গ্রন্থের নাম কি?

উত্তর: .....

.....

.....

খ) কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: .....

.....

.....

গ) কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম করো।

উত্তর: .....

.....

.....

ঘ) 'চির নাবালক চাষা' বলা হয়েছে কেন?

উত্তর: .....

.....

.....

ঙ) কৃষকরা কীভাবে দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরে দেয়?

উত্তর: .....

.....

.....

চ) কৃষক ও রাখালদের প্রতি কীরূপ আচরণ কবি কামনা করেছেন?

উত্তর: .....

.....

.....

ছ) হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিবে, করিয়া দান.....

— হলের ফলকে কীভাবে লক্ষ্মী উঠবে বলে কবির ধারণা?

উত্তর: .....

.....

.....

জ) "ঘৃণা কি করুণা করো না তাদের শ্রদ্ধা কোরো
তারা মানুষেরই ভাই।"

— লাইনটি কোথা থেকে নেওয়া? কাদের প্রতি কীরূপ আচরণ করার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: .....

.....

.....

ঝ) "হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি"—

— কোন্ কবির কোন কবিতার অংশ? হারা বাছুরের সন্ধানে কারা সন্ধ্যাবধি ফেরে?

উত্তর: .....

.....

.....

ঞ) কৃষকদের কেন কবি বেতসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

উত্তর: .....

.....

.....

ট) "বোকামি পড়ে না ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে,"

— 'বোকামি' ও 'ন্যাকামি' শব্দ দুটির অর্থ কি হবে লেখো?

উত্তর: .....

.....

.....

৪। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর করো: (মান - ৫)

ক) কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'মানুষ' কবিতায় কাদের প্রকৃত মানুষ বলেছেন এবং কেন? (১+৪ = ৫)

উত্তর: দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'মানুষ' কবিতাটিতে দরিদ্র কৃষিজীবীদের প্রকৃত মানুষ বলে অভিহিত করেছেন।

কৃষিজীবী মানুষেরা দিনরাত পরিশ্রম করে দেশবাসীর মুখে অন্ন তুলে দেয়। সহজ-সরল এই সমস্ত শ্রমজীবী মানুষেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাঠে ঘাটে সোনার ফসল ফলায়। রোদ, বৃষ্টি সব ঋতুতেই তারা নিরলস ভাবে কাজ চালিয়ে যায়। ছেঁড়া বস্ত্র, অন্নাভাব ও শত অভাব শর্তেও এরা দেশের জন্য সেবা করে আসছে। আর এদের হাত ধরেই সভ্যতার অগ্রগতির রাস্তা প্রশস্ত হচ্ছে। তাই কবি তাদের প্রকৃত মানুষ বলেছেন।

খ) 'মানুষ' কবিতার মূলভাব লেখো?

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ) হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিবে, করিয়া দান

লক্ষ্মীমানের ঘরে....

—উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া? তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ২ + ৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ) " ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের কোরো গো স্নেহ "— (৫)

— তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো?

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ) "বেতসের মতো সভ্য শিক্ষা শেখেনি যারা

হাওয়ার নেশায় মাতি"

— উদ্ধৃতিটি কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ? এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো? ২+৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

চ/ "অট্টালিকার উপায় থাকিত হাজার তরো

যার চালা ঘুচে নাই" — তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখো?

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ছ) "চির নাবালক চাষা"

—কোন্ কবিতার পঙক্তি ? কবির নাম উল্লেখ করো?

—'চির নাবালক চাষা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে এবং কেন? ১+১+১+২ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

জ) "আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বুকে,"

— কোন্ কবিতা থেকে গৃহীত ? লাইনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো? ১+১+৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঝ) "তারা মানুষেরই জাতি"

—কবি কাদের সম্পর্কে এবং কেন এই কথা বলেছেন? (১+৪ = ৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঞ) "গাভীর পুচ্ছ ধরি যারা তরে বর্ষানদী
জুটে না পারের কড়ি।"
— গাভীর পুচ্ছ ধরে কারা, কী পার হয়? তাদের পারের কড়ি না জুটার কারণ লেখো। (২ + ৩ = ৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ট) 'মানুষ' কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার যে চিত্র ফুটে উঠেছে সে বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো। ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। নীচের কবিতাংশটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করো এবং প্রশ্নোগুলোর উত্তর করো: **(মান-৫)**

আশি শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে —
চির নাবালক চাষা।
হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিবে, করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া প্রাণ-
দেয় যারা নিজ করে;
বেতসের মতো সভ্য শিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি—
বটের মতন খোলামাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরই জাতি।

ক। কত শতাব্দী ধরে কৃষকদের দৈন্য বাড়ে? (আশি / পঁচাশি)

উত্তর:.....

খ। হলের ফলকে লক্ষ্মী কার ঘরে উঠবে?

উত্তর:.....

গ। 'বেতস' শব্দটির অর্থ হল — (লতানো বেতগাছ / বেলগাছ)

উত্তর:.....

ঘ। 'সভ্য' শব্দটির বিপরীত শব্দ হবে — (সভ্য / অসভ্য)

উত্তর:.....

ঙ। উপরিউক্ত কবিতাংশটিতে কোন্ দুটি গাছের উল্লেখ রয়েছে?

উত্তর:.....

৬। সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ (মান-১)

ক/ 'মানুষ' কবিতাটির কবি হলেন — (যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত / যতীন্দ্রমোহন বাগচি)

খ/ 'মানুষ' কবিতাটির উৎসগ্রন্থ হল — (মরুমায়া / মরীচিকা / মরুশিখা)

গ/ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যে যে নামে পরিচিত — (দুঃখবাদী / সুখবাদী)

ঘ/ কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পেশায় ছিলেন — (ডাক্তার / ইঞ্জিনিয়ার / প্রফেসর)

ঙ/ কৃষকরা কোন দুপুরে গলদঘর্ম হয় — (জ্যৈষ্ঠ / আষাঢ় / শ্রাবন)

চ/ বেতসের মতো যে শিক্ষা কৃষকরা শেখেনি তা হল— (সভ্য / অসভ্য)

ছ/ কৃষকরা কিসের মতো খোলামাঠে খাড়া রয়েছে — (লতার / বটের)

জ/ 'মানুষ' কবিতায় কৃষকরা যে মাটি চষে তা হল— (কৃষ্ণমাটি / রাঙামাটি)

৭। সত্য / মিথ্যা যাচাই করোঃ

ক/ 'মানুষ' কবিতায় কৃষকরা রাঙামাটি চাষ করে।

উত্তর: সত্য।

খ/ আশি শতাব্দী ধরিয়া কৃষকদের দৈন্যতা বাড়ে— (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

গ/ 'মানুষ' কবিতায় কৃষিজীবী মানুষদের অশ্রদ্ধা করার কথা বলা হয়েছে। — (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ঘ/ হারা বাছুরের সন্ধানে রাখালরা রাতি অবধি ফেরে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ঙ/ কৃষকরা বটের মতো খোলা মাঠে খাড়া রয়েছে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

৮। ব্যাকরণগত প্রশ্নের সমাধান করো:

ক) **সন্ধি বিচ্ছেদ করো:** **(মান-১)**

ছিন্ন = ছিদ্ + ন

সন্ধান =

ঝঞ্ঝা =

বোকামি =

নির্বোধ =

সন্ধ্যাবধি =

অন্ন =

দুর্বোধ =

শতাব্দী =

দুর্ভিক্ষ =

ন্যাকামি =

গলদঘর্ম =

খ) **পদ পরিবর্তন করো:** **(মান-১)**

ঐক্য — এক,

ছিন্ন—

সন্ধ্যা—

ঘৃণা—

স্নেহ —

অশ্লীল—

দিন —

রাঙা—

চঞ্চল —

সরল—

বোকা—

করুন—

সভ্য —

ন্যাকামি—

ঘর—

শিক্ষা—

নাবালক—

মুখ—

ক্ষুধা—

ঘন —

গ) **বিপরীত শব্দ লেখো :** **(মান-১)**

আশা — নিরাশা

ঘন—

শ্রদ্ধা —

দরিদ্র—

ঘৃণা—

বোকা—

পল্লি —

সভ্য —

চঞ্চল —

পিছনে—

ঘ) **শুদ্ধরূপটি লেখো: (মান - ১)**

১/ করুণা / করূণা / কড়ুণা

উত্তর: করুণা

২/ ঘৃনা / ঘৃণা / ঘেনা

উত্তর:.....

৩/ নিবারণ / নীবারণ / নিবারন

উত্তর:.....

৪/ শতাব্দী / শ্বতাব্দী / সতাব্দী

উত্তর:.....

৫/ শ্রদ্ধা / শ্রোদ্ধা / শ্রদ্দা

উত্তর:.....

৬/ জ্যৈষ্ঠ / জৈষ্ঠ / জ্যোষ্ঠ

উত্তর:.....

৭/ জঞ্ঝা / ঝঞ্ঝা / ঝঞ্ঝা

উত্তর:.....

৮/ পুচ্ছ / পোচ্ছ / পুচ্ছ

উত্তর:.....

ঙ। **বাক্য রচনা করো: (মান-১)**

শ্রদ্ধা — শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করতে পারে।

দুর্বোধ —

নেশা —

দুপুর —

অশ্লীল —

ন্যাকামি —

সভ্য —

চাষা —

ভিক্ষা —

শিক্ষা —

মানুষ —

মুষল ধারা —

অট্টালিকা —

চ) **রেখাঙ্কিত পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো:** (মান-১)

১/ নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা।

উত্তর: কর্মকারক শূন্য বিভক্তি।

২/ গাভীর পুচ্ছ ধরি যারা তরে বর্ষানদী।

উত্তর:.....

৩/ হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিবে।

উত্তর:.....

৪/ প্রাণ দেয় যারা নিজ করে।

উত্তর:.....

৫/ নির্ধারিতে ঘন শ্রাবণধারা।

উত্তর:.....

ছ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো:

বলদ — গাভি,

ছেলে — .....

দাদা — .....

কন্যা — .....

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি পরিচিতি: (১৮৯৯ - ১৯৭৬)

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম 'বিদ্রোহী কবি' কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান যুগে যুগে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জীবন সংগ্রামে প্রেরণার উৎস রূপে কাজ করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফকির আহমেদ এবং মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। নজরুলের বাল্যকালের নাম দুখু মিঞা। অতি দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন তিনি সাহিত্যচর্চা ও কাব্যচর্চা শুরু করেন। সেই সময়ের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হবার পরই তাঁর খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ— দুই বাংলাতেই তাঁর কবিতা ও গান সমানভাবে সমাদৃত। গীতিকার ও সুরকাররূপে নজরুল সর্বজনস্বীকৃত। সেই গানগুলো 'নজরুল সংগীত' বা 'নজরুল গীতি' নামে বিশেষ জনপ্রিয়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল—'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'সর্বহারা', 'প্রলয় শিখা', 'দোলনচাঁপা', 'ফণিমনসা', 'ঝিঙে ফুল', ইত্যাদি। তিনি 'নবযুগ', 'ধুমকেতু', 'লাঙল' নামে তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ২৯ আগস্ট নজরুল বাংলাদেশের ঢাকা শহরে পরলোকগমন করেন।

উৎসগ্রন্থ— 'বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' কবিতাটি কবি নজরুল ইসলামের রচনাসম্ভারে ২য় খন্ডের 'রাঙাজবা' অংশের অন্তর্গত।

সারাংশ:

শ্রীরামকৃষ্ণ পরম হংসদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে জীবনে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে জীব প্রেম ও সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই প্রাণবন্ত তরুণ তেজদীপ্ত গেরুয়া বস্ত্রধারী মহান তপস্বী হোমশিখার মতো সর্বদা প্রজ্জ্বলিত। কবি স্বামীজিকে ভারতবর্ষের জাতীয় ফুল পদ্মরূপে বর্ণনা দিয়েছেন। আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি ভারতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানি ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। নব ভারতের সূচনার লক্ষ্যে তিনি ভারতবাসীকে নতুন বেদ উপহার দিয়েছেন। জাতি-বর্ণ-ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে তিনি বিশ্বকে জীব প্রেমের বাণী শুনালেন। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে অভেদে মন্ত্র পাঠ করালেন মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি সগর্বে বলেছেন —"বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যে জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর।"

জীব সেবাই ঈশ্বরের সেবা — একথা তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তাই কবি এই মহাপুরুষের জয়গান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

ক। **শব্দার্থ লেখো:** (মান — ১)

তরুণ — যুবক	যুবা চীর—	যোগী—
হোমশিখা—	অরবিন্দ—	অপযশ—
দর্প—	বিজয়ী—	বীর—
গৈরিক—	ব্রত—	

খ। **বাক্য রচনা করো:** (মান —১)

পরম — শ্রীরামকৃষ্ণের **পরম** শিষ্য হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

গর্বিত :.....

গ্লানি :.....

দেশ :.....

ভেদ :.....

আত্মা :.....

হুংকারি :.....।

গ। **এক কথায় উত্তর দাও:** মান —১

১। বিবেকানন্দের আসল নাম কী?

উত্তর: বিবেকানন্দের আসল নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২। "তুমি তেজস্বী তাপস পরম"—কাকে 'তেজস্বী তাপস পরম' বলা হয়েছে?

উত্তর:.....

৩। স্বামীজি কোথায় বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন?

উত্তর:.....

৪। 'ভারত-অরবিন্দ' কাকে বলা হয়েছে?

উত্তর:.....

৫। কাজী নজরুল ইসলামের পিতা-মাতা কবির কী নাম রেখেছিলেন?

উত্তর:.....

৬। 'বিশ্ব মঠবিহারী' কাকে বলা হয়েছে?

উত্তর:.....

ঘ। **সঠিক উত্তরটি বাছাই করে লেখো:** মান —১

১। (মদ) গর্বিত বল-দর্পীর দেশে মহাভারতের বানী (পানি / রানি /)

২। জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর —(গেরুয়াধারি / গৈরিকধারী / গিরিধারী)

৩। জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে — (অহংকারী / হঠকারী / হুংকারি)

৪। বিবেকানন্দ শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদান করেছিলেন —(১৮৯০/১৮৯১/ ১৮৯৩)

৫। (নব) ভারতে আনিলে তুমি নব — (ভেদ / বেদ / বেধ)

ঙ। **রচনাধর্মী প্রশ্ন:** (মান — ৫)

১। "জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর গৈরীকধারী" ২ + ৩=৫

—কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ? লাইনটির তাৎপর্য নিজের ভাষায় লেখো।

উত্তর: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কবিতার অংশ।

উপরিউক্ত কবিতার অংশে কবি কাজী নজরুল ইসলাম মহামানব বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জয়গান গেয়েছেন। কবি স্বামীজিকে গেরুয়াবস্ত্রধারী বীর সন্ন্যাসী বলে সম্বোধন করেছেন। যুবা বয়সেই বিবেকানন্দের সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ ও জীবের সেবার মাঝে ঈশ্বরের সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দকে কবি উক্ত লাইনে বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

২। "বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ" কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিবেকানন্দকে কী কী নামে ভূষিত করেছেন এবং কেন? (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। "শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি।"—কার কোন্ কবিতার অংশ? 'স্বদেশের অপযশ গ্লানি বলতে কী বোঝ, নিজের ভাষায় লেখো। (১+৪ = ৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' কবিতাটিতে স্বামীজির মানবপ্রেমের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখো। (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। "মুছে দিলে জাতি-ধর্মের ভেদ।" — উক্ত লাইনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ। **শুদ্ধ রূপটি লেখো:** মান — ১

১। সন্ন্যাসী / সন্যাসী / সন্ন্যাসী — শুদ্ধ: সন্ন্যাসী

২। তরুণ / তরূণ / তরুন —

৩। ব্রত / বরত / বর্ত —

৪। বিশ্ব / বিষশ / বিশ্ব —

৫। গ্লানি / গ্লানী / গ্লানি —

৬। শ্বদেশ / স্বদেশ / সদেশ —

৭। অভেদ / অবেধ / অবেদ —

৮। আত্মা / আত্তা / আতমা —

৯। শূনায়ে /শুনায়ে / সুনায়ে —

ছ। **সন্ধি বিচ্ছেদ করো:** মান —১

১। হোমশিখা — হোম + শিখা, ২। রামকৃষ্ণ —

৩। স্বদেশ — ৪। তেজস্বী —

৫। অপযশ — ৬। বিশ্বমঠবিহারী —

৭। গর্বিত —

জ। **পদান্তর করো : মান** —১

১। যোগ — যোগী, ২। নব —

৩। ধর্ম — ৪। জাতি —

৫। বল — ৬। বেদ —

৭। যশ —

ঝ। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :** মান — ১

১। বীর — কাপুরুষ, ২। যশ —

৩। তুমি — ৪। দর্প —

৫। জয় — ৬। অভেদ —

৭। সম —

ঞ। **নিম্নরেখা পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো:** মান —১

১। মুছে দিলে জাতি-ধর্মের ভেদ।

উত্তর: কর্মকারকে 'অ' বিভক্তি।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রত সহায়কারী।

উত্তর:.....

৩। তুমি তেজস্বী তাপস পরম।

উত্তর:.....

৪। জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা।

উত্তর:.....

৫। জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী।

উত্তর:.....

৬। যজ্ঞাহুতির হোমশিখা।

উত্তর:.....

ট। **লিঙ্গ পরিবর্তন করো:** মান — ১

১। যোগী — যোগিনী,

২। পরম —

৩। ভারত —

৪। বিজয় —

৫। তাপস —

৬। বীর —

৭। ঈশ্বর —

ঠ। **শূণ্যস্থান পূরণ করো:** মান - ১

১। জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর (রামকৃষ্ণ / বিবেকানন্দ) চীর গৈরিকধারী। (চির / চীর)

২। যজ্ঞাহুতির _____ সম। (অগ্নিশিখা / হোমশিখা)

৩। (নব) ভারতে আনিলে তুমি _____ বেদ। (নবীন / বেদ)

৪। _____দিলে জাতি-ধর্মের ভেদ।(লিখে / মুছে)

৫। জীবে _____অভেদ আত্মা (ঈশ্বরে / ভগবানে) _____ হুংকারি। (শুনাইলে / জাগাইলে)

৬। স্বদেশের অপযশ _____ (হানি / গ্লানি)

ড। **নীচের বাক্যগুলির কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা লেখো:** মান —১

১। কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত।

উত্তর ঃ সত্য।

২। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র।

উত্তর ঃ

৩। বিবেকানন্দ জাতি-ধর্মের ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছিলেন।

উত্তর ঃ

৪। 'অগ্নিবীণা' কাব্যটি কবি নজরুলের রচনা।

উত্তর ঃ

৫। বিবেকানন্দের ছোটবেলার নাম ছিল নরেন।

উত্তর ঃ

৬। জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন আত্মা।

উত্তর ঃ

৭। স্বামীজী সর্বদা সাদা পোশাক পরিধান করতেন।

উত্তর ঃ

মহিম-রহিম

সুনির্মল বসু

কবি পরিচিতি : (১৯০২ - ১৯৬৭)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবি ও শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসু ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ২০ জুলাই বিহারে গিরিডি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা পশুপতি বসুর কর্মস্থল গিরিডি, তাই গিরিডির প্রকৃতির প্রভাব তাঁর লেখায় দেখা যায়। কিশোর বয়স থেকে কবিতা লেখা ও ছবি আঁকার প্রতি কবির আগ্রহ ছিল। তিনি কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস, রূপকথা ভ্রমনকাহিনি ইত্যাদি মাধ্যমে সহজ ভাব ও ছন্দে শিশুদের উপযোগী সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো— 'হাওয়ার দোলা', 'ছানাবড়া', ' হই চই', ' হুলুস্থুল', 'বীর শিকারী', 'আমার ছড়া' ইত্যাদি। সুনির্মল বসু সমকালে একমাত্র শিশুতোষ পাক্ষিক পত্রিকা কিশোর এশিয়ার পরিচালক ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ভুবনেশ্বরী' পদক লাভ করেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৫ ফ্রেব্রুয়ারী কবি সুনির্মল বসুর জীবনাবাসন ঘটে।

উৎসগ্রন্থ— 'মহিম রহিম' কবিতাটি সুনির্মল বসুর 'সুনির্মল রচনা সম্ভার' এর অন্তর্গত।

মর্মার্থ:

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অটুট মেলবন্ধনের ছবি কবি সুনির্মল বসু উত্থাপন করেছেন 'মহিম-রহিম' কবিতাটিতে। হিন্দু ও মুসলিম দুই ভিন্নধর্মী সম্প্রদায়ের শিশুর অন্তর আত্মার মিলনই কবিতাটির প্রাণ। সদ্য ফুটে ওঠা ফুলের মতোই তারা পবিত্র। তাদের মনে নেই কোনো মলিনতা। মহিম-রহিম হাতে হাত রেখে পাঠশালায় ও মক্তবে পড়তে যায়। এই দুটি শিশুর মিলনে যেন কাশী ও মক্কা এক হয়ে রয়। তাদের কাছে ঈশ্বর ও আল্লা এক ও অভিন্ন। কবি সুনির্মল বসু কবিতাটির মধ্য দিয়ে সমগ্র হিন্দু-মসুলমানের আন্তরিক মিলন কামনা করেছেন।

১। **শব্দার্থ লেখোঃ** **(মান - ১)**

বন্ধু — মিত্র	গলাগলি —	তাজা—
নীতি—	তফাৎ—	মহল—
টোল—	মক্তব —	চেরাগ—
ঘর—	অন্তর —	পুরোহিত —
মোল্লা—	স্মৃতি —	

২। সত্য /মিথ্যা যাচাই করো: (মান - ১)

১/ বালক রহিম পাঠশালায় পড়াশোনা করে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর: মিথ্যা।

২/ মহিম-রহিম পরস্পরের শত্রু ছিল। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:

৩/ মহিম-রহিমকে দুটি ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:

৪/ চেরাগের বাতি মন্দিরে জ্বালানো হয়। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:

৫/ 'মহিম-রহিম' কবিতাটিতে দুটি সম্প্রদায়ের শিশুর কথা বলা হয়েছে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও: (২০- ৩০ শব্দের মধ্যে) ঃ মান - ২

১/ ভারতের সবচাইতে বড়ো নদী কোন্‌টি? এর উৎপত্তি স্থল কোথায়?

উত্তর: .....

.....

.....

.....

২/ 'মহিম-রহিম' কবিতাটির কবি কে? কবিতাটির মূল কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো?

উত্তর: .....

.....

.....

.....

৩/ পঞ্চপ্রদীপ কী এবং এটি কোথায় ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: .....

.....

.....

.....

৪/ "দুটি ছোট প্রাণ, তাজা দুটি ফুল;"

—দুটি ছোট প্রাণ কে কে? উদ্ধৃতিটি কোথা থেকে নেওয়া?

উত্তর: .....

.....

.....

.....

৫/ সুনির্মল বসু রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম করো?

উত্তর: .....

.....

.....

৬/ মহিম ও রহিম কোথায় পড়াশোনা করে?

উত্তর: .....

.....

.....

.....

৭/ চেরাগ কী? চেরাগের বাতি কোথায় দেওয়া হয়?

উত্তর: .....

.....

.....

.....

৪। নীচের শব্দগুলোর অনুরূপ শব্দ লেখো: (মান - ১)

১/ জম্‌জম্।

উত্তর: গম্‌গম্, থম্‌থম্, ঝম্‌ঝম্।

২/ কোলাকুলি।

উত্তর:

৩/ চম্‌চম্।

উত্তর :

৪/ কবি সুনির্মল বসুর মৃত্যু হয় কোন্ সালে?

ক/ ১৭৫৭ খ/ ১৮৫৭ গ/ ১৯৫৭

উত্তর :

৫। **সঠিক উত্তর বাছাই করো: (মান —১)**

১/ রহিম কার ছেলে? (হিন্দু / মুসলমান / জৈন / খ্রীষ্টান)

উত্তর: রহিম মুসলমান ছেলে।

২/ জম্‌জম্‌ জল কোথায় এল —(গঙ্গায় / যুমনায় / হাওড়ায়)

উত্তর:

৩/ মক্কা কোথায় অবস্থিত —(ভারতে / পাকিস্তানে / আরবে)

উত্তর:

৪/ জম্‌জম্‌ মুসলমানদের পবিত্র জল— (নদীর / কূপের / সমুদ্রের)

উত্তর:

৫/ কাশী ভারতের যে রাজ্যে অবস্থিত সেটি হল — (দিল্লী / উত্তরপ্রদেশ / বিহার)

উত্তর:

৬/ হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র নদী হল —(কৃষ্ণা / কাবেরী / গঙ্গা)

উত্তর:

৭/ 'চেরাগ' কোন্‌ বিদেশী শব্দ — (আরবী / ফারসি / ইংরেজী)

উত্তর:

৮/ পঞ্চপ্রদীপ কয়টি শাখাযুক্ত প্রদীপ? — (চারটি / পাঁচটি / সাতটি)

উত্তর:

৬। **শূন্যস্থান পূরণ করো:** (মান — ১)

১/ মহিম-রহিম দুটি _____। (ছেলে / মেয়ে)

২/ মহিম যে গোঁড়া _____ ছেলে, (হিন্দুর / মুসলমানের)

৩/ তাহলে কী হয়, _____যে তারা, (শত্রু / বন্ধু)

৪/ দুটি _____প্রাণ, তাজা দুটি ফুল, কোনো মলিনতা নাই। (বড়ো / ছোট)

৫/ চেরাগের বাতি _____(পঞ্চপ্রদীপে / সপ্তপ্রদীপে)

৬/ মহিমের _____ভরে থাক নিতি (স্মৃতি / বিস্মৃতি)

৭/ বালক রহিম _____পড়ে, (পাঠশালায় / মক্তবে)

৭। **সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দাও: (মান-১)**

১/ "মহিম-রহিম" কবিতাটির কবি হলেন —

ক) বিমল মিত্র　　খ) সুনির্মল বসু　　গ) সুকুমার সেন

উত্তর: খ) সুনির্মল বসু

২/ কবি সুনির্মল বসু জন্মগ্রহণ করেন —

ক) কোলকাতায়　　খ) ত্রিপুরায়　　গ) ঢাকায়

উত্তর:

৮। **রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর দাও: প্রশ্নমান — ৫**

ক) কবি সুনির্মল বসু রচিত 'মহিম-রহিম' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো?

উত্তর: শিশু কবি হিসাবে পরিচিত সুনির্মল বসু তাঁর 'মহিম-রহিম' কবিতাটিতে দুটি শিশুর অন্তরের মিলনের মধ্য দিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানবপ্রীতির চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মহিম হিন্দুর ছেলে আর রহিম মুসলমানের। তারা দুজনই ভিন্ন ধর্মের শিশু হলেও তাদের মধ্য রয়েছে অকৃত্রিম ভালবাসা ও অপার বন্ধুত্ব। তারা যেন প্রস্ফুটিত দুটি তাজা ফুল। মলিনতার কোনো চিহ্ন নেই তাদের মনে। কবি এই দুই বালক শিশুদ্বয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র জগৎবাসীকে বোঝাতে চেয়েছেন যে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। আসলে কবি এক ভেদাভেদহীন সমাজের কল্পনা করেছেন। যেখানে থাকবে না সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ মারামারি। মানবধর্মই হবে যার শেষ কথা। তাই কবির দেওয়া এই 'মহিম-রহিম' কবিতাটির নামকরণ হিসাবে সার্থক।

খ) "এক হয়ে গেল উল্লাসে আজি

আল্লা ও ভগবান" —অংশটি কোথা থেকে নেওয়া? কবির নাম কি? আল্লা ও ভগবান কীভাবে এক হয়ে গেল বুঝিয়ে দাও।　　১ + ১ + ৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ) ''মক্কা ও কাশী এক করে দিল
দুটি ছোট শিশু ভাই—
জম্‌জম্‌ জল গঙ্গায় এল—
কোনো সন্দেহ নাই।
—মক্কা ও কাশী কোন্‌ দুটি শিশু এক করে দিল? 'মক্কা' ও 'কাশী' কাদের পবিত্রস্থান? জম্‌জমের জল কীভাবে গঙ্গায় এলো বুঝিয়ে দাও? ১+২+২ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ) মহিম-রহিম কবিতা থেকে তুমি কি শিক্ষা পেয়েছো তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো? (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ) তোমার দেখা এরকম দুটি শিশুর বর্ণনা করো যারা দুটি ভিন্ন ধর্মের হলেও এক আত্মা, একপ্রাণ। (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ) 'তাহলে কী হয়, বন্ধু যে তারা,
তফাৎ কে করে ভাই,'—
—এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে? অর্থ পরিস্ফুট করো? (২+৩ = ৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ছ) 'আজ সে রহিম জুড়ে থাক্ ভাই / প্রতি মুসলিম ঘর'—তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

জ) "চেরাগের বাতি পঞ্চপ্রদীপে
গলাগলি করে রয়।"— চেরাগের বাতি ও পঞ্চপ্রদীপ কোথায় ব্যবহার করা হয়? (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঝ) "হিন্দুর ঘরের শিশুর মহলে,
কে আছে মহিম ভাই,
মোল্লা ঘরের রহিম যে ডাকে—
আয় আয় ছোটে তাই।"
— তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো? (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৯। অতি-সংক্ষেপে উত্তর দাও: (প্রশ্নমান -১)

ক/ ভারতের দুটি বড়ো নদীর নাম লেখো?

উত্তর: ভারতের দুটি বড়ো নদীর নাম হল গঙ্গা ও যমুনা।

খ/ ভারতের গঙ্গা কাদের কাছে পবিত্র নদী?

উত্তর: .....

গ/ কাশী কোন্ রাজ্যে অবস্থিত?

উত্তর: .....

ঘ/ কাশীতে হিন্দুদের কোন্ দেবদেবীর মন্দির দেখা যায়?

উত্তর: .....

ঙ/ মক্কা কী?

উত্তর: .....

চ/ মক্কা কেন বিখ্যাত?

উত্তর: .....

ছ/ জম্‌জম্ জল কী?

উত্তর: .....

জ/ 'মহিম-রহিম' কবিতায় শিশু দুটিকে তুলনা করা হয়েছে—(ফুলের / ফলের / কলির) সঙ্গে।

উত্তর: .....

ঝ/ মক্তব কি?

উত্তর: .....

ঞ/ পাঠশালায় কে পড়ে? —(মহিম / রহিম)

উত্তর: .....

ট/ মহিম কোন্ সম্প্রদায়ের ছেলে? (হিন্দু / মুসলিম)

উত্তর: .....

ঠ/ চেরাগ কী?

উত্তর: .....

ড/ মক্কা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: .....

ঢ/ মুসলীমদের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রের নাম কি?

উত্তর: .....

ণ/ হিন্দুদের দুটি তীর্থক্ষেত্রের নাম লেখো?

উত্তর: .....

ত/ "এক হয়ে গেল উল্লাসে আজি" —উল্লাসে কে কে এক হয়ে গেল?

উত্তর: .....

থ/ পঞ্চপ্রদীপ কী?

উত্তর: .....

দ/ হিন্দুরা কোথায় প্রার্থনা করে?

উত্তর: .....

ধ/ মসজিদ কাদের প্রার্থনা স্থান?

উত্তর: .....

এ আমার দেশ

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি পরিচিতি: (১৯২৬ - ১৯৪৭)

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫ অগাস্ট কলকাতার কালীঘাটে তাঁর মাতামহ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মাতা সুনীতি দেবী। ছোটো বয়সে তাঁর কবিত্ব শক্তির বিকাশ হয়। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় স্কুলের হাতের লেখা পত্রিকায় তাঁর একটি হাসির গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। কবির বয়স যখন ন-দশ বছর তখন প্রচুর ছড়া লিখে আত্মীয় স্বজনদের কাছে কবি খ্যাতি লাভ করেন। 'কিশোর বাহিনী' নামে কবি সুকান্ত একটি কিশোর সংগঠন গঠন করেন। সুকান্ত সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের জীবনকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, আর তারই ছাপ তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। সুকান্তের রচিত কাব্যগ্রন্থ— 'ছাড়পত্র' 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস', 'মিঠে কড়া', 'অভিযান', 'হরতাল', 'গীতিগুচ্ছ', প্রভৃতি। মাত্র ২১ বছর বয়সে কবিকৃতির বিপুল সম্ভাবনার সূচনা পূর্বে ১২মে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কবি সুকান্তের জীবন দীপ নিভে যায়।

উৎসগ্রন্থ— 'এ আমার দেশ' কবিতাটি কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের' 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থের 'মনিপুর' নামক কবিতার অংশ বিশেষ।

মর্মার্থ:

ভারতবর্ষ একটি ঐতিহ্যশালী প্রাচীন ও বিশাল দেশ। হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য ঘিরে রেখেছে দেশটিকে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মূলত ভারতবর্ষের এই দিকগুলিই ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতাটিতে। ভারতবাসীর ধমনীতে বয়ে চলেছে পূর্বপুরুষের রক্ত। যুগ যুগ ধরে নানা পতন ও উত্থানের মধ্য দিয়ে এদেশ এগিয়ে চলছে। চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লঙ প্রভৃতি বিদেশীরা এদেশে বারবার লুণ্ঠন, অত্যাচার চালিয়েও দেশের প্রাণসত্তাকে বিনষ্ট করতে পারেনি। এ দেশ প্রাণশক্তিতে ভরপুর, অজেয়।

শব্দার্থ করো: (মান- ১)

কবর— সমাধি	অজস্র—	উত্থান —
উদয়াস্ত —	সহস্র—	স্পর্শ—
সম্মুখে —	প্রান্তর—	উচ্চৈঃশ্রবা—
উজাড় —	অজেয়—	অদ্ভুত—
বিকশিত —		

১। **রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর করো:** (মান —৫)

১/ 'এখনো আমার মধ্যে ভেসে আসে তাদের খবর'?

পংক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া? এখানে 'তাদের' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? 'তাদের খবর ভেসে আসে' বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন? ১ + ২ + ২ = ৫

উত্তর: আলোচ্য অংশটি কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'এ আমার দেশ' কবিতার অন্তর্গত।

এখানে 'তাদের' বলতে সে সমস্ত চাষিদের কথা বলা হয়েছে যারা এদেশের জন্ম গ্রহণ করেছেন।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কৃষিজীবী মানুষের দুঃখ কষ্টের প্রতি খুবই আন্তরিক ছিলেন। এদেশের চাষিরা বহু কষ্টের পর ফসল ফলায়। প্রকৃতি সবসময় অনুকূল না হওয়ায় তাদের ঋণজালে জর্জরিত হতে হয়। কবির স্মৃতিতে সেই সমস্ত কৃষকদের জীবন বিসর্জনের কথাই ভেসে আসে।

২/ "আজন্ম দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে"—

উদ্ধৃতিটি কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ? পঙক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (২+৩=৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩/ "মাটিতে তাদের স্পর্শ, তাদের কেমন করে ভুলি?"—তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪/ "এখানে রক্তের দাগ রেখে গেছে চেঙ্গিস, তৈমুর"-চেঙ্গিস, তৈমুর কারা ছিলেন? রক্তের দাগ বলতে কী বুঝাতে চেয়েছেন? ২ + ৩

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫/ 'এ আমার দেশ' কবিতাটির পড়ে কবির স্বদেশ প্রীতির পরিচয় দাও। (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও: (মান —১)

১/ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন।

২/ 'মুক্তি কথা কয় কানে'— কথাটির অর্থ কি?

উত্তর:.....

৩/ কবর কী?

উত্তর:.....

৪/ 'আজন্ম দেখেছি আমি'—কবি আজন্ম কী দেখেছেন?

উত্তর:.....

৫/ উচ্চৈঃশ্রবা কোন্ দেবতার অশ্বের নাম ?

উত্তর:.....

৬/ কারা রক্তের দাগ রেখে গেছেন?

উত্তর:.....

৭/ দুজন বিদেশীর নাম করো যারা ভারত আক্রমণ করেছিল?

উত্তর:.....

৮/ 'মিঠেকড়া' কাব্যটি কার লেখা?

উত্তর:.....

৯/ 'দলিত' বলতে কাদের বোঝায়?

উত্তর:.....

১০/ কবি সুকান্ত কত বৎসর বেঁচেছিলেন?

উত্তর:.....

৩। সঠিক উত্তর নির্বাচন করো? (মান —১)

১/ "এ আমার দেশ" কবিতাটির উৎস হচ্ছে —

(ঘুম নেই / মিঠে কড়া / ছাড়পত্র)

উত্তর:.....

২/ এ আমার দেশ বলতে কবি বুঝিয়েছেন —

(বাংলাদেশকে / ভারতবর্ষকে / নেপালকে)

উত্তর:.....

৩/ কবি সুকান্ত যে নামে সাহিত্যে পরিচিত ছিলেন তা হল—

(শিশু কবি / কিশোর কবি / উপরের কোনটিই নয়)

উত্তর:.....

৪/ কবি দেশকে জানেন কত বৎসর ধরে —

(একশো / দুইশো / সহস্র)

উত্তর:.....

৫/ চেঙ্গিস খাঁ ছিলেন একজন —

(ভারত রক্ষাকারী / ভারত আক্রমণকারী)

উত্তর:.....

৬/ হিন্দুস্থান বলতে কবি বুঝিয়েছেন —

(ভারতবর্ষকে / পাকিস্তানকে)

উত্তর:.....

৪। শূন্যস্থান পূরণ করো: (মান-১)

১/ _____ বছর ধরে একে আমি জানি পরিপাটি। (সহস্র / শতাব্দী)

২/ যে চাষি কেটেছে _____, এ মাটিতে নিয়েছে কবর। (ধান / গম)

৩/ _____ তাদের স্পর্শ, তাদের কেমন করে ভুলি? (মাটিতে / আকাশে)

৪/ যদিও দলিত দেশ, তবু মুক্তি কথা কয় _____। (কানে / হাতে)

৫/ এখানে আমার রক্তে _____ আছে পূর্বপুরুষেরা। (বেঁচে / মরে)

৫। ব্যাকরণগত প্রশ্নের উত্তর করো: (মান -১)

ক/ **সন্ধি বিচ্ছেদ করো:**

সন্ধান = সম্ + ধান। | শতাব্দী =

উদয়াস্ত = | সন্মুখ =

মুক্তি = | দিগ্বিজয়ী =

খ/ **বাক্য রচনা কর :** (মান - ১)

বিশাল — শহর আগরতলায় বিশাল অট্টালিকা দেখা যায়।

উর্বর ---:.....।

উদয়াস্ত ---:.....।

আজন্ম ---:.....।

আসমুদ্র ---:.....।

শতাব্দী ---:.....।

সবুজ ---:.....।

স্বপ্ন ---:.....।

গ/ **পদ পরিবর্তন করো :** (মান -১)

আকাশ — আকাশি	রক্ত —	পুরুষ —
সন্ধান —	নতুন —	বৎসর —
স্বপ্ন —	সবুজ —	বিশাল —
মুক্ত —	দেশ —	মাটি—

ঘ/ **বিপরীত শব্দ লেখো :** **(মান-১)**

উদয় — অস্ত	নতুন —	দেশি —
দলিত —	আজন্ম —	জানা —
আসা —	অদৃশ্য —	ভালবাসা —
উত্থানে —	বিশাল —	উজাড় —
জয় —	যুদ্ধ —	স্বপ্ন —

ঙ/ **শুদ্ধরূপটি লেখো:** (মান -১)

১/ সমাচ্ছন্ন / সোমাচ্ছন / সমাচ্ছন্ন

উত্তর ঃ সমাচ্ছন্ন

২/ উত্থান / ওত্থান / ঊত্থান

উত্তর ঃ

৩/ সপ্ন / শ্বপ্ন / স্বপ্ন

উত্তর ঃ

৪/ উজার / উজাড় / উঝার

উত্তর ঃ

৫/ দিগ্বিজয়ী / দ্বিক্‌জয়ী / ধ্বিক্‌জয়ী

উত্তর ঃ

নীচের রেখাঙ্কিত পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো: (মান - ১)

১/ এ মাটিতে নিয়েছে করব।

উত্তর ঃ অধিকরণ কারকে ‘তে’ বিভক্তি।

২/ আমার বিশাল দেশ আসমুদ্র ভারতবর্ষকে।

উত্তর:.....

৩/ সহস্র বছর ধরে একে আমি জানি পরিপাটি।

উত্তর:.....

৪/ আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা।

উত্তর:.....

৫/ মুক্তি কথা কয় কানে।

উত্তর:.....

পৃথিবীর অনুরাগে

অপরাজিতা রায়

কবি পরিচিতি: (১৯২৯ - ২০২০)

ত্রিপুরা রাজ্যের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অপরাজিতা রায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ২৭ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন আসামের গুয়াহাটি শহরে। পিতার নাম ললিত মোহন মুখোপাধ্যায় এবং মাতা প্রফুল্লবালা দেবী। অপরাজিতা রায় ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগের শিক্ষিকা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শেষ করেন। তিনি ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিশিষ্ট প্রবন্ধকার হিসেবে তিনি সুপরিচিত। মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা সহজ সরল ভাবে তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছেন হৃদয়ের অনুভুতির সঙ্গে। দীর্ঘ চার দশক ধরে লেখালেখি করেছেন তিনি। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলিগুলো—'বাইরে বাউল', 'সাহিত্যের বিবর্তিত বাস্তব', 'ঝোড়ো হাওয়ায় ঝাপটা', 'নারীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', 'এখনও অন্ধকার', 'দ্বিতীয় শরীর' ইত্যাদি। ত্রিপুরার সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দিয়ে কবি অপরাজিতা রায়ের সৃজন প্রতিভাকে ২০০১ সালে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর কোভিড আক্রান্ত হয়ে কবি অপরাজিতা রায় না ফেরার দেশে চলে যান।

উৎসগ্রন্থ — 'পৃথিবীর অনুরাগে' কবিতাটি কবি অপরাজিতা রায়ের 'নির্বাচিত ছড়া সংকলন' এর অন্তর্গত।

মর্মার্থ:

পৃথিবী তার নিজস্ব গতিতে অনবরত সূর্যের চারিদিকে ঘুরে চলেছে। সৃষ্টি লগ্ন থেকেই পৃথিবীর এই পথ চলার কোনো বিরাম নেই। পৃথিবীর বুকে সূর্য পরিক্রমার হাত ধরেই আবির্ভূত হয় ঋতুরঙ্গশালা ও তার রূপবৈচিত্র্য। আর প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ও ভিন্ন ভিন্ন উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। অনন্তকাল ধরে এই খেলা চলতে থাকলেও তাকে কখনো একঘেয়ে বলে মনে হয় না। বরং মানুষ নতুন নতুন রূপে এর অভিনবত্বের স্বাদ গ্রহণ করে। আর তা জীবনের প্রতি অনুরাগ থেকেই সৃষ্ট বলে কবি মনে করেন।

শব্দার্থ লেখো: (মান -১)

পৃথিবী — ধরিত্রী

চাকা —

অবিরাম —

জুড়ানো —

ক্লান্তি—

সুবাসে—

গেঁথে —

সৃষ্টি —

একঘেয়ে —

১। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর করো: (প্রশ্নমান — ৫)

ক/ "ব্যাপারটা পুরানো / তবু প্রাণ জুড়োনো"

—পঙক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া? কবির নাম কি? তবু প্রাণ জুড়ায় কেন? ১+১+৩=৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

খ/ কে, কোথায় অবিরাম ঘুরছে? এই অবিরাম ঘোরার ফল কি? ২+৩= ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ/ "পৃথিবীর অনুরাগে / পুরানো নতুন লাগে।" —তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ/ "আজ সেটা বলা ভার"।

— অংশটি কোথা থেকে নেওয়া? কবি কোন্ জিনিসটি বলা ভার বলেছেন এবং কেন? ১+২+২= ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ/ পৃথিবীর অনুরাগে কবিতাটি মমার্থ বুঝিয়ে বলো। ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। অতি-সংক্ষেপে প্রশ্নোত্তর করো: (মান-১)

ক/ পৃথিবী কীভাবে ঘুরছে?

উত্তর: পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পাক খেয়ে ঘুরছে।

খ/ কোন্ ঋতুতে শিউলি ফুল ফোটে?

উত্তর:.....

গ/ সাদামেঘ কোথায় ভাসবে?

উত্তর:.....

ঘ/ 'নতুন লাগে'—কী নতুন লাগে?

উত্তর:.....

ঙ/ কবি অপরাজিতা রায় কত সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন?

উত্তর:.....

চ/ 'আজ সেটা বলা ভার'— কী বলা ভার?

উত্তর:.....

ছ/ কে বাতাসে সুগন্ধ ছড়ায়?

উত্তর:.....

জ/ কোন্ ব্যাপারটা পুরানো?

উত্তর:.....

ঝ/ ঋতু কয়টি ও কী কী?

উত্তর:.....

ঞ/ কবি অপরাজিতা রায়ের দুটি কাব্য গ্রন্থের নাম করো।

উত্তর:.....

৪। **ব্যাকরণগত প্রশ্নের সমাধান করো:** (মান - ১)

ক/ বাক্য রচনা করো:

শরৎ — বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাণ —:.....

সাদামেঘ —:.....

সৃষ্টি —:.....

একঘেয়ে —:.....

সুবাস —:.....

সুগন্ধ —:.....

নতুন —:.....

পৃথিবী —:.....

সূর্য —:.....

খ/ **পদ পরিবর্তন করো:** (মান-১)

অনুরাগ — অনুরক্ত,

নতুন —

শরৎ —

আনন্দ —

বায়ু —

গ/ **বিপরীত শব্দ লেখো:** (মান-১)

চেনা — অচেনা

শুরু —

আজ—

কম —

দেরি—

সাদা—

ভাসছে—

রোদ —

নতুন — বিরাম —

সৃষ্টি —

ঘ/ **নীচে রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো:—** (মান-১)

১/ কবে পুজো আসবে।

উত্তর ঃ কর্মকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

২/ পৃথিবীর অনুরাগে।

উত্তর ঃ.....

৩/ পুরানো নতুন লাগে।

উত্তর ঃ.....

৪/ অবিরাম গতিতে শুরু হল চলা তার।

উত্তর ঃ.....

৫/ সাদা মেঘ ভাসবে অতি চেনা আকাশে।

উত্তর ঃ.....

৫। **সঠিক উত্তর নির্বাচন করো:** (মান -১)

ক/ কবি অপারজিতা রায়ের জন্মস্থান হল —

(ত্রিপুরা / আসাম / মণিপুর)

উত্তর ঃ.....

খ/ 'পৃথিবীর অনুরাগে' কবিতাটির উৎসগ্রন্থ হল —

(নির্বাচিত ছড়া সংকলন / বাইরে বাউল / দ্বিতীয় শরীর)

উত্তর ঃ.....

গ/ 'পৃথিবীর অনুরাগে' কবিতায় যে ফুলটির কথা বলা হয়েছে তা হল —

(বকুল / শিউলি / রজনীগন্ধা)

উত্তর ঃ.....

ঘ/ পৃথিবীটা কার চারদিকে ঘুরছে —

(চন্দ্রের / সূর্যের)

উত্তর ঃ.....

ঙ/ আকাশে কী ভাসবে? —

(সাদা মেঘ / কালো মেঘ)

উত্তর ঃ.....

৬। **সমার্থক শব্দ তৈরি করো:** (মান-১)

আকাশ — গগন, অম্বর, আসমান

পৃথিবী —

বাতাস —

মেঘ —

সূর্য —

চন্দ্র —

জল —

৭। **প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ তৈরি করো:** (মান -১)

অংশ — ভাগ।

অংস — স্কন্ধ।

দিনেশ—

দীনেশ —

চ্যুত —

চূত —

কীর্তি —

কৃত্তি —

অদৃশ্য —

অধৃষ্য—

৮। **সত্য / মিথ্যা যাচাই করো:** (মান-১)

১। পৃথিবী সূর্যকে পাক খেয়ে ঘুরছে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর ঃ.....

২। পৃথিবীর অনুরাগে ছড়ায় চাঁপা ফুলের উল্লেখ রয়েছে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর ঃ.....

৩। 'পৃথিবীর অনুরাগে' কবিতায় সূর্যের চলার কথা বলা হয়েছে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর ঃ.....

৪। পৃথিবীর অনুরাগে পুরানো নতুন লাগে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর ঃ.....

৫। শরৎ ঋতুতে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর ঃ.....

পালামৌ

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি: (১৮৩৪ - ১৮৯৯)

সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ৮ই এপ্রিল নৈহাটির কাঁঠাল পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছোট ভাই। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় কিছুদিন সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য রচনাবলী 'পালামৌ', 'মাধবীলতা', 'জাল প্রতাপচন্দ্র' প্রভৃতি। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।

উৎসগ্রন্থ — সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী 'পালামৌ' গ্রন্থ থেকে পাঠ্যাংশটি গৃহীত।

সারাংশ:

পাহাড় পর্বত, প্রকৃতির প্রতি বঙ্গবাসীদের আকর্ষণ চিরকালের। আর এই আকর্ষণের টানেই লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাঁচি হতে অনতিদূরে পালামৌ পাহাড় দেখতে গিয়েছিলেন। আর পথে যেতে যেতে পালামৌর অনিন্দ্য সুন্দর রূপমুগ্ধতায় তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন। বিশেষ করে নদী, পাহাড়, বন, প্রভৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি সহজ সরল ভাষায় 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া লেখকের প্রকৃতিপ্রেম, রুচিবোধ, স্বজাতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও গল্পে অন্যমাত্রা যোগ করেছে।

শব্দার্থ শেখো:

উত্তম — শ্রেষ্ঠ।

পালামৌ— ছোটনাগপুরের একটি পার্বত্য পরগণা।

অপরাহ্নে — বিকালবেলায়

পরশ্রীকাতর — যে অন্যের ভালো দেখতে পারে না।

প্রতিবাসী — প্রতিবেশী

অনুভব — উপলব্ধি

দাম্ভিক — অহংকারী

১। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর: (মান - ৫)

ক। লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পালামৌ দর্শনের অভিজ্ঞতা কীভাবে বর্ণনা করেছেন?

উত্তর: প্রকৃতিপ্রেমী লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পালামৌ' গল্পাংশে রাঁচি থেকে যাত্রাপথে পালামৌ পাহাড় দর্শন করে এর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ঘন নিবিড় বন পেরিয়ে পালামৌ এ প্রবেশের মুখে তিনি দেখতে পেলেন— নদী, গ্রাম ও অসংখ্য পাহাড়। লেখকের নিজস্ব কল্পনায় এই পর্বতাঞ্চল হয়ে উঠে বিচলিত নদীর অজস্র তরঙ্গের মতো। লেখক এর রূপমুগ্ধতায় প্রায়ই মেঘাবৃত পাহাড়ে গিয়ে বসে থাকতেন আর অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখতেন পাহাড়ের মাটিহীন পশ্চিমঅংশ। কোথাও নুড়ি, আবার কোথাও কালো কালো পাথর। লেখক আরও বেশী আপ্লুত হয়েছেন ব্যতিক্রমী একশিলা বিশিষ্ট পাহাড় দেখে। এক বিশাল অশ্বত্থ গাছ-বন নীরস পাথর, সবুজ প্রাণের আলো সঞ্চার করেছিল।

খ। "বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়।"

—উদ্ধৃতিটির বক্তা কে? কখন তিনি এই মন্তব্যটি করেছিলেন? বক্তার এই রকম মন্তব্যের কারণ কী?

১ + ১ + ৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ। "....এই গিরিগোবর্ধন দেখিয়া বাল্যকালেই পর্বতের অনুভব হইয়াছিল।"

— এখানে কোন্ গিরিগোবর্ধনের কথা বলা হয়েছে? তা দেখে লেখকের কি অনুভব হয়েছিল? ২ + ৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ। "পর্বত সম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙালির পক্ষে বড়ো কঠিন"

— উদ্ধৃতিটি কোথা থেকে নেওয়া? কার মনে এরকম ভাবনার উদয় হয়েছিল? কখন তার মানে এ বিষয়ের উদয় হয়? ১ + ১ + ৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ। "বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা"—

— লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পালামৌ' গল্পাংশে প্রতিবাসীদের সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছেন? ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ। "বোধহয় সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।"

— কে, কাকে প্রথম সুন্দর দেখেন? কেন তিনি তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন? ২+৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ছ। "একজন মহানুভব বলিয়াছেন....."

— 'মহানুভব' কথাটির অর্থ কি? মহানুভব কী বলিয়াছিলেন? প্রসঙ্গ নির্ণয় করো? ১+১+ ৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

জ। 'এখন আমি অশ্বত্থটির প্রশংসা করি।'

—লেখক এখানে কোন্ অশ্বত্থ গাছটির কথা বলেছেন? কেন তিনি অশ্বত্থ গাছটির প্রশংসা করলেন?

২ + ৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর: (প্রশ্নমান - ১)

ক। মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই কাহারা আনন্দিত হয়?

উত্তর: মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলে বাঙালিরা আনন্দিত হয়।

খ। লেখক সঞ্জীবচন্দ্র কী দেখে পাহাড়ের আকার অনুভব করেছিলেন?

উত্তর:.....

গ। কারা শুষ্ক গোময় স্তূপ করে?

উত্তর:.....

ঘ। শুষ্ক গোময় মানে কি?

উত্তর:.....

ঙ। বরাকর কী?

উত্তর:.....

চ। 'গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিলে' — গাড়োয়ান কী জিজ্ঞাসা করলেন?

উত্তর:.....

ছ। 'ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃ পুনঃ পাইয়াছিলাম।'

— কিসের প্রমাণ পাওয়ার কথা লেখক বলেছেন?

উত্তর:.....

জ। 'পালামৌ' পাঠ্যাংশটির উৎস গ্রন্থের নাম কি?

উত্তর:.....

ঝ। লেখক কাদের ঋষি বলেছেন?

উত্তর:.....

ঞ। 'আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম'— কোন্ পাহাড় দেখে লেখক চমৎকৃত হয়েছিলেন?

উত্তর:.....

ট। "বৃক্ষটি বড়ো শোষক ....." — কোন্ বৃক্ষের কথা এখানে বলা হয়েছে?

উত্তর:.....

৩। সঠিক উত্তর বাছাই করে লেখো: (প্রতি প্রশ্নের মান — ১)

ক। 'পালামৌ' কী ধরনের রচনা? —

(জীবনচরিতমূলক / ভ্রমণকাহিনিমূলক)

উত্তর:.....

খ। 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থটির লেখক হলেন —

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

উত্তর:.....

গ। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ———সালে?

(১৯৩৪ / ১৮৩৪ / ১৭৩৪)

উত্তর:.....

ঘ। লেখক সঞ্জীবচন্দ্র কত দিন আহার করেন নাই —

(একদিন / দুইদিন / তিনদিন)

উত্তর:.....

ঙ। গিরিগোবর্ধন একটি —

(পাহাড় / নদী)

উত্তর:.....

চ। বঙ্গবাসীদের যা দেখার অভ্যাস তা হল —

(হাট / ঘাট / মাঠ)

উত্তর:.....

ছ। "বঙ্গবাসী মানেই সজ্জন"—সজ্জন কথাটির মানে হল—

(সৎ ব্যক্তি / অসৎব্যক্তি / কোনটিই নয়)

উত্তর:.....

জ। "যাহাদের প্রতিবেশী নেই", তাদের নীচের কোন্‌টি নেই—

(ভয় / ক্রোধ / আনন্দ)

উত্তর:.....

ঝ। লেখক গল্পে যে গাছটির উল্লেখ করেছেন সেটি হল —

(আমগাছ / অশ্বত্থগাছ / কাঁঠালগাছ)

উত্তর:.....

৪। **শূন্যস্থান পূরণ করো :** (প্রশ্নমান —১)

ক। _____ দেখিলাম একটি সুন্দর পর্বতের নিকট দিয়া গাড়ি যাইতেছে। (মধ্যাহ্নে / পূর্বাহ্নে / অপরাহ্নে)

খ। পরদিন প্রায় _____ সময়েই হাজারিবাগ পৌঁছলাম। (দুইপ্রহর / তিন প্রহর / চারপ্রহর)

গ। _____ মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। (দুইদিনের / তিনদিনের / পাঁচদিনের)

ঘ। ঋষিকে _____ পরীক্ষা দিতে হইতে হইবে। (ওকালতির / মাস্টারীর / কেরানীর)

ঙ। এই পাহাড়ের _____ মৃত্তিকা নাই। (পূর্বভাগে / পশ্চিমভাগে / দক্ষিণভাগে)

৫। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর:** (প্রশ্নোত্তর মান — ২)

ক। পালামৌ গল্পটি কার লেখা, এর উৎস গ্রন্থের নাম কী?

উত্তর: পালামৌ নামক গল্পাংশটি লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ভ্রমণবাহিনী 'পালামৌ' থেকে গৃহীত।

খ। "আহার সম্বন্ধীয় কথা শুনিবা মাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল"— কার, কখন এই অবস্থা হয়েছিল?

উত্তর: .....

.....

.....

গ। "তাঁহার" সহিত আমার কখনো, চাক্ষুষ হয় নাই।" — 'চাক্ষুষ' শব্দটির অর্থ কি? কার কথা এখানে বলা হয়েছে?

উত্তর: .....

.....

.....

৬। **ব্যাকরণগত প্রশ্নোত্তর:** (মান-১)

ক। **সন্ধি বিচ্ছেদ করো:**

অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা

কিন্তু =

সজ্জন =

পরিষ্কার =

অতএব =

খ। **পদ পরিবর্তন করো:**

আনন্দ - আনন্দিত ,

পর্বত —

দিন —

পরিচয় —

পথ —

ভ্রম —

প্রমাণ —

মেঘ —

গ্রাম —

সুন্দর —

গ। **বিপরীত শব্দ লেখো:** (মান -১)

আগমন — প্রস্থান,

সম্ভব —

প্রবেশ —

নীরস —

লোভী—

ক্ষুদ্র —

নিন্দা —

বড়ো —

কঠিন —

ঘ। **লিঙ্গ পরিবর্তন করো:** (মান -১)

নদী - নদ,

যুবা —

কর্তা —

রসিক —

বৃদ্ধ —

পাষাণ —

পুত্র —

বধূ —

শোষক —

সুন্দর —

ঙ। **বাক্য রচনা করো:** (মান -১)

সজ্জন — হরিবাবুর মতো সজ্জন ব্যক্তি আমাদের সমাজে খুব কম দেখা যায়।

অভ্যাস :.....

চাক্ষুষ :.....

দাম্ভিক :.....

ঋষি :.....

ওকালতি :.....

পরশ্রীকাতর :.....

ভূয়সী :.....

প্রতিবেশী :.....

মহানুভব :.....

চ। **চলিত ভাষায় রূপান্তর করো:**

১। তিনি শতলোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরুপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি।

উত্তর: তিনি শতলোকের সঙ্গে থাকলে ও আমার দৃষ্টি মনে হয়। প্রথমেই তাঁর মুখের ওপর পড়ত। সেরকম প্রসন্নতায় ভরা ঠোঁট আমি খুব কম দেখেছি।

২। পরদিন প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে।

উত্তর :.....

.....

.....

.....

ছ। **শুদ্ধরূপটি লেখো:** (মান -১)

নিরস / নীরস / নিরশ

পাষাণ / পাসান / পাষাণ

অশ্বত্থ / অসত্থ / অশোত্থ

অভিবাদন / অভীবাদন / অভিভাদন

আখরা / আখড়া / আক্ষরা

জ। **রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো:** (মান -১)

অ। কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য।

উত্তর: কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি।

আ। বন স্পষ্ট দেখা গেল।

উত্তর:.....

ই।পাষাণ হইতেও রসগ্রহণ করিতেছে।

উত্তর:.....

ঈ। পর্বতের নিকট দিয়া গাড়ি যাইতেছে।

উত্তর:.....

৭। পাঠ্যাংশ থেকে অনুচ্ছেদ তুলে প্রশোত্তর ঃ (মান - ৫)

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি নিজে তখন যুবা। অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্মসংগত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ। কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি। রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দেশ মতো দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম তখন আমার বোধ হইল যেন মর্ত্যে মেঘদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাশির দ্বারা সর্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষে আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে নিম্নে সর্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছন্দ নাই। কোথাও কর্ষিতক্ষেত্র নাই, গ্রাম

নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন ঘন, নিবিড় বন, পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম নদী, গ্রাম সকলই আছে দূর হইতে তাহা কিছু দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, যেন বিচলিত, নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। এইরূপ অর্ধ-পাহাড় লাতেহার গ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম।

ক।লেখক যে সময়ের কথা বলছেন তখন তিনি — (যুবা / বৃদ্ধ)।

খ। বৃদ্ধকে প্রায় তিনি কী দেখেন? — (সুন্দর / কুৎসিত)

গ। "মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না"— কে বলেছিলেন? (মহানুভব / লেখক)

ঘ।পালামৌ পরগণায় কী অসংখ্য? (পাহাড় / নদী)

ঙ। এইরূপ অর্ধ-পাহাড় লাতেহার গ্রামপার্শ্বে আছে? (একটি / দুটি)

অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর:

১। তোমার দেখা কোনো পাহাড়ের সৌন্দর্য নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

রাধারাণি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি : (১৮৩৮ - ১৮৯৪)

বাংলা উপন্যাস জগতের প্রথম সার্থক শিল্পী ও জনক ছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২৬ জুন, ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কর্মজীবনের পাশাপাশি তিনি সাহিত্য সাধনা করতেন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্য রচনায় একজন সার্থক শিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি— 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'যুগলাঙ্গারীয়', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণি', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'ইন্দিরা', 'সীতারাম' প্রভৃতি। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বাংলা সাহিত্যের 'সাহিত্যসম্রাট' হিসেবে পরিচিত। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ৮ই এপ্রিল এই মহান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে।

উৎসগ্রন্থ— সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামাজিক উপন্যাস 'রাধারাণি' থেকে পাঠ্যাংশের গল্পাংশটি গৃহীত।

সারাংশ:

সমাজে ভালো-খারাপ উভয় ধরনের লোকই বর্তমান। এই চিত্রই আলোচ্য 'রাধারাণি' গল্পাংশে সাহিত্য সম্রাট খুবই দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। একসময় বড়ো লোকের মেয়ে ছিল রাধারাণি। কিন্তু তার পিতার অকাল মৃত্যুতেই শুরু হয় নিত্যদিনের অভাব অনটন। এই সুযোগে এক লোভী আত্মীয় তাদের সমস্ত রকম সম্পত্তির উপর ভাগ বসায় মামলা মোকদ্দমা করে। ফলে শারীরিক পরিশ্রম করেই তাদের দিনযাপন শুরু হয়। রাধারাণির মা অসুস্থ হওয়ায় এবং মাকে সুস্থ করতে রাধারাণি বনফুলের মালা বানিয়ে রথের হাটে বিক্রয় করতে যায়। কিন্তু প্রচন্ড বৃষ্টি হওয়ায় মেলা ভেঙ্গে যায়। মেলা থেকে ফেরার পথে তার সঙ্গে পরিচয় হয় একজন সৎ-ব্যক্তির। সে তার সব ঘটনা শুনে সমস্ত মালা কিনে নিয়েছিলেন রাধারাণিকে সাহায্য করার জন্যে।

নিজে করো

১/ শব্দার্থ মিলাও: (মান -১)

তল্লাস	মামলা
কবরী	পাওনা
মুষলধারে	খোঁজ
মোকদ্দমা	খোঁপা
ওয়াশিলতি	প্রবলধারায়
অলকাবলি	কান্না
রোদন	কেশরাশি

২/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন: (মান —৫)

ক। "প্রিভি কৌন্সিলে একটি আপিল করিল।"

—উদ্ধৃতাংশটি কোথা থেকে নেওয়া? কে, কোথায় আপিল করেছিল? আপিল করার কারণ কি ছিল?

উত্তর: সহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রাধারাণি' নামক গদ্যাংশ থেকে উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে।

রাধারাণির মা সমস্ত গয়ণা বিক্রয় করে প্রিভি কৌন্সিলে আপিল করেছিল। (১+২+২)

রাধারাণির পিতার মৃত্যুর পর বিষয় সম্পত্তি নিয়ে তাদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে রাধারাণীর মায়ের হাইকোর্টে মামলা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাধারাণির মা সেই মামলাটি হেরে যান। শেষ পর্যন্ত তাদের ভিটেমাটি পর্যন্ত হাতছাড়া হয়। আর সেই সম্পত্তি ফিরে পাবার আশায় তিনি সমস্ত গয়ণা বিক্রি করে দেন।

খ। রাধারাণির মায়ের আর্থিক দুরাবস্থার কারণ বর্ণনা করো। (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ। "আমি রথ দেখতে গিয়েছিলাম .....পথ পাইতেছি না।"

— কে, কোথায় রথ দেখতে গিয়েছিল? তার রথ দেখতে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করো? ২+৩=৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ। "আমার সঙ্গে আইস—আমি ও শ্রীরামপুর যাইব।"

—কে, কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে? শ্রীরামপুর কাদের বাড়ি? বক্তা কখন এই কথাটি বলেছিলেন? ২+১+২=৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ। "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম।....."

— কে একছড়া মালা খুঁজিতেছিলেন? কীসের জন্যে তিনি মালা খুঁজছিলেন? তিনি কতমূল্য দিয়ে মালা ক্রয় করেছিলেন? সেই মালা কোন্ ফুলের তৈরি ছিল? ১+১+১+২=৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ। "নতুন কলের পয়সা, তাই চক্‌চক্ করছে।"

— কে, কাকে, একথা বললেন? বক্তার একথা বলার কারণ উল্লেখ করো?

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর করো: (মান -১)**

ক। রাধারাণির বয়স কত ছিল?

উত্তর: রাধারাণির বয়স প্রায় এগারো বছর।

খ। রাধারাণির বাড়ি কোথায় ছিল?

উত্তর:.....

গ। কে রথের পূর্বে ঘোরতর পীড়িতা হয়েছিল?

উত্তর:.....

ঘ। রাধারাণী কেন মালা বানিয়েছিল?

উত্তর:.....

ঙ। মাহেশে রথ দেখতে কে গিয়েছিল?

উত্তর:.....

চ। রথের মেলায় কেন রাধারাণীর মালা বিক্রয় হল না?

উত্তর:.....

নিজে করো ঃ

৪। **সঠিক উত্তর বাছাই করো: (মান -১)**

ক। ভদ্রাসন শব্দটির দ্বারা বোঝায় (বসতবাড়ি / পরিত্যক্ত বাড়ি)

উত্তর: বসতবাড়ি।

খ। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যে নামে পরিচিত ছিলেন — (সাহিত্যসম্রাট / কথাশিল্পী)

উত্তর:.....

গ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোট উপন্যাস লিখেন — (১২ / ১৩ /১৪) টি।

উত্তর:.....

ঘ। 'রাধারাণি' গদ্যাংশটি যে উপন্যাস্ থেকে নেওয়া সেটি হল — (দুর্গেশনন্দিনী / রাধারাণি / ইন্দিরা)

উত্তর:.....

ঙ। রাধারাণি কি ঠুকিয়া আগুন জ্বালিলেন? — (চকমকি /দিয়াশলাই)

উত্তর:.....

চ। রাধারাণি কোন্ ফুলের মালা গেঁথেছিল। — (বকুল ফুল / বনফুল)

উত্তর:.....

ছ। রাধারাণি বনফুলের মূল্য ছিল — (একপয়সা / দু পয়সা / চার পয়সা)

উত্তর:.....

৫। **শূন্যস্থান পূরণ করো:** (মান -১)

ক। আমার সঙ্গে আইস — আমিও _____ যাইব। (শ্রীরামপুর / হরিপুর)

খ। কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতে বড়ো বৃষ্টি _____ হইল। (আরম্ভ / শেষ)

গ। রাধারানি নামে এক বালিকা _____ রথ দেখিতে গিয়াছিল। (মাহেশে / পুরীতে)

ঘ। প্রায়_____ সম্পত্তি! ডিক্রিদার সকলই লইল। (এক লক্ষ / দশ লক্ষ / পাঁচ লক্ষ)

ঙ। কিন্তু আর _____ সংস্থান রহিল না। (আহারের / বিহারের)

৬। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর:** (মান —২)

ক। 'রাধারাণি' গদ্যাংশটির লেখক কে? এর উৎসগ্রন্থের নাম করো।

উত্তর: সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'রাধারানি' নামক গদ্যাংশটির রচয়িতা।

খ। 'এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।"—কে, কখন উচ্চৈঃস্বরে কেঁদেছিল?

উত্তর:.....

.....

.....

গ। রাধারাণির মার সঙ্গে কার এবং কি বিষয়ে নিয়ে মামলা হয়েছিল?

উত্তর:.....

.....

.....

ঘ। কী কারণে রাধারাণির উপবাস থাকতে হত?

উত্তর:.....

.....

.....

ঙ। রাধারাণি কেন কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়িতে ফিরল?

উত্তর:.....

.....

.....

৭। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন: মান-১

নিজে করো

ক। সন্ধি বিচ্ছেদ করো: (মান -১)

অন্নাভাব = অন্ন + অভাব | বৃষ্টি = | দৃষ্টি =

ভদ্রাসন = | সন্ধ্যা = | অন্ন =

সংস্থান = | কিন্তু =

খ। পদ পরিবর্তন করো: (মান -১)

উপবাস — উপবাসী

নতুন — | প্রয়োজন —

ক্ষুদ্র — | লুকানো —

দয়া — | আহার্য —

চক্ষু —

গ। বিপরীত শব্দ লেখো: (মান -১)

অন্ধকার — আলো | দুঃখী —

বিলম্ব — | ভিজে —

বিক্রয় — | বাহিরে —

দয়ালু — | বন্ধ—

অর্ধেক —

ঘ। লিঙ্গ পরিবর্তন করো: (মান -১)

মেয়ে — ছেলে | রুগ্ন —

মাতা — | পুরুষ —

বিধবা | ঝলক —

ঙ। বাক্য রচনা করো:

বনফুল — রাধারাণি এক পয়সার বনফুলের মালা বানিয়ে রথের হাটে বিক্রয় করতে গিয়েছিল।

অগত্যা :.....

চক্‌চকে্ :.....

মালা :.....

মোকদ্দমা:.....

রথ :.....

দয়ালু :.....

সমভিব্যাহারী :.....

পয়সা :.....

কুটির :.....

চ। **শুদ্ধরূপটি লেখো:** (মান -১)

১। রোদন / রোদোন / রোদন — **উত্তর:** রোদন

২। ঘোরোতর / ঘোরতরো / ঘোরতর— **উত্তর:**

৩। উপবাস / উপোবাশ / উপভাশ— **উত্তর:**

৪। পিড়িতা / পিড়ীতা / পীড়িতা— **উত্তর:**

৫। বর্ষন / বর্সন / বর্ষণ— **উত্তর:**

নিজে করো

৮। অনুচ্ছেদ থেকে প্রশ্নোত্তর: (মান -৫)

১। রাধারাণি নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়েছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভালো ছিল। কিন্তু তাহার পিতা নাই, তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়। সর্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা। মোকদ্দমায় বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রিদার জ্ঞাতি জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগতে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি; ডিক্রিদার সকলই লইল।

ক। রাধারাণি কোথায় রথ দেখতে গিয়েছিল?

উত্তর: রাধারাণি মাহেশে রথ দেখাতে গিয়েছিল।

খ। রাধারাণির বয়স কত ছিল?

উত্তর: প্রায় একাদশ পরিপূর্ণ হয়নি।

গ। রাধারাণির মার সঙ্গে কার একটি মোকদ্দমা হয়? (জ্ঞাতির / প্রতিবেশীর)

উত্তর: জ্ঞাতির

ঘ। ডিক্রিদার জ্ঞাতি কত টাকার সম্পত্তি নিয়েছিল — (পাঁচলক্ষ / দশ লক্ষ)

উত্তর: দশ লক্ষ।

ঙ। বিধবা মোকদ্দমাটি কোথায় হারেন — (হাইকোর্টে / সুপ্রীমকোর্টে)

উত্তর: হাইকোর্টে।

২। কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতে বড়ো বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণি মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না, সন্ধ্যা হইল—রাত্রি, বড়ো অন্ধকার হইল— অগত্যা রাধারাণি

কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল। অন্ধকার পথ কর্দমময়, পিচ্ছিল, কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতে ছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষা ও রাধারাণির চক্ষু বারি বর্ষণ করিতেছিল। রাধারানি কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল।

ক। কখন বৃষ্টি আরম্ভ হল?

উত্তর:.....

খ। রাধারানি কী নিয়ে মেলায় গিয়েছিল? (ফুলের মালা / পুঁতির মালা)

উত্তর:.....

গ। অগত্যা রাধারাণি _____ ফিরিল? (কাঁদিতে কাঁদিতে / নাচিতে নাচিতে)

ঘ। তাহাতে মুষলধারে _____ (শ্রাবণের / ভাদ্রের) ধারা বর্ষিতে ছিল।

ঙ। কেন মেলায় লোক জমল না?

উত্তর:.....

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি: (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির চিরন্তন গর্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দ, ২৫শে বৈশাখ) উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদা দেবী। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষালাভ না করলেও ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যময় পরিবেশে গৃহশিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সংগীত এবং অঙ্কনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা শুরু করেন। ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। বাংলা সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর দান বিস্ময়কর ও অপরিমেয়। কবিতা ছাড়াও ছোট গল্প, উপন্যাস, পত্র সাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে সাহিত্য রাশি রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের অন্যতম সাহিত্যরুপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল- 'প্রভাত সংগীত', 'সন্ধ্যাসংগীত' 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য', 'বলাকা', 'মহুয়া', 'খেয়া', 'পূরবী', 'প্রান্তিক', 'নৈবেদ্য', 'আরোগ্য', প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ 'Song offerings' এর জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন যা বিশ্বভারতীরূপে তাঁর গঠনমূলক কর্মপ্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তি। ভারত ও বাংলাদেশ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের 'জাতীয় সংগীত' এর রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, "কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই" এই প্রকৃতি প্রেমী কবির প্রয়াণ ঘটে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৮ই অগাস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ২২শে শ্রাবণ)।

উৎসগ্রন্থ - কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিতমূলক রচনা 'চরিত্রপূজা' থেকে 'বিদ্যাসাগর চরিত' গদ্যাংশটি গৃহীত হয়েছে।

বিষয়সংক্ষেপ / সারসংক্ষেপ:

বালক ঈশ্বরচন্দ্র ছোটবেলায় খুব একগুঁয়ে ও জেদি ধরনের লোক ছিলেন। বর্ণপরিচয় বইটিতে দেখা যায় সুবোধ বালক গোপাল অপেক্ষা দুরন্তবালক রাখালের সঙ্গে তাঁর অধিক মিল ছিল। পিতা তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে ঠিক তার উল্টোটি করতেন। ভালো কাপড় পড়তে বললে পরতেন ময়লা কাপড়। স্নান করতে বললে ঐদিন তাকে জোর করেও স্নান করাতে পারতেন না। বাড়িতে গৃহস্থালীর সমস্ত রকম কাজ, বাজার করা প্রভৃতি সেরে তবে পাঠশালায় যেতেন। কিন্তু পড়াশোনায় কখনও শৈথিল্য দেখান নি। শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হলেও অধিক রাত জেগে ঠিক পড়াশোনা চালিয়ে যেতেন। পরবর্তী সময় অসীম পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। সমাজ সংস্কার ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণের জন্য বঙ্গদেশে 'দয়ার সাগর' নামে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন।

শব্দার্থ করো: (মান -১)

উপদ্রব — উৎপাত　　খর্ব —　　শীর্ণ —

প্রতিশোধ —　　প্রতিকূল —　　পীড়া —

১। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো : (মান -৫)

ক) স্কুলের ছেলেরা বিদ্যাসাগরকে 'যশুরে কই' বলে খ্যাপাত কেন? তখন রেগে গিয়ে বিদ্যাসাগর কী করতেন? বাল্যে তিনি লেখাপড়া ছাড়া কী করতেন? ১ + ১ + ৩ = ৫

উত্তর: বালক বিদ্যাসাগরের শরীরটি ছিল বেঁটে খাটো ও রোগা এবং তাঁর মাথাটা ছিল বিরাট। যশোর জেলার কই মাছের শরীরটি ছোটো ও মাথাটা বড়ো। তাই তাঁকে 'যশুরে কই' বলে খ্যাপাত।

বিদ্যাসাগর তোতলা ছিলেন তাই রেগে গেলে তাড়াতাড়ি জবাব দিতেন না।

বিদ্যাসাগর ছোটবেলায় লেখাপড়ার পাশাপাশি দৈনন্দিন কাজকর্ম করতেন। প্রতিদিন সকালে গঙ্গায় স্নান সেরে বাজারে যেতেন। সেখানে গিয়ে মাছ, আলু, পটল ইত্যাদি কিনে আনতেন। তারপর বাটনা বেটে, উনুন ধরিয়ে রান্নার কাজ করতেন। তাছাড়া বাসনমাজা থেকে অন্যান্য গৃহস্থলীর কর্ম ও তিনি করতেন।

২/ "পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন।"—কার পিতা, কার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন? কেন তিনি তাঁর স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন? ২+৩ = ৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩/ "এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন।"—উদ্ধৃতিটি কোন্ গল্পাংশের, লেখকের নাম লেখো? এখানে কোন্ বালকের কথা বলা হয়েছে? বালকটি কেন রাত্রি দশটায় শুতে যেতেন? ২+১+২ =৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪/ বিদ্যালয়ের পথে বিদ্যাসাগরের চলার ছবিটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। (৫)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫/ "এই দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।"—উদ্ধৃতিটি কোথা থেকে নেওয়া? এর উৎস গ্রন্থের নাম কি? কী কারণে তিনি বঙ্গদেশে বিখ্যাত হয়েছিলেন? ১+১+৩ =৫

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লেখো: (মান -১)

১/ বিদ্যাসাগর রাত্রি ক-টায় শুতে যেতেন?

উত্তর: বিদ্যাসাগর রাত্রি দশটায় শুতে যেতেন।

২/ বিদ্যাসাগরের কোন্ বইয়ে রাখালের চরিত্র আছে?

উত্তর:.....

৩/ বিশ্বভারতী কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর:.....

৪/ স্কুলের ছেলেরা বিদ্যাসাগরকে কী বলে খ্যাপাত?

উত্তর:.....

৫/ কোন্ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কোনো রকম শৈথিল্য ছিল না?

উত্তর:.....

৬/ আর্মানিগির্জা কি?

উত্তর:.....

৭/ ঈশ্বরচন্দ্র কতজনের রান্নার কাজ করতেন?

উত্তর:.....

৩। সঠিক উত্তর বাছাই করো: (মান -১)

১/ বিদ্যাসাগর কোন্ সময় শুতে যেতেন—(রাত্রি দশটায় / রাত্রি এগরোটায়)

উত্তর:.....

২/ 'বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন' গল্পাংশটির লেখক হলেন — (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

উত্তর:.....

৩/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পান — (১৯১০ / ১৯১১ / ১৯১৩) সালে।

উত্তর:.....

৪/ লোকে বলিত, একটা————চলিয়া যাইতেছে। (ছাতা / মাথা)

উত্তর:.....

৫/ ঈশ্বরচন্দ্র যে বাজার থেকে তরকারি কিনে আনতেন তা হল—(কাশীনাথ বাবুর বাজার / রামবাবুর বাজার)

উত্তর:.....

৪। **সত্য / মিথ্যা যাচাই করো:** (মান -১)

১/ বিদ্যাসাগরের সহোদর ছিলেন শম্ভুচন্দ্র। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর: সত্য।

২/ পিতা যা বলতেন বিদ্যাসাগর তা ঠিকঠিক পালন করতেন। (সত্য/মিথ্যা)

উত্তর:

৩/ পড়াশোনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ঢিলেমি ছিল — (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:

৫। **পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্নোত্তর করো:** (মান -১)

ক/ **সন্ধি বিচ্ছেদ করো:**

মিষ্ঠান্ন — মিষ্ট + অন্ন সহোদর — অন্যান্য—

দুষ্কর — আশ্চর্য —

খ/ **পদ পরিবর্তন করো:**

খর্বতা — খর্ব, দূর — সভ্য—

পালন — গঙ্গা — কঠিন —

গ/ **বিপরীত শব্দ লেখো :**

দূরে — নিকটে সাদৃশ্য — প্রতিকূল—

জীর্ণ — অপবাদ —

ঘ/ **লিঙ্গ পরিবর্তন করো:**

ছাত্র — ছাত্রী রাজা — লেখক —

পুত্র — বালক—

ঙ/ **বাক্যরচনা তৈরি করো:**

শৈথিল্য — বিদ্যাসাগর পড়াশোনায় কখনও শৈথিল্য করেন নি।

অপেক্ষা —:.....

সর্বজন —:.....

প্রতিকূল —:.....

জীবনী —:.....

চ/ **শুদ্ধ রূপটি লেখো:**

১) বিতরোন / বিতরণ / বিতরন

উত্তর: বিতরণ

২) সুবোদ / সুবোত / সুবোধ

উত্তর:

৩) অপোবাদ / অপবাদ / অপবাত

উত্তর:

৪) বর্ণপরিচয় / বর্নপরিচয় / বর্ণ-পোরিচয়

উত্তর:

৫) পীড়া / পীরা / পিড়া

উত্তর:

ছ/ **রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো:**

১) পিতা জোর করিয়া স্নান করাইতেন।

উত্তর: কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি।

২) এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন।

উত্তর:

৩) একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে।

উত্তর:

৬/পাঠাংশ্য থেকে অনুচ্ছেদ তুলে প্রশ্নোত্তর : (মান -৫)

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ মায়ে যাহা বলেন, সে তাহাই করে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন গোপালের বয়সি ছিলেন তখন গোপাল অপেক্ষা কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক, পিতা যাহা বলিতেন তিনি ঠিক তাহার উল্টো করিয়া বসিতেন, ভালো কাপড় পরিয়া যাইতে হইবে, তিনি হঠাৎ বলিতেন, না আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র বলিতেন যে আজ স্নান করিব না। পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড়-চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।

ক/ বিদ্যাসাগর কোন্ বইটিতে সুবোধ বালকের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন?

উত্তর:.....

খ/ যার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের অধিকতর সাদৃশ্য ছিল সে হল—(গোপাল / রাখাল)

উত্তর:.....

গ/ বিদ্যাসাগরকে ভাল কাপড় পরতে বললে সে কি রকম কাপড় পরত?

উত্তর:.....

ঘ/ কোন্ ঘাটে নামাইয়া দিলেও বিদ্যাসাগর স্নান করতেন না?

উত্তর:.....

ঙ/ পিতা যেভাবে বিদ্যাসাগরকে স্নান করাতেন — (চড়-চাপড় মেরে / আদর যত্ন করে)

উত্তর:.....

ভারতের শিল্প বিজ্ঞান সাধনা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

লেখক পরিচিতি : (১৮৬১-১৯৪৪)

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একজন বিখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ, শিক্ষক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ২ আগস্ট যশোর জেলার বাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিশচন্দ্র রায় এবং মাতা ভুবনমোহিনী রায়। কলকাতার অ্যালবার্ট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন হন। মেট্রোপলিটন (বিদ্যাসাগর কলেজ) থেকে বি.এ. পাশ করেন। ইংরেজী সাহিত্যানুরাগী প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানের আনুগত্যে রসায়ন নিয়ে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সিতে। সেখান থেকে এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করেন এবং ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে বি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আজীবন বিজ্ঞান সাধনা করে গেছেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ— 'History of Hindu Chemistry', আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'Life and Experiences of a Bengali Chemist', প্রভৃতি। এই মহান বিজ্ঞানী ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ১৬ জুন পরলোকগমন করেন।

উৎসগ্রন্থ — শ্রীনীলরতন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'চিন্তাধারা' থেকে পাঠ্যাংশটি গৃহীত।

সারাংশ:

বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভারতের শিল্প বিজ্ঞান সাধনা প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের উন্নতির নানাদিকগুলির বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন ভারত সাহিত্য, দর্শন, শিল্প-কলা সকল বিষয়ে এত উন্নত ছিল যে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর সমকক্ষ কেউ হতে পারে নি। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য, বরাহমিহির, কৌটিল্য তাঁদের হাত ধরেই প্রাচীন ভারত বিশ্বকে পথ দেখিয়েছিল। শুধু তাই নয় ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে আরম্ভ করে লোহা, সোনা, কাচ, রঙ-প্রস্তুত প্রণালী সবই এদেশের অবদান। ভারতের শিল্প-বিজ্ঞান সাধনা ও তার ফল আমরা এই প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি। এক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দুদের চিন্তাধারা ও কৌশল উল্লেখযোগ্য দাবী রাখে।

শব্দার্থ লেখো : (মান -১)

প্রস্তুত — তৈরি	মঞ্জিষ্ঠা—	সমসাময়িক —
উৎকর্ষ—	আহরণ —	সোপান—
কিরণ —	প্রতিভা —	পূর্বাভাস —
রাগবন্ধনী —	প্রসাধন —	মনোবৃত্তি —

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর করো: (মান —২)

ক) আর্যভট্ট কে ছিলেন? তিনি কী আবিষ্কার করেন?

উত্তর:গুপ্তযুগের এক অন্যতম জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ হলেন আর্যভট্ট। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীর আবর্তনজনিত দিবারাত্রির ভেদ আবিষ্কার করেন। এছাড়া গণিত শাস্ত্রের আবিষ্কর্তা ও তিনি ।

খ) প্রাচীন ভারত কোন্ কোন্ বিষয়ে খুব উন্নত ছিল?

উত্তর:.....

.....

গ) নিউটন কে ছিলেন?

উত্তর:.....

.....

ঘ) "সে যুগে বিজ্ঞানে তার সমকক্ষ কোনো দেশ ছিল না"—এখানে কোন্ যুগের কথা বলা হয়েছে? 'তাঁর' বলতে কাকে বুঝিয়েছে?

উত্তর:.....

.....

ঙ) মাছযন্ত্র কি? এটি কোথায় দেখা যায়?

উত্তর:.....

.....

চ) বরাহমিহির কে ছিলেন? তাঁর রচিত বইটির নাম কি?

উত্তর:.....

.....

ছ) বরাহমিহির 'বৃহৎসংহিতায়' কী প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর:.....

.....

জ) বৃষ্টি পরিমাপ যন্ত্রের ব্যবহার কারা করত? বৃষ্টি পরিমাপ করার যন্ত্রটির নাম কি?

উত্তর:.....

.....

ঝ) প্রাচীন ভারতে বীজগণিতের সমাধান করেছেন এরকম কয়েকজন গণিতজ্ঞের নাম করো?

উত্তর:.....

.....

৩। **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লেখো? (প্রশ্নমান -১)**

ক) কোন্ দেশে সর্বপ্রথম ১ থেকে ৯ পর্যন্ত গণনাঙ্ক ও শূন্যের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়?

উত্তর: ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ১ থেকে ৯ পর্যন্ত গণনাঙ্ক ও শূন্যের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়।

খ) "পৃথিবীর সভ্যতায় এটা মস্ত বড়ো একটা দান।" —মস্ত বড়ো দানটি কি?

উত্তর:.....

গ) পাটিগণিত ও বীজগণিত মুখ্যত কাদের বিজ্ঞান ?

উত্তর:.....

ঘ) কে নিউটনের পূর্বে ব্যাসকলনের সূত্র আবিষ্কার করেন?

উত্তর:.....

ঙ) প্রাচীনকালে হিন্দু চিকিৎসকরা চিকিৎসার জন্য কোথায় যেতেন?

উত্তর:.....

চ) টকটকে পাকা লাল রঙ কীভাবে প্রস্তুত হতো?

উত্তর:.....

ছ) হিন্দুরা কীভাবে মণিরত্ন সংগ্রহ করতো?

উত্তর:.....

জ) কৌটিল্যের রচিত গ্রন্থটির নাম কি?

উত্তর:.....

৪। **রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর লেখো : (প্রশ্নমান -৫)**

ক/ পৃথিবীর সভ্যতায় এটা মস্ত বড়ো একটা দান —

—কার লেখা, কোন্ গদ্যাংশের অন্তর্গত? এখানে কোন্ দানের কথা বলা হয়েছে? কারা বীজগণিত সমাধান করেছিল?

২ + ১ + ২ = ৫

উত্তর:আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা 'ভারতের শিল্প বিজ্ঞান সাধনা' প্রবন্ধের অন্তগর্ত।

এখানে ভারতের সর্বপ্রথম '১ থেকে ৯' এবং '০' পযর্ন্ত গণনাঙ্কের আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে।

প্রাচীন ভারত অঙ্কশাস্ত্রে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। আর এক্ষেত্রে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য প্রমুখরা বীজগণিতের এমন সব সমাধান করেছেন যা উচ্চ প্রশংসনীয়।

খ/ প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছিল তা বর্ণনা করো? (৫)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ/ প্রাচীন ভারতে কিভাবে পাকা লাল ও নীল রং করা হতো? বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় কিসের প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছিল? ৩ + ২ = ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ/ কৌটিল্য কে ছিলেন? কৌটিল্য পড়লে কী কথা মনে পড়ে? ২ + ৩ = ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ/ "সে যুগে বিজ্ঞানে তার সমকক্ষ কোনো দেশ ছিল না।" — কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ/ প্রাচীন ভারতে কেন একটি সুন্দর নৌ-শিল্প গড়ে ওঠে? ব্যবসাক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান কেমন ছিল? ২ + ৩ = ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। সঠিক উত্তর বাছাই করো: (মান -১)

ক/ ভারতের শিল্প বিজ্ঞান সাধনা রচনাটির লেখক হলেন —

(আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় / মেঘনাদ সাহা / জগদীশচন্দ্র বোস)

উত্তর:.....

খ/ শূন্যের ব্যবহার প্রথম আবিষ্কৃত হয় —

(ইউরোপে / আফ্রিকায় / ভারতে)

উত্তর:.....

গ/ সোনা প্রথম আবিষ্কার করেন —

(হিন্দুরা / মুসলীমরা / খ্রীষ্টানরা)

উত্তর:.....

ঘ/ 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থটির রচয়িতা হল —

(কৌটিল্য / বরাহমিহির / আর্যভট্ট)

উত্তর:.....

ঙ/ প্লিনির মতে ভারতবর্ষে সবচেয়ে ভাল কী তৈরি হতো —

(কাঁচ / প্লাস্টিক / কাঠ)

উত্তর:.....

৬। সত্য / মিথ্যা যাচাই করো: (মান -১)

ক/ আর্যভট্ট সর্বপ্রথম আবর্তনজনিত দিবারাত্রির ভেদ আবিষ্কার করেন। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর: সত্য।

খ/ সবদিক বিচার করলে পঞ্চদশ শতক পযর্ন্ত হিন্দুরা জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করেছিল। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:

গ/ আর্যভট্ট নিউটনের পূর্বে ব্যাসকলনের মূলসূত্র আবিষ্কার করেন। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:

ঘ/ প্রাচীনযুগে ডামাস্কাস তরোয়াল আবিষ্কৃত হয়েছিল। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:

ঙ/ মঞ্জিষ্ঠাও নীলের দ্বারা পাকা লাল, নীল রং প্রস্তুত প্রণালী ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:

চ/ হিন্দুরা অতি প্রাচীনকালেই বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:

৭। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্নের সমাধান করো: (মান -১)

ক/ **সন্ধি বিচ্ছেদ করো:**

আবিষ্কৃত = আবিঃ + কৃত	পূর্বাভাস =	পর্যন্ত =
বৃষ্টি =	আবির্ভাব =	যথেষ্ট =
মনোবৃত্তি =	ভাস্করাচার্য =	স্মরণাতীত=
আশ্চর্য =	উচ্চাঙ্গ =	ক্রমোন্নতি =
শঙ্করাচার্য =		

খ/ **পদ পরিবর্তন করো:** (মান -১)

প্রাচীন — প্রাচীনত্ব	জগৎ—	জন্ম —
বায়ু —	চুম্বক —	ভারত —
দর্শন —	বিজ্ঞান —	সাধন —
দাহ্য —	উৎকর্ষ —	সুন্দর —
নীল —	সোনা —	বাণিজ্য —

গ/ **বিপরীত শব্দ করো:**

প্রাচীন — আধুনিক,	আরোহণ—	যৌগিক—
দিন —	উপর —	লাভ—
প্রচলিত —	জীবন —	উন্নতি —
সম্পূর্ণ—		

ঘ/ **বাক্য রচনা তৈরি করো:**

সোপান — প্রাচীন ভারতবর্ষ বিজ্ঞানে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল।

বীজগণিত — .....

রসায়ণ —.....

সমকক্ষ —.....

শিল্প —.....

বিজ্ঞান —.....

মনিরত্ন —.....

ব্যবসাক্ষেত্র —.....

ভারতবর্ষ —.....

ঋণী —.....

ঙ/ **লিঙ্গ পরিবর্তন করো:**

প্রথম — প্রথমা	শিক্ষাদাতা —	প্রধান —
দ্বিতীয় —	সুন্দর —	মাননীয় —

চ/ **রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো:**

১/ ভূগর্ভ থেকে মণিরত্ন আহরণ করত।

উত্তর ঃ অপাদান কারকে 'থেকে' অনুসর্গ।

২/ উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিলেন।

উত্তর ঃ.....

৩/ হিন্দুরা প্রথম সোনার আবিষ্কার করেন।

উত্তর ঃ.....

৪/ পৃথিবীর সভ্যতায় এটা মস্ত বড়ো একটা দান।

উত্তরঃ ঃ.....

৫/ সব প্রশ্নের সমাধান করেছেন।

উত্তরঃ ঃ.....

ছ/ **শুদ্ধরূপটি লেখো:**

১/ জ্যোতিস / জ্যৌতিশ / জ্যোতিষ

উত্তর: জ্যোতিষ।

২/ পূর্বাভাস / পুর্বাবাস / পূর্বাভাষ

উত্তর ঃ.....

৩/ কোটিল্য / কুটিল্য / কৌটিল্য

উত্তর ঃ.....

৪/ বর্তুল / বর্ত্তুল / ভর্তুল

উত্তর ঃ.....

৫/ মঞ্জিষ্ঠা / মঞ্জিস্ঠা / মঞ্জিশ্ঠা

উত্তর ঃ.....

৬/ দাদ্বশ / দ্বাদশ / দ্বাদষ

উত্তর ঃ.....

৭/ ভাষ্করাচার্য / ভাস্করাচার্য / ভাস্কড়াচার্য

উত্তর ঃ.....

৮। **অনুচ্ছেদ থেকে প্রশ্নোত্তর :** (মান -৫)

প্রাচীন ভারত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা সকল বিষয়ে খুব উন্নত ছিল। সবদিক দিয়ে বিচার করলে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জগতে কোনও দেশ অতটা উন্নত ছিল না। জগৎ অনেক বিষয়ে তাদের কাছে ঋণী কিন্তু আধুনিক জগৎ অনেক বিষয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে, একথাও সত্য। কাব্যদর্শনের মতো প্রাচীন ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল। সে যুগে বিজ্ঞানে তার সমকক্ষ কোনো দেশ ছিল না। ভারতবর্ষ উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে সত্য, কিন্তু তাই বলে বাস্তবকে ভুলেনি। পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতিষ, রসায়ন, ফলিত রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের সব বিভাগেই ভারতীয়রা আশ্চর্যজনক উন্নতি লাভ করেছিলেন।

ক। কত শতাব্দী পযর্ন্ত জগতে কোন্ দেশ অতটা উন্নত ছিল না?

উত্তর ঃ.....

খ। কাব্যদর্শনের মতো প্রাচীন ভারতবর্ষ _____ উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহন করেছিল।

(বিজ্ঞানের / সাহিত্যের)

উত্তর ঃ.....

গ। ভারতবর্ষ কোন্ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রতিভার পরিচয় রেখেছে?

উত্তর ঃ.....

ঘ। ভারতবর্ষ কোন্ জিনিসটিকে ভুলেনি?

উত্তর ঃ.....

ঙ। 'সোপান' শব্দটির অর্থ কি?

উত্তর ঃ.....

৯। **নীচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সঙ্গে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো:** মান — ২

আজকাল প্রায়শই আমরা আমাদের চারপাশে বিভিন্ন রকমের দূষণ দেখতে পাই। যেমন প্রধানত মাটি দূষণ বায়ু-দূষণ শব্দ দূষণ, জল দূষণ প্রভৃতি। এই দূষণ রোধ করতে হলে আমাদের সকলকে সচেতন হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কম করে আমরা পরিবেশে দূষণ কম করতে পারি। গাছ-পালা বেশি করে লাগিয়ে আমরা আমাদের চারপাশে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি। জলাশয়গুলোকে সংরক্ষণ করে জলদূষণ হ্রাস করতে পারি।

ক। আজকাল প্রায়শই আমরা আমাদের চারপাশে কী দেখতে পাই?

উত্তর ঃ আজকাল প্রায়শই আমরা আমাদের চারপাশে বিভিন্ন দূষণ দেখতে পাই।

খ। প্রধানত কোন্ কোন্ দূষণের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর:.....

.....

.....

গ। এই দূষণ রোধ করতে হলে আমাদের কী করতে হবে?

উত্তর:.....

.....

.....

ঘ। কীসের ব্যবহার কম করে আমরা পরিবেশ দূষণ কম করতে পারি?

উত্তর:.....

.....

.....

ঙ। কীভাবে আমরা আমাদের চারপাশে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি?

উত্তর:.....

.....

.....

চ। কী সংরক্ষণ করে জলদূষণ হ্রাস করতে পারি?

উত্তর:.....

.....

.....

নিউটনের আবিষ্কার

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

লেখক পরিচিতি: (১৮৬৪ - ১৯১৯)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা ভাষার একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞান লেখক। তিনি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ২০ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। রিপন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি প্রচুর গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে বাঙালিদেরকে বিজ্ঞান চর্চায় অনুপ্রানিত করেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রচনা ছাড়াও তিনি দর্শন ও সংস্কৃত শাস্ত্রের দুর্বোধ্য বিষয়গুলো সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'প্রকৃতি' , 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'চরিতকথা', 'নানাকথা', 'বিচিত্রপ্রসঙ্গ', প্রভৃতি। সুলেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ৬ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

উৎসগ্রন্থ— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞানমূলক পাঠ্যাংশের রচনাটি 'চরিতকথা' থেকে গৃহীত।

বিষয়-সংক্ষেপ:

নিউটনের জন্ম আনুমানিক তিনশ বছর আগে ইংল্যান্ডে হয়েছিল। একদিন বাগানে বসেছিলেন, এমন সময়ে গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়ল। এই ঘটনা দেখে নিউটন সিদ্ধান্ত নিলেন যে পৃথিবীর এমন একটা ক্ষমতা আছে যার সাহায্যে অন্য বস্তু বা জিনিসকে নিজের দিকে টেনে নেয়। সেই ক্ষমতার নাম হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এ বিষয়ে তিনি অনেক বছর চিন্তা-ভাবনা করে বুঝতে পারলেন যে পৃথিবী যেমন বস্তুকে টানে, বস্তু বা আপেল ফলটাও তেমনি পৃথিবীকে টানে। উভয়ের প্রতি টান উভয়ের সমান। ফল খুব ছোটো আর পৃথিবী খুব বড়ো, তাই সহজে ফলকে পৃথিবী টেনে নিজের দিকে আনতে পারে।

নিউটন আরেকটা বিষয়ও প্রমাণ করেন যে, আম, জাম, নারিকেল ইত্যাদিকে যে কারণে পৃথিবী তার নিজের দিকে টানে; চাঁদও সেই কারণে পৃথিবীর দিকে যায়। এখানে পার্থক্য হলো যে ফলটা যতক্ষণ গাছ থেকে না খসে ততক্ষণ মাটিতে পড়ে না। কিন্তু চাঁদকে কেউ ধরে রাখছে না, চাঁদ ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়ছে। তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে —চাঁদ আমাদের মাথার উপরে পড়ে না কেন? এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই বলে নিউটন মনে করেন।

কোনো বস্তুকে ছুঁড়ে দেওয়ার মতো চাঁদকেও কেউ যেন প্রচন্ড বেগে পূর্বদিকে ছুঁড়ে দিয়েছে, তাই চাঁদ সাতাশ দিনে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আবার নিজের জায়গায় এসে আবারও চলতে থাকে। নিউটনই প্রমাণ করেন যে, চাঁদের এই পূর্বমুখো বেগের ফলেই নারিকেলের মতো ফল পৃথিবীতে এসে আঘাত করে না। চাঁদের নির্দিষ্ট গতিপথ আছে। তাই চাঁদ চিরকাল পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। এই পথ পরিবর্তন করা চাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

১। শব্দার্থ লেখো: মান — ১

ক্ষমতা— শক্তি / সামর্থ,	অমনি —	দ্বারা —
আকর্ষণ —	বিশেষ —	বহু —
অদ্ভুত—	ব্যাপার —	জিজ্ঞাসা
পৃথিবী —	অধিক—	প্রমাণ—
ক্রোশ—	লক্ষ—	প্রভেদ—
চেষ্টা —	আঁকড়াইয়া—	মাথা—
সম্ভাবনা—	ভাঙিয়া—	সম্মুখে—
ভূমিতে—	ন্যায়—	বলদ—
অন্য—		

২। বাক্য রচনা করো: মান — ১

গল্প — স্যারের বলা গল্পটা আমাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে।

মনুষ্য —.....

পৃথিবী —.....

আপেল —.....

চন্দ্র—.....

ক্রমাগত—.....

আশ্চর্য—.....

দূর—.....

বড়ো—.....

নীচে—.....

আঘাত—.....

স্বস্থানে—.....

বাঁধা—.....

কলিকাতা—.....

নিকট—.....

পথ—.....

চারিদিকে—.....

ঠিক—.....

হাত—.....

বৃক্ষ—.....

নিউটন—.....

ভালো—.....

বিষয়—.....

একদিন—.....

সত্য— .....

মাধ্যাকর্ষণ—.....

কাছে—.....

৩। বিপরীত শব্দ লেখো: মান — ১

নিজেকে — পরকে / অন্যকে,	পূর্বে—	দেশে—
ছোট—	দূর—	আছে—
আনা—	ঠিক—	নিয়ম—
উপস্থিত —	সমান—	বসিয়া—
একটা—		

৪। শুদ্ধ রূপটি লেখো: মান — ১

ক) ইংল্যান্ড / ইংল্যন্ড / ইংলান্ড

উত্তর:.....

খ) বস্তূ / বস্তু / বস্থু

উত্তর:.....

গ) জিঞ্ঞাসা / জিজ্ঞাসা / জিজ্ঞাসা

উত্তর:.....

ঘ) বৃক্ষচুত্য / বৃক্ষচ্যুত / বৃক্ষচূ্যত

উত্তর:.....

ঙ) চেস্টা / চেষ্টা / চেষ্ঠা

উত্তর:.....

চ) ক্রমাগত / ক্রমাঘত / ক্রমাগথ

উত্তর:.....

ছ) মাধ্যাকর্ষণ / মধ্যমকর্ষণ / মাধ্যকর্ষন

উত্তর:.....

জ) বেস্টন / বেষ্টন / বেষ্ঠন

উত্তর:.....

ঝ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিদেবী / রামেসুন্দর ত্রিবেদী / রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

উত্তর:.....

ঞ) অব্যবাহতি / অব্যাহতি / অব্যহটি

উত্তর:.....

ট) বাঁধা / বাধা / বাধা

উত্তর:.....

ঠ) প্রভূত / প্রভূত / প্রভূথ

উত্তর:.....

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ করো: মান —১

চিন্তা = চিম্ + তা,	সম্মুখে=	চেষ্টা=
কিন্তু =	উপস্থিত =	চারিদিক=
বৃক্ষ =	তিনশত=	প্রমাণ=
সমান =	টানিয়া =	স্বস্থানে =
ইচ্ছা =		

৬। এক কথায় উত্তর দাও: (মান -১)

ক) নিউটন কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: নিউটন ইংল্যান্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন।

খ) 'নিউটনের আবিষ্কার' রচনাটি কে রচনা করেন?

উত্তর:.....

গ) 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর:.....

ঘ) গাছ থেকে নিউটন কোন্ ফলকে নীচে পড়তে দেখেছেন?

উত্তর:.....

ঙ) 'উভয়ের প্রতি টান উভয়ের সমান'—'উভয়' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর:.....

চ) 'চরিতকথা' রচনাটি কার লেখা?

উত্তর:.....

ছ) 'চন্দ্র পড়ে কই' — কোন্ রচনার অংশ?

উত্তর:.....

জ) চন্দ্রের বেগ কোন্‌দিকে থাকে?

উত্তর:.....

ঝ) কলুর বলদ কী করে?

উত্তর:.....

ঞ) 'নিউটনের আবিষ্কার' গদ্যাংশে ভারতবর্ষের কোন্ শহরের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর:.....

৭। পাঠ্যাংশটি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: মান — ১×৫

নিউটন দেখিয়াছিলেন ফলটি পৃথিবীকে টানে বা আকর্ষণ করে। উভয়ের প্রতি টান উভয়ের সমান। তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে সে আবার কী? তবে পৃথিবী ফলের কাছে যায় না কেন? ফলই বা পৃথিবীর দিকে যায় কেন? উত্তর, এই পৃথিবী খুব বড়ো, তাই ফল তাহাকে টানিয়া ও অধিক দূর আনিতে পারে না। আর ফল খুব ছোটো তাই পৃথিবী সমান বলে টানিয়া তাহারে আপনার দিকে আনে। আর একটা কথা নিউটন প্রমান করেন। যে কারণে আম, জাম, নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায় সেই কারণে দূরস্থিত চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে চলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে, লক্ষ ক্রোশের ও কিছু অধিক দূরে আছে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও চন্দ্রের অব্যহতি নাই। গাছের নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্র ঠিক সেই রূপ পৃথিবীতে পড়িয়া যাইতেছে।

ক। নিউটন কী দেখিয়াছিলেন? (ফলটি পৃথিবীকে টানে / পৃথিবী ফলটিকে টানে)

উত্তর: ফলটি পৃথিবীকে টানে।

খ। এই পৃথিবীকে কী রকম? (খুব ছোট / খুব বড়ো)

উত্তর:.....

গ। দূরস্থিত চন্দ্র কোন্ দিকে চলে? (পৃথিবীর দিকে / আকাশের দিকে)

উত্তর:.....

ঘ। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী থেকে কত দূরে? (হাজার ক্রোশ / লক্ষ ক্রোশ)

উত্তর:.....

ঙ। আম, জাম, নারিকেল কোথায় পড়িবার চেষ্টা করে? (পৃথিবীতে / সমুদ্রে)

উত্তর:.....

চ। সেখানে থাকিয়াও চন্দ্রের কী নাই? (অবসর / অব্যাহতি)

উত্তর:.....

৮। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো : (মান -২)

ক। নিউটনের বহু বছর ধরে কী চিন্তা করতে হয়েছিল?

উত্তর: আপেল নীচের দিকে পড়ে এই তত্ত্ব ভালো করে বুঝতে নিউটনের বহু বছর চিন্তা করতে হয়েছিল?

খ। 'নিউটনের আবিষ্কার' গদ্যাংশে কি কি ফলের নাম বলা হয়েছে?

উত্তর:.....

গ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন?

উত্তর:.....

ঘ। চাঁদ সাতাশ দিনে কী করে?

উত্তর:.....

ঙ। 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' কী?

উত্তর:.....

চ। চাঁদের অন্য পথে যাওয়ার জো নেই কেন?

উত্তর:.....

৯। রচনাধর্মী প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো: মান — ৫

ক। "অমনি নিউটন স্থির করিলেন"—

— কার কোন্ রচনার অংশ? নিউটন কী স্থির করলেন? কোন্ প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে? ১ + ২ + ২ = ৫

উত্তর: রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'নিউটনের আবিষ্কার' রচনার অংশ।

নিউটন স্থির করলেন পৃথিবীর এমন একটা ক্ষমতা আছে যার দ্বারা অন্য বস্তুকে নিজের দিকে টানতে পারে।

নিউটন একদিন এক বাগানে বসে ভাবছিলেন, ঠিক সে সময় গাছ থেকে একটি আপেল ফল মাটিতে পড়ল। তখনই নিউটন পৃথিবীর এক অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা লাভ করেন এবং এই প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে।

খ। "নিউটন তাহা বুঝিতে পারেন নাই"

— নিউটন কী বুঝতে পারেন নি? ঘটনাটি তোমার ভাষায় বুঝিয়ে দাও। ২ + ৩ = ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ। "আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন"

— কার লেখা কোন্ রচনার অংশ? গদ্যাংশটিতে লেখক কোন্ প্রসঙ্গে একথাটি বলেছেন।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ। "নিউটনের আবিষ্কার" গদ্যাংশে নিউটন বাগানে বসে কীভাবে কী আবিষ্কার করেছিলেন সেই ঘটনাটি বলো। ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ। "কিন্তু আশ্চর্য হইও না"

— কে এবং কেন কোন্ প্রসঙ্গে আশ্চর্য না হওয়ার জন্য বলেছেন? ১ + ২ + ২ = ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ। 'নিউটনের আবিষ্কার' গদ্যাংশে চন্দ্রকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং কেন বুঝিয়ে বলো। ১ + ৪ = ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

১০। পদ পরিবর্তন করো: মান — ১

পথ —পাথেয়,	বাঁধা—	মনুষ্য —
দূর —	চিন্তা —	চন্দ্র—
গাছ—	শক্তি —	অধিক —
ভূমি —	উপস্থিত—	প্রথম—
আকর্ষণ —	ভাঙা —	দিন —

১১। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো: মান — ১

ক। পৃথিবীর এমন ক্ষমতা আছে।

উত্তর : কর্তৃকারকে 'র' বিভক্তি।

খ। গাছ হইতে একটি আপেল ফল নীচে পড়িল।

উত্তর:.....

গ। অন্য লোকে দেখে

উত্তর:.....

ঘ। চন্দ্রের অব্যাহতি নাই।

উত্তর:.....

ঙ। নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়।

উত্তর:.....

চ। কলিকাতায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত।

উত্তর:.....

ছ। তাহার অন্য পথে যাইবার জো নাই।

উত্তর:.....

জ। পৃথিবীর দিকে যায় কেন?

উত্তর:.....

১২। চলিত ভাষায় রূপান্তর করো:

ক। বলিবে — কই চন্দ্র তো কতদিন আমাদের মাথার উপরে ওঠে, ফলের মতো যদি চন্দ্রের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে এতদিন আমাদের মাথা ভাঙিয়া যাইত।

উত্তর : বলবে—কই চাঁদ তো কতদিন আমাদের মাথার ওপর উঠে; ফলের মতো যদি চাঁদের পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত তা হলে এতদিন আমাদের মাথা ভেঙে যেতো।

খ। নিউটন দেখিয়াছিলেন ফলটি পৃথিবীকে টানে বা আকর্ষণ করে। উভয়ের প্রতি টান উভয়ের সমান। তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে সে আবার কী?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ। একদিন অকস্মাৎ নিউটন তাহা বুঝিতে পারেন নাই এবং বহু বছর তিনি এই বিষয়ের চিন্তা করিয়া মনুষ্য জাতিকে যাহা শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ। মনে করো, চন্দ্রকেও যেন কেহ প্রভূত বেগে পূর্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই পূর্বমুখে চলিতে সাতাইশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসে ও আবার চলিতে থাকে।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ। কুলর বলদ যেমন ঘানি গাছের চারিদিকে বাঁধা থাকিয়া ঘোরে, ইচ্ছা করিলেও অন্য পথে যাইতে পারে না, চন্দ্রও সেইরূপ বাঁধা থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

১৩। নীচের বাক্যগুলির কোন্‌টি সত্য কোনটি মিথ্যা লেখো: মান — ১

ক। উভয়ের প্রতি টান উভয়ের সমান নয়। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর : মিথ্যা।

খ। পৃথিবী খুব ছোট। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

গ। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ঘ। আম, জাম, নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ঙ। চন্দ্র আঠাশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

চ। চন্দ্র ইচ্ছা করলে অন্য পথে যেতে পারে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ছ। পৃথিবী চন্দ্রের চারিদিকে ঘুরে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

জ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ঝ। আধুনিক পদার্থবিদ্যার জনক স্যার আইজ্যাক নিউটন। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

পাহাড়ে জঙ্গলে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি— (১৮৯৪-১৯৫০)

কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১১ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার মুরাতিপুর গ্রামে তাঁর মাতুতালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস যশোর জেলায়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। রিপন কলেজ থেকে ডিস্টিংশন নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। সাহিত্য রচনার পাশাপাশি শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রকৃতি প্রেমী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস, বিভিন্ন ছোটগল্প, দিন লিপি, ভ্রমনকাহিনি এবং শিশু সাহিত্য রচনা করেন। বিভূতিভূষণের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য হলো 'আরণ্যক', 'অপরাজিত', 'ইচ্ছামতি', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'দেবযান', ইত্যাদি। 'মৌরীফুল', 'কিন্নর দল', 'মেঘমল্লার', ইত্যাদি গল্প সংকলন। সাহিত্যে অসামাণ্য অবদানের জন্য তিনি মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন। এই খ্যাতিমান সাহিত্যিক ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর বিহারের ঘাটশিলায় মৃত্যুবরণ করেন।

উৎসগ্রন্থ— কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাস থেকে পাঠ্যাংশটি গৃহীত।

সারাংশ:

প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছেন। সুন্দর ও মায়াবী প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি আলোচ্য গদ্যাংশটি আকর্ষণীয় করে তুলেছেন, মহালিখারূপ পাহাড় ও দুর্গম জঙ্গাল দেখতে গিয়েছিলেন লেখক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়ের গাম্ভীর্য, জঙ্গালের নীরবতা সব-কিছু উপভোগ করে তিনি নিজেকে কল্পনার জগতে হারিয়ে ফেলেন। গাছের শীতল ছায়ায়, বনফুলের সুমধুর ও সুমিষ্ট গন্ধে তিনি যেন মৌমাছিদের মতো মাতাল হয়েছেন। পরীদের দেশে প্রবেশ করেছেন।

এখানে আসার আগে লেখক যে ভয়াবহ কাহিনি শুনেছিলেন জঙ্গালে এসে তার কোন মিল খুঁজে পেলেন না। জঙ্গালের সৌন্দর্য যেন লেখককে আরো গভীরে প্রবেশ করার আহ্বান জানালো। লেখক তাঁর ঘোড়াকে সঙ্গে নিয়ে সঙ্কীর্ন জঙ্গালের পথ ধরে এগোতে লাগলেন। চারিদিকে শান্ত পরিবেশ, অপরদিকে পাহাড়ি ঝরণার মর্মর ধ্বনি লেখককে বাস্তব ভুলে কল্পনার জগতে নিয়ে গেল এক কথায় লেখক প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে ইতিহাসের স্মৃতির পাতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। শেষে শেফালির গন্ধে হেমন্তের বাতাসে লেখক আবার বাস্তব জগতে ফিরে এলেন।

শব্দার্থ লেখো: (মান -১)

নিস্তব্ধ — শব্দ ও কোলাহলহীন,
নিঝুম —
অপূর্ব—
দুষ্প্রাপ্য —
ভীষণ—
দীর্ঘ —
পরিদৃশ্যমান —
নির্জনতা —
শৈলশ্রেণি —
শুঁড়িপথ —
শিলাখন্ড —
অজ্ঞাত —
অনাবৃত—
শ্রান্ত —
বনানী—
পর্ণকুটির —
অনুরঞ্জিত —
বিরাট—
বিস্মৃত—
বিক্ষুব্ধ—
চিহ্ন—
ছাঁচ —
ঈষৎ —
বিলম্ব—
সপ্তবর্ণ—
স্পষ্ট —
অজস্র—
চমকিয়া—

১। নীচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সঙ্গে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: (মান -১)

ছোট্ট মেয়েটির নাম সোনালী। সে তার বাবার সঙ্গে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য দেখতে এসেছে। সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের সারি-সারি বড়ো-বড়ো গাছপালা দেখে সোনালীর মনে হলো সে যেন ছবির জগতে প্রবেশ করেছে। অভয়ারণ্যের ভিতর সে অনেক জীব-জন্তু ও পশু-পাখী দেখেছে। বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, চশমা বানর, হরিণ, জলহস্তী, কুমীর, অজগর ও নানা রঙের বিভিন্ন পাখি, আরোও কতকিছু দেখে সোনালী আনন্দিত।

ক। ছোট্ট মেয়েটির নাম কী?

(অ) বর্ণালী (আ) সোনালী

উত্তর: (আ) সোনালী।

খ। সে কার সঙ্গে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য দেখতে এসেছে?

(অ) কাকার সঙ্গে (আ) বাবার সঙ্গে

উত্তর:.....

গ। সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে সারি-সারি বড়ো-বড়ো কী ছিল?

(অ) গাছপালা (আ) ঝোপঝাড়

উত্তর:.....

ঘ। সোনালীর মনে হলো সে কোথায় প্রবেশ করেছে?

(অ) কল্পনার জগতে (আ) ছবির জগতে

উত্তর:.....

ঙ। সোনালী অভয়ারণ্যের ভিতর অনেক কী দেখেছে?

(অ) জীব-জন্তু ও পশুপাখী (আ) ফুল ও ফলের বাগান

উত্তর:.....

চ। বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, হরিণ, বানর, কুমীর ইত্যাদি দেখে সোনালী—

(অ) দুঃখিত (আ) আনন্দিত

উত্তর:.....

২। বিপরীত শব্দ লেখো: মান — ১

সময় — অসময়, ভর্তি — দেশ—

নির্জন — জীবনে — শান্তি —

আনন্দ— সুগন্ধ— ভয়—

বাড়াইয়া — সৃষ্টি— অনাবৃত—

নামিয়া— রাত্রে— গৃহত্যাগ—

চন্দ্রালোক— পশ্চিম— শেষ—

রাঙা— ঠিক— জঙ্গল—

পরিণত— বুকে— উচিত—

বিলম্ব—

৩। বাক্য রচনা করো: (মান -১)

পাহাড় — দূর থেকে পাহাড় দেখতে খুবই সুন্দর।

কাঠুরিয়া—.....

আজকাল—.....

পাখির ডাক—.....

আনন্দ—.....

পরির দেশ—.....

ঘোড়া—.....

বিচিত্র—.....

ঝরণা—.....

পুষ্প—.....

উদ্দেশ্য— .....

বিশ্রাম— .....

শরৎ—.....

বুদ্ধদেব—.....

অতীত—.....

কবি —.....

রামায়ণ—.....

আশ্রম—.....

সিংহাসন—.....

মূর্তি—.....

যুদ্ধ—.....

প্রাচীন—.....

মিউজিয়াম—.....

শেয়াল—.....

উচিত—.....

৪। অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও: মান — ১

ক. 'আরণ্যক' উপন্যাসটি কে রচনা করেন?

উত্তর: 'আরণ্যক' উপন্যাসটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন।

খ. 'কতবার ভাবিয়াছি'—বক্তা কে?

উত্তর:.....

গ. সারা অঞ্চলটা আজকাল লেখকের কাছে কী মনে হয়?

উত্তর:.....

ঘ. কিছুদূর নামিয়া লেখক কোথায় ঘোড়া বাঁধিলেন?

উত্তর:.....

ঙ. কবি বাল্মীকি কোথায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন?

উত্তর:.....

চ. কারা খাইবার গিরিবর্ত পার হয়েছিল?

উত্তর:.....

ছ. সংযুক্তা কে?

উত্তর:.....

জ. কে নববিবাহিতা তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া গোপনে গৃহত্যাগ করেন?

উত্তর:.....

ঝ. 'পাহাড়ে জঙ্গলে' গদ্যাংশে ইতিহাসের কোন্ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর:.....

ঞ. এখন যা যা বিরাট পর্বত তা তা আগে কী ছিল বলে লেখক মনে করেন?

উত্তর:.....

৫। পাঠ্যাংশটি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: মান — ১

একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম। নয় মাইল ঘোড়ায় গিয়া, দুই দিকের শৈলশ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলি। পথের দুই দিকের শৈলসানু বনে ভরা, পথের দুই দিকের বিচিত্র ঘন বন, ঝোপের মধ্য দিয়া শুঁড়িপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কখনও উঁচু নীচু মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্বত্য ঝরণা উপলস্তৃত পথে বাহিয়া চলিয়াছে। বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই, কারণ তখন শরৎকাল, চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয়। কিন্তু কী অজস্র বন্য শেফালীবৃক্ষ বনের সর্বত্র খই ছড়াই রাখিয়াছে — বৃক্ষতলে শিলাখন্ডে ঝরণার উপলাকীর্ণ তীরে আরও কত কী বিচিত্র বন্য পুষ্প ফুটিয়াছে বর্ষাশেষে, পুষ্পিত সপ্তবর্ণের বন, অর্জুন ও পিয়াল নানা জাতীয় লতা ও অর্কিডের ফুল, বহু প্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র মিলিত হইয়া মৌমাছিদের মতো মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া তুলিতেছে।

ক। একদিন কী দেখিবেন বলিয়া লেখক বাহির হইলেন?

(শহর / পাহাড়)

উত্তর: পাহাড়।

খ। লেখক কত মাইল ঘোড়ায় গিয়া, দুই দিকের শৈলশ্রেণির মাঝের পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন?

(এগার মাইল / নয় মাইল)

উত্তর:.....

গ। বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখেন নাই, কারণ কী ছিল?

(তখন শরৎকাল / তখন বর্ষাকাল)

উত্তর:.....

ঘ। বনের সর্বত্র কারা খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে?

(অজস্র বন্য শেফালী বৃক্ষ / নানা রঙের বনফুল)

উত্তর:.....

ঙ। মৌমাছিরা কীসের সুগন্ধে নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে।

(খাদ্যের সুগন্ধে / পুষ্পের সুগন্ধে)

উত্তর:.....

৬। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: মান — ২

ক। 'পাহাড় জঙ্গালে' গদ্যাংশে কোন্ জায়গার কোন্ পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: 'পাহাড় জঙ্গালে' গদ্যাংশে বিহারের পূর্ণিয়ার মহালিখারূপ পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে?

খ। 'মহালিখারূপ' পাহাড় সম্পর্কে লেখক কী শুনেছিলেন?

উত্তর:.....

.....

.....

গ। জীবনে যাহা কোথাও পাই নাই'—বক্তা কে? অংশটি কোন্ গদ্যাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর:.....

.....

.....

ঘ। 'পাহাড়ে জঙ্গালে' গদ্যাংশে কোন্ কোন্ ঋতুর কথা বলা হয়েছে?

উত্তর:.....

.....

.....

ঙ। 'পাহাড় জঙ্গালে' গদ্যাংশে বর্ণিত কয়েকটি জীব-জন্তুর নাম বলো।

উত্তর:.....

.....

.....

চ। 'পাহাড় জঙ্গালে' গল্পে বর্ণিত কয়েকটি বৃক্ষের নাম লেখো।

উত্তর:.....

.....

.....

ছ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোন্ দুটি উপন্যাসের নাম বলো।

উত্তর:.....

.....

.....

৭। রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর লেখো : (মান — ৫)

ক। "গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে"

—উদ্ধৃতিটি কোন্ রচনার অংশ? কে এই মন্তব্য করেছেন? গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে কেন?

১ + ১ + ৩ = ৫

উত্তর: প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পাহাড়ে জঙ্গলে' রচনার অংশ।

মহালিখারূপের পাহাড় জঙ্গল সম্পর্কে লেখক এই মন্তব্যটি করেছিলেন।

লেখক বিভূতিভূষণ পাহাড় থেকে কিছু দূরে নেমে এসে একটা পিয়াল গাছে ঘোড়াটিকে বেঁধে একটি শিলাখন্ডে বসলেন। লেখক চুপ করে সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করছিলেন। ঠিক ঐ সময় তিনি কিছুদূরে এক পার্বত্য ঝরণার কলমর্মর ধ্বনি শুনতে পেলেন যা শৈলামালা বেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধাতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল বলে তিনি এই মন্তব্যটি করেছিলেন।

খ। বাল্মীকি কে ছিলেন? তিনি কি রচনা করেছিলেন? বাল্মীকি রামায়ণ সম্পর্কে যা জান তা সংক্ষেপে লেখো?

১ + ১ + ৩ = ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখো ? ১ + ৪ = ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ। "এ সৌন্দর্যভূমি আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল।"

— কোন্ রচনার অংশ? লেখক কে? লেখক যে সৌন্দর্যভূমির বর্ণনা দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

১+১+৩= ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ। "তখন কাহারা বাস করিত এইসব ও জঙ্গলে?"

— তখন বলতে কী বোঝানো হয়েছে? কারা বাস করত বলে লেখকের অনুমান? ২+৩= ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ। "এই যেখানে বসিয়া আজি এখানে ছিল মহাসমুদ্র"—তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৮। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও: (মান — ১)

১। দূর থেকে মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গল দেখতে কেমন?

উত্তর: দূর থেকে মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গল রহস্যে আবৃত।

২। মহালিখারূপের পাহাড়ে কোন সাপের ভয় সবচাইতে বেশি?

উত্তর:.....

৩। দিকচক্রবাল কথাটির অর্থ কি?

উত্তর:.....

৪। লেখক 'পরীর দেশ' বলতে কোন্ অঞ্চলকে বুঝিয়েছেন?

উত্তর:.....

৫। পঞ্চনদের দেশ কাকে বলা হয়?

উত্তর:.....

৬। লেখক কী পাহাড় দেখতে বেরিয়েছিলেন?

উত্তর:.....

৭। পিয়াল গাছটি কোথায় ছিল?

উত্তর:.....

৮। পাহাড়ে জঙ্গলে গদ্যাংশে লেখক কী কী ফুলের কথা বলেছেন?

উত্তর:.....

৯। কৃষ্ণা একাদশী বলতে কোন্ দিনটি বোঝায়?

উত্তর:.....

১০। কত সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়?

উত্তর:.....

১১। চন্দ্রাতপ বলতে কি বুঝ?

উত্তর:.....

১২। বুদ্ধদেব কে ছিলেন?

উত্তর:.....

১৩। আর্যরা কোন্ গিরিপথ পার হয়ে পঞ্চনদে প্রবেশ করে?

উত্তর:.....

১৪। চন্দ্রগুপ্ত কে ছিলেন?

উত্তর:.....

১৫। মিউজিয়াম কি?

উত্তর:.....

৯। **সঠিক উত্তর বাছাই করো:** (মান -১)

১। লেখক চন্দ্রমল্লিকা ফুটতে দেখে নাই কারণ তখন —

(গ্রীষ্মকাল / শরৎকাল / বর্ষাকাল)

উত্তর:.....

২। এইখানে সেখানে বসিয়া আছি এখানে ছিল —

(মহাসমুদ্র / মহানদী)

উত্তর:.....

৩। লেখকের কাছে অঞ্চলটি মনে হয়েছিল —

(ভূতের দেশ / পরির দেশ)

উত্তর:.....

৪। লেখক কত মাইল ঘোড়ায় চলিলেন —

(আট / নয় / দশ)

উত্তর:.....

৫। লেখক ঘোড়াটিকে কোথায় বাঁধলেন —

(শাল / পিয়াল / অর্জুন)

উত্তর:.....

৬। মহালিখারূপের পাহাড়ে যে সাপের ভয় ছিল সেটি হল —

(কোবড়া / শঙ্খচূড়)

উত্তর:.....

৭। 'রামায়ণ' মহাকাব্যের রচয়িতা হলেন —

(বাল্মীকি / ব্যাসদেব)

উত্তর:.....

৮। 'পাহাড়ে জঙ্গলে' গদ্যাংশটির উৎস গ্রন্থ হল —

(অপরাজিত / আরণ্যক / ইচ্ছামতী)

উত্তর:.....

৯। বিভূতিভূষণ কোন্ উপন্যাসটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান? —

(বিপিনের সংসার / আরণ্যক / ইচ্ছামতী)

উত্তর:.....

১০। বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন —

(১৭৯৪ খ্রিঃ / ১৮৯৪ খ্রিঃ / ১৯৯৪ খ্রিঃ)

উত্তর:.....

১০। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্নোত্তর লেখো : (মান -১)

১। **সন্ধি বিচ্ছেদ করো:**

সন্ধ্যা = সম্ + ধা | পর্যন্ত = | চন্দ্রাতপ =

সিংহাসন = | নিস্তব্ধ = | অস্তাচল =

জঙ্গালাকীর্ণ =

২। **পদ পরিবর্তন করো:**

প্রথম — প্রাথমিক | পুষ্প — | স্বপ্ন —

রক্ত — | শরৎ — | নির্জনতা —

সমুদ্র — | নীল — | অঞ্চল —

শ্রম — | বন — | পাহাড় —

৩। **লিঙ্গ পরিবর্তন করো:**

কৃষ্ণ — কৃষ্ণা | অশ্ব — | তরুণ —

যুবক — | ঘোড়া — | রাজকন্যা —

৪। **রেখাঙ্কিত পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো:**

১। যাহা বিরাট <u>পর্বতে</u> পরিণত হইয়াছে।

উত্তর: কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি।

২। যে কোন <u>মিউজিয়ামে</u> গেলে দেখা যায়।

উত্তর:.....

৩। ভীষণ শঙ্খচূড় সাপের <u>ভয়</u>।

উত্তর:.....

৪। <u>একদিন</u> পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম।

উত্তর:.....

৫। সন্ধ্যায় মনে কত <u>স্বপ্ন</u> আনে।

উত্তর:.....

৫। **শুদ্ধরূপটি লেখো:**

১। অবকাশ / অবকাস / অবকাষ

উত্তর: অবকাশ

২। শৈলশানু / সৈলসানু / শৈলসাবু

উত্তর:.....

৩। বাল্মিকী / বাল্মীকি / বাল্মিকি

উত্তর:.....

৪। দুস্প্রাপ্য / ধুষ্প্রাপ্য / দুষ্প্রাপ্য

উত্তর:.....

৫। গিরীবর্ত / গিরিবর্ত্ম / গীরিবর্ত

উত্তর:.....

নিচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সঙ্গে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো : মান — ১

১। ঘড়িতে ঠিক ১০ টা ৪০ বাজে। পূজা বাবা-মা হাত ধরে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে। অনেক বড়ো বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে চারপাশে রঙিন ফুলের বাগান। অনেক ছাত্রছাত্রী দেখা যাচ্ছে। তারা খুব শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ের মাঠে প্রার্থনা সভার জন্য একত্রিত হচ্ছে। পূজার ছোট্ট মনে অনেক প্রশ্ন জাগছে। প্রথমে প্রবেশ করার সময় তার মনে একটু ভয় থাকলেও আস্তে আস্তে সে ভয় কেটে যাচ্ছে।

ক. ঘড়িতে ঠিক কতটা বাজে? (১০টা ৩০ / ১০ টা ৪০)

উত্তর: ১০টা ৪০ বাজে।

খ. কে বাবা-মার হাত ধরে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে? (পূজা / রুমা)

উত্তর:.....

গ. বিদ্যালয়ের চারপাশে কীসের বাগান? (রঙিন ফুলের বাগান / ফলের বাগান)

উত্তর:.....

ঘ. ছাত্রছাত্রীরা কোথায় প্রার্থনা সভার জন্য একত্রিত হচ্ছে? (বিদ্যালয়ের মাঠের এককোণে / বিদ্যালয়ের মাঠে)

উত্তর:.....

ঙ. পূজার ছোট্ট মনে কী জাগছে? (অনেক আনন্দ জাগছে / অনেক প্রশ্ন জাগছে)

উত্তর:.....

চ. প্রথমে প্রবেশ করার সময় তার মনে কী ছিল? (কৌতূহল / ভয়)

উত্তর:.....

বিদ্যালয়-স্মৃতি

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

লেখক পরিচিতি: (১৮৯০ - ১৯৭৪)

শিশুসাহিত্যিক পুণ্যলতা চক্রবর্তী ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এবং মাতা বিধুমুখী দেবী। বড়ো দাদা ছিলেন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়। বি.এ. পাঠরত অবস্থায় তাঁর বিয়ে হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামী অরুণনাথ চক্রবর্তীর সাথে। পুণ্যলতা চক্রবর্তী গল্প, উপন্যাস এবং অনুবাদ গল্প রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ছোটবেলার দিনগুলি', 'ছোট ছোট গল্প', 'সাদিব ম্যাজিক', 'গাছপালার কথা', 'রাজবাড়ি', প্রভৃতি। এই বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ২১ নভেম্বর, ১৯৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

উৎসগ্রন্থ — শিশুসাহিত্যিক পুণ্যলতা চক্রবর্তীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ছেলেবেলার দিনগুলি' থেকে 'বিদ্যালয়-স্মৃতি' গদ্যাংশটি গৃহীত।

বিষয় সংক্ষেপে:

লেখিকা তাঁর ছোটোবেলার বিদ্যালয় জীবনের খুব সুন্দর ঘটনাবলির বর্ণনা দিয়েছেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি বড়ো দাদা-দিদিদের দেখাদেখি স্কুলে ভর্তি হন। যেহেতু বাড়িতেই বিদ্যালয় তাই লেখিকার খুব মজা হতো। বাড়িতে বিদ্যালয়ের অংশটি সুন্দর সুন্দর নকশা খোদাই করা ছিল। রঙিন রঙিন কাঁচের জানালায় সূর্যের আলো পড়লে রামধুনর রং দেখা যেত।

তখনকার বইগুলোতে ছবি বা চিত্র খুবই কম আর ভাষা ছিল কঠিন। কয়েকজন শিক্ষিকা খুব যত্ন নিয়ে পড়াতেন। তাঁদের পড়ানো লেখিকার কাছে খুব ভালো লাগত। কিন্তু একজন মাস্টারমশাই ছিলেন খুব রাগী। তিনি ক্লাসের একজন ছাত্রকে ময়ূর কীভাবে ডাকে জিজ্ঞাসা করাতে ছেলেটি একটু জোরে ময়ূরের ডাক নকল করল। তখনই তিনি ছেলেটিকে শাস্তি দিলেন । মাস্টারমশাই অনেক শব্দ ভুল উচ্চারণ করতেন, এ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মজা করত। আর একজন শিক্ষিকা দেখতে যেমন সুশ্রী তেমনি রাগী। কিন্তু তাঁর নীতিকথামূলক গল্প শুনে ছাত্রছাত্রীরা অবাক হয়ে যেত।

বিদ্যালয়ে গানের ক্লাসে ও লেখিকার বেশ মজা হতো। একটা ছোটো ছেলের বিকৃত মুখ করে গান গাওয়ার ধরন দেখে সবাই হো-হো করে হেসে উঠত। তবে গানের শিক্ষক পরে কৌশলে তার মুখের বিকৃতির অভ্যাস সারিয়ে তুলেছিলেন।

১। শব্দার্থ লেখো: (মান -১)

আবদার — বায়না,	প্রকান্ড—	থামওয়ালা—
খটমট—	ভয়ানক—	নকল—
শাসন—	চওড়া—	মুগ্ধ—
প্রার্থনা—	অদ্ভুত—	বেঁকানো—
মুখোমুখি—	জীবনচরিত —	

২। বিপরীত শব্দ লেখো: (মান -১)

নীচে — উপরে,	সাদা—	ভারী—
ছোটদের—	মজা—	ছেলে—
শুকিয়ে—	ভয়—	জোরে—
ফরসা—	শিক্ষক—	

৩। এক কথায় উত্তর দাও: (মান -১)

ক. ‘দাদা-দিদিরা যখন স্কুলে যেত’—কার দাদা — দিদিদের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : লেখিকা তথা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর দাদা-দিদির কথা বলা হয়েছে।

খ. কয়দিক ঘিরে লম্বা লম্বা ঘর আর বড়ো বড়ো থামওয়ালা বারান্দা?

উত্তর:...

গ. ছোটোদের কোথায় ক্লাশ হতো?

উত্তর:...

ঘ. কয়জন মাস্টারমশাই রাগী ছিলেন?

উত্তর:...

ঙ. দুষ্ট ছেলে মেয়েরা কাকে যমের মতো ভয় করত?

উত্তর:...

চ. ‘একটু বড়ো হয়ে যখন তাঁদের হাতে পড়লাম’—বক্তা কে?

উত্তর:...

ছ. পুণ্যলতা চক্রবর্তীর একটি রচনার নাম করো?

উত্তর:...

জ. দোতলায় কী ছিল?

উত্তর:...

ঝ. উঠোনটা কিরকম ছিল?

উত্তর:.....

৪। **শুদ্ধ রুপটি লেখো:** (মান -১)

ক. খোদাই / খোদার / খুদাই

উত্তর: খোদাই

খ। শক্ত / সক্ত / সখ্ত

উত্তর:.....

গ। ময়ুর / ময়ূঢ় / ময়ূর

উত্তর:.....

ঘ। শাষণ / শাসন / শাষন

উত্তর:.....

ঙ। শিক্ষয়ত্রী / শিক্ষয়ীত্রী / শিক্ষায়িত্রী

উত্তর:.....

চ। মুঘ্ধ / মুগ্ধ / মূগ্ধ

উত্তর:.....

ছ। অদ্ভূত / অদ্ভুত / অদ্ভুদ

উত্তর:.....

জ। রামধনু / রামধনু / রামধনূ

উত্তর:.....

ঝ। জিজ্ঞাসা / জিজ্ঞাসা / জিজ্ঞাষা

উত্তর:.....

ঞ। সূন্দর / সুন্দর / সুন্ধর

উত্তর:.....

৫। **গদ্যাংশটি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:**

এখন ছোটদের পড়বার জন্য কত সুন্দর সুন্দর ছবিওয়ালা বই হয়েছে আমাদের সময়ে এত সব ছিল না। অধিকাংশ বইয়ের ছবি ও ভালো নয়, ভাষাও শক্ত খটমট ছিল। দুয়েকজন শিক্ষয়িত্রী বেশ সুন্দর গল্পের মতো করে সব বুঝিয়ে দিতেন। তাঁদের ক্লাস খুব ভালো লাগত। একজন মাস্টারমশাই ছিলেন ভয়ানক রাগী। যতই মজার কথা হোক না

কেন, একটু যদি হেসে ফেলেছি অমনি এক ধমক দিতেন। বইয়ে ছিল 'ময়ূরের কেকারব'। মাস্টারমশাই ক্লাসের একজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ময়ূর কী রকম করে ডাকে!' ছেলেটি ময়ূরের ডাকের চমৎকার নকল করল। তক্ষুনি মাস্টারমশাই তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন—'অত জোরে ডাকলে ক্যান?' মান — ১

ক। এখন ছোটোদের পড়বার জন্য কী হয়েছে? (কত সন্দুর সুন্দর ছবিওয়ালা বই / ছবিছাড়া সুন্দর বই)

উত্তর : এখন ছোটোদের পড়বার জন্য কত সুন্দর সুন্দর ছবিওয়ালা বই হয়েছে।

খ।অধিকাংশ বইয়ের কী ভালো নয়? (ছবি / চিত্র)

উত্তর:.....

গ। কতজন শিক্ষয়িত্রী বেশ সুন্দর গল্পের মতো করে সব বুঝিয়ে দিতেন? (চারজন / দুয়েকজন)

উত্তর:.....

ঘ। বইয়ে কী ছিল? (পাখির ডাক / ময়ূরের কেকারব)

উত্তর:.....

ঙ। মাস্টারমশাই কাকে জিজ্ঞাসা করলেন —'ময়ূর কীরকম করে ডাকে?' (ক্লাসের একজন মেয়েকে / ক্লাসের একজন ছেলেকে)

উত্তর:.....

চ। ছেলেটি কীসের ডাক চমৎকার নকল করল? (ঘোড়ার ডাকের / ময়ূরের ডাকের)

উত্তর:.....

ছ। 'অত জোরে ডাকলে ক্যান?' —কে বলেছে? (মাস্টারমশাই / শিক্ষয়িত্রী)

উত্তর:.....

৬। রচনাধর্মী প্রশ্ন: মান — ৫

ক। "আমাদের সময়ে এত সব ছিল না"—কার কোন্ গদ্যাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে? কথাটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

২+৩= ৫

উত্তর: পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'বিদ্যালয়-স্মৃতি' নামক গদ্যাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য গদ্যাংশে লেখিকা তাঁর ছোটোবেলার বিদ্যালয় জীবনের কথা বর্ণনা দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের বর্ণনার সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে নানা ঘটনার কথা বলেছেন। তখনকার সময়ের বইগুলো একপ্রকার নীরস ছিল। কারণ ছোটদের বইগুলোতে যদি রঙিন ছবি থাকে তাহলে শিখতে মজা। তার সঙ্গে অবশ্যই ভাষা হবে সরল। কিন্তু লেখিকার ছোটোবেলায় বইয়ের ভাষা ছিল কঠিন। কিন্তু এখন ছোটোদের বই-এ রঙিন ছবির সঙ্গে সহজ সরল ভাষা ও থাকে। তাই লেখিকা বলেছেন যে — তাঁদের সময়ে এত সব ছিল না।

খ। "তাঁদের ক্লাস খুব ভালো লাগত"

—কোন্ গদ্যাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে? কাদের ক্লাস ভালো লাগত? তাঁদের ক্লাস ভালো লাগার কারণ কী? ১+১+৩=৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ। "তেমনি কড়া ছিল তাঁর শাসন।"

— এখানে কার শাসনের কথা বলা হয়েছে? গদ্যাংশে তাঁর সম্পর্কে কী বলা হয়েছে লেখো। ১+৪=৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ। "একটি ছেলে খুব সুন্দর গান করত"

— কোন্ ছেলেটির কথা বলা হয়েছে? গদ্যাংশে তাঁর সম্পর্কে কী বলা রয়েছে লেখো। ১+৪=৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ। "পাঁচ বছর বয়সে আমিও স্কুলে ভরতি হলাম।"

— কে স্কুলে ভরতি হল এবং কেন? লেখিকা বিদ্যালয়টির কীরূপ বর্ণনা দিয়েছেন আলোচনা করো। ২+৩=৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ। "এই মাস্টারমশাই 'দাঁড়া' বলতে পারতেন না, বলতেন 'দারা'।"

— কোন্ মাস্টারমশাই-এর কথা বলা হয়েছে? এই মাস্টার মশাই সম্পর্কে লেখিকা গল্পাংশে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখো। ১+৪=৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ছ। "ভারী ভালো লাগত আমারও ঘরটি।"

— বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে বুঝিয়ে দাও। ১+৪=৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

জ।"ক্লাস করছি বলে মনেই হত না।"

— কার কেন মনে হত না ক্লাস করছে? কোন্ ঘটনার বর্ণনায় কথাটি বলা হয়েছে বিস্তারিত লেখো। ২+৩=৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৭। নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: মান — ২

ক। 'বেশ মজার'—এখানে কার কেন মজা?

উত্তর: বিদ্যালয়-স্মৃতি' — গদ্যাংশে লেখিকা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর নিজের বাড়িতেই স্কুল ছিল। এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে আরেক দরজা দিয়ে ঢুকলেই হতো। তাই লেখিকার নিজের কাছে ব্যাপারটা বেশ মজার মনে হতো।

খ। "তখন থেকে পড়াশোনা সত্যিই ভালো লাগল।"

— কখন থেকে কেন পড়াশোনা সত্যিই ভালো লাগল?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

গ। "বুক দুরদুর করত"—কার বুক দুরদুর করত এবং কেন?

উত্তর:.....

.....

.....

ঘ। " আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।"— কারা কাকে মুগ্ধ হয়ে শুনতো?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

ঙ। 'বিদ্যালয় স্মৃতি'—গদ্যাংশের লেখিকার পিতার নাম কি?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

চ। "যাঁরা খুব ভালো পড়াতেন।"—কারা খুব ভালো পড়াতেন?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

ছ। "দারা দারা! দারাইয়া থাক।" কারা কখন কথাগুলো বলত?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

জ। "যেই মুখ বেঁকায় অমনি ইশারা করে তাকে সাবধান করে দেন।"—কে কাকে কেন সাবধান করে দেন?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্নোত্তর

৮। পদান্তর করো: মান — ১

রঙ — রঙিন,	সাদা—	থাম—
পাঁচ—	পাথর—	সময়—
শক্তি—	চমৎকার—	মুখ—
মানুষ—	নীতি—	সাবধান—

৯। বাক্য রচনা করো: মান — ১

স্কুল — আমাদের স্কুলের ভেতরে সুন্দর ফুলের বাগান আছে। বা,

আমি প্রতিদিন স্কুলে যাই।

দরজা ঃ.....

দালান ঃ.....

মার্বেল পাথর ঃ.....

ময়ূর ঃ.....

আলো ঃ .....

বছর ঃ.....

বই ঃ.....

ভাষাঃ .....

ভয়ানক ঃ .....

নকল ঃ.....

খেলা ঃ .....

শাসন ঃ .....

সত্যি ঃ .....

লম্বা ঃ .....

শাসন ঃ .....

কটমট ঃ .....

গান ঃ .....

ইশারা ঃ .....

১০। সন্ধি বিচ্ছেদ করো: মান — ১

লতাপাতা = লতা + পাতা, বিদ্যালয় = অধিকাংশ =

দুয়েক = চমৎকার = অভ্যাস =

সাবধান = দুষ্ট = মানুষ =

নীতিকথা =

১১। কারক বিভক্তি নির্ণয় করো: মান — ১

ক। ছোটোদের ক্লাস হতে পূজার দালানে।

উত্তর : অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি।

খ। মাস্টারমশাই ক্লাসের একজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তর:.....

গ। দুষ্ট ছেলেমেয়েরা তো তাঁকে যমের মতো ভয় করত।

উত্তর:.....

ঘ। একটি ছেলে সুন্দর গান করত।

উত্তর:.....

ঙ। আমাদের নীতিকথা শোনাতেন।

উত্তর:.....

চ। আমাদের সময়ে এতসব ছিল না।

উত্তর:.....

ছ। তাঁদের ক্লাস খুব ভালো লাগত।

উত্তর:.....

জ। একজন মাস্টারমশাই ছিলেন ভয়ানক রাগী।

উত্তর:.....

১২। লিঙ্গ পরিবর্তন করো: মান — ২

দাদা—দিদি, সুন্দর— শিক্ষক—

ময়ূর— মেয়েরা— ছাত্র—

১৩। সাধু ভাষায় রূপান্তর করো।

ক। উপরের ক্লাসে কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষায়িত্রী ছিলেন, যাঁরা খুব ভালো পড়াতেন। একটু বড়ো হয়ে যখন তাঁদের হাতে পড়লাম, তখন থেকে পড়াশোনা সত্যিই ভালো লাগল।

উত্তর: উচ্চ ক্লাসে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষায়িত্রী ছিলেন, যাঁহারা খুব ভালো পড়াইতেন। একটু বড়ো হইয়া যখন তাঁহাদের হাতে পড়িলাম, তখন থেকে পড়াশোনা সত্যিই ভালো লাগিল।

খ। এখন ছোটদের পড়বার জন্য কত সুন্দর সুন্দর ছবিওয়ালা বই হয়েছে। আমাদের সময়ে এত সব ছিল না।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

গ। গানের ক্লাসটাও বেশ ভালো লাগত। কতরকম সুন্দর সুন্দর গান, প্রার্থনার গান, খেলা ও অভিনয়ের গান, হাসির গান, এখনও তার কিছু কিছু মনে আছে।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

ঘ। বাড়ির মধ্যেই স্কুল। বেশ মজার, এ দরজা দিয়ে বেরিয়ে ও দরজা দিয়ে ঢুকলেই হল।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

ঙ। যেই মুখ বেঁকায় অমনি ইশারা করে তাকে সাবধান করে দেন। এমনি করে তার সে মুখ বেঁকানো অভ্যাস সেরে গেল।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

চ। একজন মাস্টারমশাই ছিলেন ভয়ানক রাগি। যতই মজার কথা হোক না কেন, একটু যদি হেসে ফেলেছি অমনি এক ধমক দিতেন।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

১৪। **নীচের শূন্যস্থান পূরণ করো:** মান —১

ক। _____ বছর বয়স আমিও স্কুলে ভরতি হলাম। (দশ / পাঁচ / চার)

উত্তর: পাঁচ।

খ। প্রকান্ড বড় _____। (বারান্দা / উঠোন / সিড়ি)।

গ। বইয়ে ছিল ময়ূরের_____ (কূজন / হ্রেষা / কেকা রব)।

ঘ। এই মাস্টারমশাই দাঁড়া বলতে পারতেন না, বলতেন _____ (দাড়া / দাঁড়া / দারা)।

ঙ। একতলায় স্কুল, দোতলায় _____ ছিল। (বিল্ডিং / বোডিং / হোস্টেল)।

চ। সুন্দর লতাপাতা _____ করা। (আঁকা / ছাপানো / খোদাই)

ছ। _____মতো রঙিন আলো এসে পড়ত। (রামধনু / রঙধনু / হরধনু)

১৫। **নীচের বাক্যগুলির কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা লেখো:** (মান -১)

ক। বাড়ি থেকে অনেক দূরে স্কুল। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তরঃ মিথ্যা।

খ। এখন ছোটদের পড়বার জন্য ছবিওয়ালা সুন্দর সুন্দর বই হয়েছে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

গ। পাঁচ জন মাস্টারমশাই ছিলেন ভীষণ রাগী। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ঘ। একটি ছেলে অনেক জোরে কথা বলল। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ঙ। একজন ফরসা ও লম্বা চওড়া শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

চ। একটি মেয়ে সুন্দর গান করত। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ছ। দুয়েকজন শিক্ষয়িত্রী বেশ সুন্দর গল্পের মতো করে সব বুঝিয়ে দিতেন। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

জ। দোতলায় ছিল স্কুল। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

মহৎদান

পুলক চক্রবর্তী

লেখক পরিচিতি : পুলক চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৫৬ সালে আগরতলা শহরে। তাঁর রচিত বিখ্যাত ছোটোগল্প 'চোরাস্রোত'।

বিষয় সংক্ষেপ:

কথায় আছে রক্ত দান জীবন দান। রক্তদানে একটি মৃতপ্রায় মুমূর্ষ রোগী নবজীবন ফিরে পায়। রক্ত মানব দেহের একটি অপরিহার্য উপাদান। রক্তের বিকল্প আজও আবিষ্কার হয় নি। গল্পে পাঁচ বন্ধুর কথা বলা হয়েছে। তারা ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন জাতের। খেলতে গিয়ে হঠাৎ এক বন্ধু গুরুতর আঘাত পায়। একজন শিক্ষক মহাশয়ের একান্ত প্রচেষ্টায় আঘাত প্রাপ্ত ছেলেটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাথায় আঘাতের ফলে প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। তাই ডাক্তার দ্রুত রক্তের ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ দিলেন এবং অপারেশনের কথা বললেন। যেহেতু ছেলেটি ছিল খুব গরিব, তাই সবাই সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসল। রক্তের প্রয়োজন শুনে তার চার বন্ধু রক্ত দিতে এগিয়ে আসে। কিন্তু তাদের বয়স আঠারো হয়নি, সেজন্য তারা রক্ত দিতে পারেনি। শিক্ষক মহাশয় এন. এস. এস কো-অর্ডিনেটরকে পুরো বিষয়টা ফোনে জানালেন। দুজন আঠারো-উনিশ বছরের তরুণ ছেলে কার্ড হাতে রক্ত দেওয়ার জন্য উপস্থিত হলো। শিক্ষক মহাশয় নিজেও এক বোতল রক্ত দেন।

রক্তের কোনো জাত-পাত, ধর্ম হয় না, যে কোন সুস্থ মানুষের রক্তই কাজে লাগাতে পারে এবং রক্ত দান করতে পারেন। রক্তদান মহৎদান তো বটেই, এমনকি একটি সামাজিক কর্তব্যও। গল্পের প্রতিটি বাক্যেই সেই সামাজিক কর্তব্যের কথা খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

১। শব্দার্থ লেখো: মান — ১

মস্ত — বড়ো,
বিরাট—
বিশাল—
রাজি—
আচমকা—
কালাবন—
অনায়াসে—
সচ্ছল—
বিশ্রাম—
বিকল্প—
নির্মল—
অভাব—
তৃপ্তি—
ভেদাভেদ—
উৎসাহ—
সঞ্চয়—
তারতম্য—
বোকা—
সচেতন—

২। বিপরীত শব্দ লেখো: মান — ১

প্রতিদিন — মাঝে মাঝে,	শক্ত—	একসঙ্গে—
অস্থির—	নির্জন তরুণ —	অপার্থিব—
ভালো—	বন্ধু—	লাল—
হাজির—	চির—	শ্রেষ্ঠ—
মানবিক—	অসুস্থ—	অক্ষুণ্ণ—
সামাজিক—	পরোপকারী—	ভালোবাসা—
সকাল—		

৩। বাক্য রচনা করো: মান -১

খেলা — ছেলেরা মাঠে খেলা করছে।

বাগানবাড়ি ঃ.....

রাজি ঃ.....

ঝোপঝাড় ঃ.....

পুরোনো ঃ.....

রক্ত ঃ.....

দৃশ্য ঃ.....

দুখ ঃ.....

হাসপাতাল ঃ.....

ডাক্তার ঃ.....

পরামর্শ ঃ.....

কান্না ঃ.....

সান্ত্বনা ঃ.....

মোবাইল ঃ.....

প্রাণবন্ত ঃ.....

কাজ ঃ.....

ঘাটতি ঃ.....

পুরোহিত ঃ.....

জুমিয়া ঃ.....

টাকা-কড়ি ঃ.....

নিশ্চয় ঃ.....

৪। **শুদ্ধরূপটি লেখো:** মান — ১

ক। ভূতূড়ে / ভূতুড়ে / ভুতুড়ে

উত্তর: ভুতুড়ে

খ। মূহূর্ত / মুহূর্ত / মুহুর্ত

উত্তর:.....

গ। শান্তনা / স্বান্তনা / সান্ত্বনা

উত্তর:.....

ঘ। স্বগতোক্তি / সগতোক্তি / স্বগোতক্তি

উত্তর:.....

ঙ। প্রতিষ্টান / প্রতিষ্টান / প্রতিষ্ঠান

উত্তর:.....

চ। শারিরীক / শারীরিক / শারিরিক

উত্তর:.....

ছ। স্বুস্ত / সুস্থ / সুষথ

উত্তর:.....

জ। পুরন / পুরণ / পূরণ

উত্তর:.....

ঝ। মুমূর্ষ / মূমূর্ষু / মুমূর্ষু।

উত্তর:.....

ঞ। কুসংস্কার / কুসংস্কার / কুস্বংস্কার।

উত্তর:.....

৫। এক কথায় উত্তর দাও: মান — ১

ক। পাঁচ বন্ধু কখন একসঙ্গে পাড়ার মাঠের দিকে বেরিয়েছে?

উত্তর: পাঁচ বন্ধু বিকেলে একসঙ্গে পাড়ার মাঠের দিকে বেরিয়েছে।

খ। জয়নালের কথা শুনে কে ঠোঁট বেঁকিয়েছিল?

উত্তর:.....

গ। যে ছেলেটি খেলতে গিয়ে চামল গাছের মগ ডাল থেকে পড়ে গিয়েছিল তার নাম কী?

উত্তর:.....

ঘ। বাগানবাড়ির বন-পথ দিয়ে সেই সময় কে বাড়ি ফিরছিলেন?

উত্তর:.....

ঙ। 'স্যার আমি রক্ত দেব'— কথাটি কে বলেছিল?

উত্তর:.....

চ। জয়নালের অপারেশন কবে হবে?

উত্তর:.....

ছ। রক্তকণিকার সর্বাধিক আয়ু কতদিন?

উত্তর:.....

জ। 'মহৎদান' গদ্যাংশের লেখক পুলক চক্রবর্তীর জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর:.....

ঝ। রক্তের কী কোনো জাত আছে?

উত্তর:.....

ঞ। লিটন কে?

উত্তর:.....

ট। রক্তদান করলে কী অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

উত্তর:.....

ঠ। কত বছর বয়সে রক্ত-দান করা সম্ভব?

উত্তর:.....

৬। নীচের গদ্যাংশটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: মান - ১

হাসপাতাল থেকে মনোজ টনিদের নিয়ে অটো রিকশা করে বাড়ির পথে চললেন বিনয় স্যার। যেতে যেতে তিনি স্বগতোক্তি মতোই বললেন, জানিস রক্তের কোন বিকল্প নেই। রক্তদান পরম সেবামূলক কাজ। অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবিক কাজ। বিনয় স্যারের কথার মাঝেই একটু অস্থির স্বভাবের পূর্ণজয় বলে উঠল, স্যার ব্লাড ব্যাংক কী? — ব্লাড ব্যাংক হল অসুস্থ বা মরণাপন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে রক্ত সঞ্চয় ভান্ডার। প্রতিদিনের রক্ত দানের মাধ্যমে এই ভান্ডার অক্ষুণ্ণ থাকে।

—স্যার, রক্ত কি শুধু হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে এসেই দেয়া যায়? —প্রচন্ড কৌতুহল নিয়ে জানতে চাইল রামলাল। বিনয় স্যার বললেন, আরে না না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তো বটেই এমন কী বিভিন্ন পাড়া সামাজিক সংস্থায় ও রক্তদানের শিবির এখন হররোজ (প্রতিদিন) হচ্ছে।

ক। হাসপাতাল থেকে কাদের নিয়ে অটো রিকশা করে বাড়ির পথে চললেন বিনয় স্যার? (রামলাল-প্রশান্তদের / মনোজ-টনিদের)

উত্তর:. মনোজ-টনিদের ।

খ। রক্তদান কি রকম কাজ? (অসামাজিক / সেবামূলক)

উত্তর:.....

গ। অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবিক কাজ কী? (রক্তদান / টাকা সঞ্চয়)

উত্তর:.....

ঘ। পূর্ণজয়ের স্বভাব কি রকম ছিল? (স্থির / অস্থির)

উত্তর:.....

ঙ। মরণাপন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে রক্ত সঞ্চয় ভান্ডার মানে হল — (গ্রামীণ ব্যাংক / ব্লাড ব্যাংক)

উত্তর:.....

চ। কীসের মাধ্যমে এই ভান্ডার অক্ষুণ্ণ থাকে? (প্রতিদিনের রক্ত দানের মাধ্যমে / বছরে একবার রক্তদানের মাধ্যমে)

উত্তর:.....

ছ। "স্যার, রক্ত কি শুধু হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে এসেই দেয়া যায়?"—কার প্রশ্ন? (লিটন / রামলাল)

উত্তর:.....

জ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কীসের শিবির হচ্ছে? (অর্থদান/ রক্তদান)

উত্তর:.....

৭। নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও: মান — ২

ক। "এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে বাকি চারবন্ধু প্রথমে ঠিক কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না।"

— কোন্ ভয়ানক দৃশ্যের' কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: 'মহৎদান' গদ্যাংশে পাঁচ বন্ধু খেলতে খেলতে হঠাৎ এক বন্ধু চামল গাছের মগ ডাল থেকে পড়ে মাথা ফেটে যায়। ফলে রক্তে মাটি ও সবুজ বনঘাসের আস্তরণ ভিজে লাল হয়ে গিয়েছিল। এই ভয়ানক দৃশ্যের কথাই বলা হয়েছে।

খ। দুর্ঘটনার পর হাসপাতালের ডাক্তার কী বলেছিল?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

গ। 'তোদের কি আঠারো বছর হয়েছে?'— বক্তা কেন কাদের একথা বলেছেন?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

ঘ। জয়নালকে কে কে রক্ত দেবে তাদের নাম লেখো।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

ঙ। "হঠাৎ করে একেবারে বোকার মতোই প্রশ্ন করে বসল"—টনির প্রশ্নটা কী ছিল?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

চ। "এটি একটি কুসংস্কার।" — কোন্ কুসংস্কারের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

ছ। "তোরা এখনই সচেতন হ।" — কে কাদেরকে সচেতন হওয়ার কথা বলেছেন?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

৮। রচনাধর্মী প্রশ্ন: মান —৫

ক। "একেবারে বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা"— কে কোন্ দুর্ঘটনার কথা বলেছেন?

উত্তর: পুলক চক্রবর্তীর 'মহৎদান' গদ্যাংশে পাঁচ বন্ধু খেলতে গিয়ে এক বন্ধু চামল গাছের মগ ডাল থেকে পড়ে মাথা ফেটে যায়। বাকি চার বন্ধু এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে বুঝে উঠতে পারছিল না। ঠিক সেসময় তাদের চিৎকার চেঁচামেচি

শুনে এলাকার বিনয় স্যার কি হয়েছে জানার জন্য থমকে দাঁড়ালেন। পরে বাগানবাড়ির ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন যে একেবারে বড়ো ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আলোচ্য অংশে এই দুর্ঘটনার কথা বিনয় স্যার বলেছেন।

খ। "হাসপাতালে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।"

— কে কেন হাসপাতালের এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন? তার অবস্থার বর্ণনা দাও। ২ + ৩ = ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ। "সব মানুষের দেহেই রক্ত আছে।"

— পাঠ্যাংশে মানব দেহে রক্ত সম্পর্কে যে-তথ্য দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করো। (৫)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ। "স্যার, জয়নাল তো মুসলমান।"

— কোন্ প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে এবং এর পরবর্তী ঘটনা আলোচনা করো। ২ + ৩ = ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ। কারা কীভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্থ জয়নালের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল? (৫)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ। রক্তদান সম্পর্কে যা জানো তোমার নিজের ভাষায় লেখো। (৫)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ছ। "বিনয়বাবু স্পষ্ট বুঝলেন"—বিনয়বাবু কে? বিনয়বাবু কোন্ ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝলেন? ১ + ৪ = ৫

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

জ। জয়নালের দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে কী কী হয়েছিল? 'মহৎদান' গদ্যাংশ অবলম্বনে আলোচনা করো। (২+৩=৫)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৯। **পদান্তর করো:** মান — ১

প্রথম — প্রাথমিক, মাটি— স্নেহ—

গাছ— বিনয়— সঞ্চয়—

প্রচুর— দেহ— বিশ্রাম—

সপ্তাহ— ব্যক্তি— জীবন—

নিশ্চয়— সুস্থ— শরীর—

চিন্তা— প্রতিষ্ঠান—

১০। **সন্ধি বিচ্ছেদ করো:** মান — ১

দুর্ঘটনা — দুঃ + ঘটনা, কান্না— সঞ্চয়—

ব্যবস্থা— পরোপকার— রক্তাক্ত—

বিজ্ঞান— উচ্ছল— সচ্ছল—

উৎসাহ— প্রতিদিন— চিকিৎসক—

মরণাপন্ন—

১১। **লিঙ্গ পরিবর্তন করো:** মান — ১

মা — বাবা, তরুণ— দাদা—

ছেলে— স্যার—

১২। **কারক বিভক্তি নির্ণয় করো:** মান — ১

ক। নির্জন ভুতুড়ে বাগানবাড়ি।

উত্তর: অধিকরণ কারকে 'শূণ্য' বিভক্তি।

খ। জয়নালের কথায় সবাই রাজি হয়ে গেল।

উত্তর:.....

গ। বিনয়বাবু সস্নেহে বললেন।

উত্তর:.....

ঘ। পরে ওয়ার্ড ডাক্তারকে খবর দেওয়া হল।

উত্তর:.....

ঙ। রক্তদান পরম সেবামূলক কাজ।

উত্তর:.....

চ। রক্তের কোনো বিকল্প নেই।

উত্তর:.....

ছ। তাহলে তো সবই জানিস।

উত্তর:.....

জ। জয়নাল নিশ্চয় ভালো হয়ে উঠবে।

উত্তর:.....

ঝ। খুব সকালে আসছি।

উত্তর:.....

ঞ। চামল গাছের মগ ডাল।

উত্তর:.....

ট। বনঘাসের আস্তরণ ভিজে লাল হয়ে যাচ্ছিল।

উত্তর:.....

ঠ। তোরা একটু বিশ্রাম করে আয়।

উত্তর:.....

১৩। সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করো: মান —২

ক। হঠাৎ মনোজ বলে উঠল, স্যার আমি রক্ত দেব। সঙ্গে, সঙ্গে বাকি তিন বন্ধু মনোজের কথায় সুর মেলায়। —আমরাও দেব স্যার।

উত্তর: আকস্মাৎ মনোজ বলিয়া উঠিল, মাস্টারমশাই আমি রক্ত দিব। তৎক্ষণাৎ বাকি তিন বন্ধু মনোজের কথায় সুর মিলালো। আমরাও দেব মাস্টারমশাই।

খ। ওদের সাথে তিনিও এক বোতল রক্ত দিলেন। পরে ডাক্তারবাবু জানালেন, কালই জয়নালের অপারেশন।

উত্তর:.....

.....

.....

গ। কেন কিছু হবে! রক্তের কোনো জাত নেই। রক্ত দানেও কোন ভেদাভেদ নেই। মানুষ তো সব একই রে।

উত্তর:.....

.....

.....

ঘ। আমাদের পাড়ায় যারা আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল তাদের কাছ থেকে আজ রাতেই কিছু টাকা তুলে নেব। তোরাও তোদের মা বাবাকে বলবি।

উত্তর:.....

.....

.....

ঙ। ওরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। বাগানবাড়ির বন-পথ দিয়ে সেই সময় বাড়ি ফিরছিলেন এই এলাকার বিনয় স্যার।

উত্তর:.....

.....

.....

চ। জয়নালের মা ওয়ার্ডের বারান্দায় মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। মনোজরা ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে।

উত্তর:.....

.....

.....

ছ। শোন্ আরও মনে রাখবি, বছরে চারবার অনায়াসে রক্ত দান করা চলে। —বিনয় স্যার একশ্বাসে কথাগুলি বলে একবার ছেলেদের দিকে তাকালেন।

উত্তর:.....

.....

.....

১৪। **শূন্যস্থান পূরণ করো:** মান — ১

ক। ওরা পাঁচ _____। (বান্ধবী / বন্ধু)

উত্তর: বন্ধু

খ। _____ কথা শুনে ঠোঁট বাঁকায় মনোজ। (রামলালের / জয়নালের)

গ। 'মহৎদান' গদ্যাংশে _____হাসপাতালের কথা বলা হয়েছে। (জি.বি / আই.জি.এম)

ঘ। তিনি বিশেষজ্ঞ _____ (শিশু চিকিৎসক / শল্য চিকিৎসক)

ঙ। বিনয়বাবু ওদের দেখে _____ বলেন। (অনিশ্চিত / নিশ্চিত)

চ। বিনয়বাবু _____ দেখলেন। (মোবাইল / ঘড়ি)

ছ। তোরাও তোদের _____ বলবি। (দাদা-দিদিকে / মা-বাবাকে)

জ। তারিণী পুরোহিতের ছেলে _____। (লিটন / প্রশান্ত)

ঝ। জয়নালের অপারেশনে বেশ কিছু _____ কড়ির দরকার। (অর্থ / টাকা)

১৫। সত্য -মিথ্যা লেখো: মান — ১

ক। জয়নাল লুকোচুরি খেলার কথা বলেছে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর: সত্য।

খ। একটা বহু পুরোনো গাছের শক্ত ও ছড়ানো শিকড়ে জয়নালের মাথার সামনে দিকটা ফেটে যায়। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

গ। জয়নালের বাবা খবর পেয়ে হাসপাতালে চলে আসে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ঘ। বিনয় স্যার স্কুলের প্রধান শিক্ষক। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ঙ। চার বোতল রক্তের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছিল। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

চ। চৌদ্দ বছর বয়সে রক্তদান করা যায়। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ছ। আগামীকাল অপারেশন হবে। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

জ। A, B, AB, O ইত্যাদি হল রক্তের বিভিন্ন গ্রুপ বা বিভাগ। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ঝ। রক্তদান করলে শরীর সুস্থ ও সবল হয়। (সত্য / মিথ্যা)

উত্তর:.....

ব্যক্তিগত চিঠি

১। আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে বাবার কাছে পত্র লেখো।

আগরতলা

১৫/০৭/২০২১

পরম পূজনীয়,

বাবা আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। সামনে আমার বার্ষিক পরীক্ষা, তা নিয়ে আপনি ভীষণ চিন্তা করছেন।

আমি মন দিয়ে সব বিষয়ে ভালোভাবেই পড়াশোনা করছি। বাংলা, ইংরেজি, অংক, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান সব ক্লাশগুলো মনোযোগ সহকারে করছি। শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ খুব ভালোভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন এবং সঙ্গে পরীক্ষাও নিচ্ছেন। ক্লাশে পড়া শিখে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে প্রতিদিন সব বিষয়ে। আশা করি এবার আমি গতবারের চেয়েও বেশি নম্বর পাবো।

আমি ভালো আছি। আপনি ও মা আমার প্রণাম নেবেন। আজ এখানেই শেষ করছি।

ইতি—

আপনার স্নেহের

সাগর

	ডাক টিকিট
প্রাপক	
বাবার নাম ঃ উত্তম নাথ	
ঠিকানা ঃ অমরপুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা।	

আবেদনপত্র

২। বিদ্যালয়ে আসার পর আকস্মিকভাবে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ছুটির আবেদন পত্র লেখো।

মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয় সমীপেষু,
বিশ্রামগঞ্জ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল,
সিপাহীজলা।

বিষয় ঃ অসুস্থতাজনিত কারণে দ্বিতীয় ঘন্টার পর ছুটির আবেদনপত্র।

মহাশয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরত একজন ছাত্র। আজ স্কুলে আসার পর হঠাৎ গায়ে জ্বর এসে যাওয়ায় শারীরিক অসুস্থতাবোধ করছি। এই অবস্থায় ক্লাশে বসে পড়াশোনার কাজ করতে পারছি না। তাই আমি দ্বিতীয় ঘন্টার পর চিকিৎসার জন্য বাড়ি যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

অতএব, আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক অসুস্থতার জন্য আমাকে দ্বিতীয় ঘন্টার পর ছুটি মঞ্জুর করে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
সাগর সেন
সপ্তম শ্রেণি, বিভাগ-ক,
রোল নং-২

১৬-০৬-২০২১
সিপাহীজলা।

নিজে করো

৩। সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে বোনকে চিঠি লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। জন্মদিন উপলক্ষ্যে বন্ধুকে আমন্ত্রণপত্র লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। প্রধান শিক্ষকের কাছে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির জন্য ছুটির আবেদন পত্র লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

৬। শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপকারিতার কথা জানিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র লেখো।

উত্তর ঃ .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

৭। তোমার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জানিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র লেখো।

উত্তর ঃ .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

অনুচ্ছেদ

মান -৫

১। পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

মানুষের চারদিকে সজীব ও জড় যেসব বস্তু রয়েছে তাকে পরিবেশ বলে। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই মানবশিশু প্রকৃতির কোলেই লালিত পালিত হয়েছে। মানুষ ও জীবজন্তুর সুষ্ঠভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতি শুরু থেকেই ভারসাম্য বজায় রেখেছে। কিন্তু স্বার্থলোভী মানুষ দিনে দিনে প্রকৃতিকে দূষিত করে তুলছে। কলকারখানার চুল্লি ও যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ইত্যাদি কারণে বায়ুদূষণ হচ্ছে। নোংরা আবর্জনা, কলকারাখানার বর্জ্য, রাসায়নিক সার ইত্যাদি প্রতিদিন নদনদী, সাগরের জলে মিশে হচ্ছে জলদূষণ। আবার বাজি, মাইক, যানবাহনের হর্ণ বা শব্দ ইত্যাদির কারণে হচ্ছে শব্দদূষণ। এই দূষণের ফলে বহু মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ আধুনিক সভ্যতার এক দু:সহ অভিশাপ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে প্রচুর গাছ লাগাতে হবে। বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ১৯৯২ সালে ৫ জুন রাষ্ট্রসংঘ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য এবং পরিবেশ রক্ষায় মানুষকে সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই সুস্থ, সুন্দর, নির্মল পৃথিবীতে আমরা ভালোভাবে বাস করতে পারবো।

নিজে করো

২। ভারতের জাতীয় পতাকা।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

৪। বইমেলা

উত্তর ঃ .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

৫। বিজ্ঞান ও কম্পিউটার

উত্তর ঃ .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

আদর্শ প্রশ্নপত্র - ০১

সপ্তম শ্রেণি

বিষয় : বাংলা

সময় - তিন ঘন্টা | মোট নম্বর-১০০

বিভাগ - ক

অনুচ্ছেদটি পাঠ করে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: ২ × ৫ = ১০

ছোট্ট মেয়েটির নাম সোনালী। সে তার বাবার সঙ্গে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য দেখতে এসেছে। সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের সারি সারি গাছপালা দেখে সোনালীর মনে হলো সে যেন ছবির জগতে প্রবেশ করেছে। অভয়ারণ্যের ভেতর সে অনেক জীব-জন্তু ও পশু-পাখী দেখেছে। বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, চশমা বানর, বানর, হরিণ, জলহস্তী, কুমীর, ময়ূর, সাপ আরও কত কিছু। সব দেখে সোনালী খুব আনন্দ লাভ করল।

ক। ছোট্ট মেয়েটির কী নাম ছিল?

অ) বর্ণালী আ) সোনালী

খ। সে কার সঙ্গে সিপাহীজলায় গিয়েছিল?

অ) কাকার সঙ্গে আ) বাবার সঙ্গে

গ। সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে সারি সারি কি ছিল?

অ) গাছপালা আ) ঝোপঝাড়

ঘ। অভয়ারণ্য দেখে ছোট্ট মেয়েটির কীসের কথা মনে হলো —

অ) কল্পনার জগতের কথা আ) ছবির জগতের কথা

ঙ। সিপাহীজলায় ঘুরতে তার কী রকম লাগল?

অ) দুঃখিত আ) আনন্দিত

অনুচ্ছেদটি পাঠ করে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: ৫ × ২ = ১০

গ্রামের নাম হীরাপুর। এটি শহর থেকে দুইশো মাইল দূরে অবস্থিত। একটি ছোট্ট নদী গ্রামটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। এইখানে শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দু-মুসলীম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে । এখানকার বেশীরভাগ মানুষই কৃষিজীবী। ১। গ্রামের নাম কি ছিল? (হীরাপুর / জয়পুর)

২। এটি শহর থেকে কতদূরে অবস্থিত? (একশো মাইল / দুইশো মাইল)

৩। গ্রামের পাশ দিয়ে কি বয়ে গেছে ? (ছোট্ট নদী / বড়ো নদী)

৪। গ্রামের মানুষ কী রকম পরিবেশে বাস করত? (শান্তিপূর্ণভাবে / অশান্তিপূর্ণ)

৫। বেশীরভাগ মানুষ কি কাজের সঙ্গে জড়িত? (কৃষিকাজের সঙ্গে / ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে)

বিভাগ — খ

৩। **পাঠ্যাংশটি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:** ১ × ৫ = ৫

রাধারাণি কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতে বড়ো বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণি মনে করিল যে, আমি একটু হয় ভিজিলাম বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না, সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল, বড়ো অন্ধকার হইল — অগত্যা রাধারাণি কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

ক। রাধারাণি কোন্ ফুলের মালা গেঁথেছিল? (বনফুল / বকুলফুল)

খ। রাধারাণি কার পথ্যের জন্য মালা বিক্রয় করতে গিয়েছিল? (মা / বাবা)

গ। রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতে কী আরম্ভ হইল? (বৃষ্টি / ঝড়)

ঘ। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল কী করল? (ভাঙিয়া গেল/ ফিরে এল)

ঙ। অগত্যা রাধারাণি কীভাবে ফিরিলেন? (কাঁদিতে কাঁদিতে / হাসিতে হাসিতে)

৪। **শূন্যস্থান পূরণ করো:** ১ × ৫ = ৫

ক। ———— অবস্থায় মানুষ বাঁচতে চায় না। (পরাধীন / স্বাধীন)

খ। নদী গেল ———— পানে সরে। (পিছন / সম্মুখ)

গ। তুমি ———— বেচ তো আমি কিনি। (মালা / ফুল)

ঘ। বিদ্যাসাগর রাত্রি ————সময় শুইতে যেতেন। (দশটার / এগরোটার)

ঙ। পৃথিবীর সভ্যতায় একটা মস্ত বড়ো দান। (শূন্যের ব্যবহার / বর্ণের ব্যবহার)

৫। **নীচের বাক্যগুলির সত্য / মিথ্যা নির্ণয় করো:** ১ × ৫ = ৫

ক। রাধারাণি রথ দেখতে গিয়েছিলেন।

খ। ‘মানুষ’ কবিতাটির কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি।

গ। ‘মহিম-রহিম’ দুজন যুবক।

ঘ। নদীর আপন আসন বালি তাকে হরণ করল।

ঙ। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর নামে পরিচিত ছিলেন।

৬। **শুদ্ধরূপটি লেখো:** ১ × ৫ = ৫

ক। পীড়া / পীরা / পিড়া

খ। অবকাশ / অবকাষ / অবকাস

গ। তৃপ্তী / তীপ্তি / তৃপ্তি

ঘ। সান্তনা / শান্তনা / সান্ত্বনা

ঙ। পাসান / পাষাণ / পাশান

৭। **লিঙ্গ পরিবর্তন করো:**

মাতা, ছাত্র, লেখক,

প্রথম, তরুণ

৮। **বিপরীত শব্দ লেখো:** ১ × ৫ = ৫

নবীন, বাঁচা,

চিকন, আজ,

আলো,

৯। **নীচের প্রশ্নগুলো একটি বাক্যে উত্তর দাও:** ১ × ১০ = ১০

ক। কীসের শৃঙ্খল মানুষ পরতে চায় না? (স্বাধীনতার সুখ — পদ্য)

খ। 'তুল্য তার নাই ' — কার তুল্য নাই? (স্বাধীনতার সুখ — পদ্য)

গ। অজয় নদী পাহাড় থেকে কী আনত? (অজয় নদী — পদ্য)

ঘ। বিবেকানন্দ কার শিষ্য ছিলেন? (বীর সন্ন্যাসী — বিবেকানন্দ)

ঙ। বঙ্গাবাসীদের কেবল কী দেখার অভ্যাস ? (পালামৌ — গদ্য)

চ। রাধারাণি কোথায় রথ দেখতে গিয়েছিল ? (রাধারানি - গদ্য)

ছ। ভদ্রাসন কী? (রাধারানি — গদ্য)

জ। বিদ্যাসাগরের কোন্ বিষয়ে শৈথিল্য ছিল না? (বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন — গদ্য)

ঝ। শূন্যের ব্যবহার কোথায় আবিষ্কৃত হয়? (ভারতের শিল্প-বিজ্ঞান সাধনা)

ঞ। চন্দ্র পৃথিবীর চারপাশে কীসের মতো ঘুরছে? (নিউটনের আবিষ্কার — গদ্য)

বিভাগ — গ

১০। **শব্দার্থ লেখো:** ৫

পরহিতে, ঈর্ষা,
অট্টালিকা, দৈন্য,
আখড়া

১১। **বাক্য রচনা করো:** ৩

স্বর্গসুখ, বুলবুলি, পুকুর,

১২। **পদ পরিবর্তন করো:** ৩

নীল, অঞ্চল, পৃথিবী

১৩। **রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো:** ৪

ক। পাহাড় থেকে আনত সদাই ঢালি।

খ। দিস না তারে উড়িয়ে মাগো।

গ। চষে যারা রাঙামাটি।

ঘ। ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ।

১৪। **নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:** ৫ × ৩ = ১৫

ক। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে ....."

— কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ?

— উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো? ২ + ৩ = ৫

অথবা

"আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি —"

— কার লেখা কোন্ গদ্যাংশের উদ্ধৃতিটি?

— লেখক কার ভূয়সী প্রশংসা করলেন?

খ। "পিতাকে বলিয়া যাইতেন, রাত্রি দুইপ্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে।" — কে, কেন জাগিয়ে দিতে বলতেন? রাত্রি দুই প্রহরের সময় জেগে তিনি কী করতেন? ২ + ৩ = ৫

অথবা

"এক হয়ে গেল উল্লাসে আজি"

আল্লা ও ভগবান

—পঙক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া? কবির নাম উল্লেখ করো? আল্লা ও ভগবান কীভাবে এক হয়ে গেল বুঝিয়ে দাও? ১ + ১ + ৩ = ৫

গ। "অজয় নদীর জেগে থাকার অবস্থা বর্ণনা করো?" ৫

অথবা

"ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ"

— বেদ কয়টি ও কী কী?

— বিবেকানন্দ কীভাবে বেদান্তের প্রচার করেছিলেন?

১৫। তোমার জীবনের লক্ষ্য কী তা জানিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি লেখো। ৫

অথবা

বিদ্যালয়ে এসে হঠাৎ অসুস্থতাবোধ করায় প্রধান শিক্ষকের নিকট ছুটির আবেদনপত্র লেখো। ৫

১৬। যে কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ রচনা করো:

ক। বইমেলা।

খ। ত্রিপুরার ভ্রমণস্থান।

গ। দূরদর্শন।

আদর্শ প্রশ্নপত্র - ০২

সপ্তম শ্রেণি

বিষয় : বাংলা

সময় - তিন ঘন্টা **মোট নম্বর-১০০**

বিভাগ - ক

নীচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সঙ্গে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: ২ × ৫ = ১০

১। এক জলাশয়ের ধারে বাস করত এক বুড়ো বক। সে এতই এতই বুড়ো ছিল যে কিছুতেই মাছ শিকার করতে পারত না। না খেয়ে খেয়ে সে প্রায় মরতে বসেছিল। একদিন তার মাথায় এক বুদ্ধি এল। সে জলাশয়ের ধারে বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

ক। জলাশয়ের ধারে কে বাস করত?

অ) বুড়ো বক আ) বুড়ো হাঁস

খ। বুড়ো হওয়ার দরুণ সে কি শিকার করতে পারত না?

অ) মাছ আ) শামুক

গ। সে কেন মরতে বসেছিল?

অ) না খেয়ে খেয়ে আ) খেয়ে খেয়ে

ঘ। একদিন তার মাথায় কি এল?

অ) বুদ্ধি আ) বোকামি

ঙ। সে কোথায় বসে কাঁদতে লাগল?

অ) জলাশয়ের আ) নদীর ধারে

অনুচ্ছেদটি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: ২ × ৫ = ১০

২। এক পাহাড়ের গায়ে একদল বানর বাস করত। শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডায় এবং বৃষ্টিতে তাদের খুব কষ্ট হতে লাগল। তারা কোথা থেকে কয়েকটা লাল টমেটো এনে সবাই মিলে সেই টমেটোকে ঘিরে বসল আর ফুঁ দিতে লাগল। আসলে তারা টমেটোগুলোকে আগুনের গোলা ভেবেছিল।

ক) পাহাড়ের গায়ে কারা বাস করত?

অ) বানর আ) বাঘ

খ) শীতকালে কেন তাদের খুব কষ্ট হতে লাগল?

অ) প্রচন্ড ঠান্ডায় আ) প্রচন্ড গরমে

গ) তারা কয়েকটা কি নিয়ে এল?

অ) লাল টমাটো আ) আলু

ঘ) টমেটোকে ঘিরে তারা কি করল?

অ) ফুঁদিতে লাগল আ) খেতে লাগল

ঙ) টমেটোগুলোকে তারা কি ভাবল?

অ) আগুনের গোলা আ) বরফের গোলা

বিভাগ - খ

৩। **নীচের পাঠ্যাংশটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলির উত্তর করো:** ১×৫=৫

দাদা দিদিরা যখন স্কুলে যেত, আমি ও সঙ্গে যাওয়ার আবদার করতাম। পাঁচ বছর বয়সে আমিও স্কুলে ভরতি হলাম। বাড়ির মধ্যেই স্কুল। বেশ মজার, এ দরজা দিয়ে বেরিয়ে ও দরজা দিয়ে ঢুকলেই হল। প্রকান্ড বড়ো উঠোন, তার তিনদিক ঘিরে লম্বা লম্বা ঘর আর বড়ো বড়ো থামওয়ালা বারান্দা। অন্যদিকে পুজোর দালান। একতলায় স্কুল, দোতলায় বোর্ডিং ছিল। ছোটদের ক্লাস হতো পূজোর দালানে। তার থাম ও খিলানের মাথায়, কার্নিশের মার্বেল পাথরে মেঝের জানালার রঙিন কাঁচের মধ্য দিয়ে রামধনুর মতো রঙিন-আলো এসে পড়ত, ভারী ভালো লাগত আমার এ ঘরটি।

১। লেখিকা কত বৎসর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন?

২। তাদের স্কুলটি কোথায় ছিল?

৩। ছোটদের ক্লাস কোথায় হতো?

৪। সুন্দর লতাপাতা কোথায় খোদাই করা ছিল?

৫। লেখিকার বোর্ডিং কয়তলায় ছিল?

৪। **সঠিক উত্তর নির্বাচন করো:** ১ × ৫ = ১০

ক। "স্বাধীনতার সুখ" কবিতাটির কবি হলেন —

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায় / সুনির্মল বসু)

খ। অজয়নদী কোথা থেকে বালি বয়ে নিয়ে আসত? —

(পাহাড় থেকে / সমুদ্র থেকে / টিলা থেকে)

গ। শিশুটির নতুন ঘরে কি হবে? —

(অন্নপ্রাশন / বিয়ে / শান্তি)

ঘ। বিদ্যাসাগর কোন্ সময় শুতে যেতেন —

(রাত্রি দশটায় / রাত্রি এগারোটায় / রাত্রি বারোটায়)

ঙ। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কার অগ্রজ ছিলেন? —

(বঙ্কিমচন্দ্রের / শরৎচন্দ্রের / বিভূতিভূষণের)

৫। **নিচের বাক্যটি কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা লেখো:** ১ × ৫ = ৫

ক। 'এ আমার দেশ' কবিতাটির কবি হলেন সুনির্মল বসু।

খ। বীর সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক নাম ছিল।

গ। পড়াশোনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ঢিলেমি ছিল।

ঘ। আর্যভট্ট সর্বপ্রথম পৃথিবীর আবর্তনজনিত দিবারাত্রির ভেদ আবিষ্কার করেন।

ঙ। 'পৃথিবীর অনুরাগে' কবিতাটিতে সূর্যের চলার কথা বলা হয়েছে।

৬। **শুদ্ধরূপটি নির্ণয় করো:** ১ × ৫ = ৫

ক। পীড়া / পীরা / পিড়া

খ। সুবোদ / সুবোত / সুবোধ

গ। জ্যোতিষ / জ্যোতিশ / জ্যোতিষ

ঘ। গিরীবর্ত / গিরিবর্ত্ম / গীরিবর্ত

ঙ। উপবাস / উপোবাশ / উপভাশ

৭। **লিঙ্গ পরিবর্তন করো:** ১ × ৫ = ৫

দাদা,	কন্যা,
মা,	নদী,
বৃদ্ধ	

৮। **বিপরীত শব্দ লেখো:** ১ × ৫ = ৫

ক্ষুদ্র,	নিন্দা,
প্রবেশ,	বাঁচা,
সামনে	

৯। **নীচের প্রশ্নগুলোর একটি বাক্যে উত্তর করো:** ১ × ১০ = ১০

ক। মানুষ কোন্ অবস্থায় বাঁচতে চায়? (স্বাধীনতার সুখ — পদ্য)

খ। কে আপনার সুর খুঁজে পায় না? (অজয় নদী - পদ্য)

গ। দিদির কথায় কে আঁচল দিয়ে মুখটি ঢাকে? (কাজলাদিদি — পদ্য)

ঘ। বাংলা সাহিত্যে দুঃখবাদী কবি কাকে বলা হয়? (মানুষ — পদ্য)

ঙ। গঙ্গা কাদের পবিত্র নদী? (মহিম-রহিম — পদ্য)

চ। বৃক্ষটি বড়ো শোষক - কোন্ বৃক্ষ? (পালামৌ — গদ্য)

ছ। বর্ণপরিচয় কার লেখা? (বিদ্যাসাগর ছাত্র-জীবন — গদ্য)

জ। কৌটিল্যের রচিত গ্রন্থটি নাম কি? (ভারতের শিল্প-বিজ্ঞান সাধনা — গদ্য)

ঝ। কে রথের পূর্বে পীড়িতা হয়েছিলেন? (রাধারাণি — গদ্য)

ঞ। জয়নালকে কোন্ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল? (মহৎদান — গদ্য)

বিভাগ — গ

১০। **শব্দার্থ মিলাও:** ১ × ৫ = ৫

ক - স্তম্ভ	খ - স্তম্ভ
পৃথিবী	সিঁড়ি
কলমর্মর	চূড়া
অলকাবলী	ধরিত্রী
সোপান	কেশরাশি
শিখর	কলধ্বনি

১১। **বাক্য রচনা করো:** ১ × ৩ = ৩

মজা, শরৎ, দয়ালু

১২। **পদ পরিবর্তন করো:** ১ × ৩ = ৩

আহার, দর্শন, নীল

১৩। **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো:** ১ × ৪ = ৪

ক। পৃথিবীর অনুরাগে।

খ। নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা।

গ। ভারত-অরবিন্দ নমো নমঃ বিশ্বমঠবিহারী।

ঘ। চেরাগের বাতি পঞ্চপ্রদীপে।

১৪। **নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

(ক) "বেতসের মতো সভ্য শিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি।"

— কোন কবির, কোন্ কবিতার অংশ? কবি কেন এরুপ মন্তব্য করেছিলেন? ২ + ৩ = ৫

অথবা

"পৃথিবীর সভ্যতায় এটা মস্ত বড়ো একটা দান"— কার লেখা, কোন্ গদ্যাংশের অন্তর্গত? এখানে কোন্ দানের কথা বলা হয়েছে? কারা বীজগণিতের সমাধান করেছিলেন? ২ + ১ + ২ = ৫

খ। "স্কুলের ছেলেরা বিদ্যাসাগরকে কী বলে খ্যাপাত? তখন তিনি রেগে গিয়ে কি করতেন? বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া ছাড়া আর কি কাজ করতেন? ১ + ১ + ৩ = ৫

অথবা

"চেরাগের বাতি পঞ্চপ্রদীপে
গলাগলি করে রয়।"

— চেরাগের বাতি ও পঞ্চপ্রদীপ কোথার ব্যবহৃৎ হয়?

— পঙক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো? ২ + ৩ = ৫

গ। "স্বাধীনভাবে বসবাসের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত"— আলোচনা করো। ৫

অথবা

"ব্যাপারটা পুরানো / তবু প্রাণ জুড়ানো"

— পঙক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া? কবির নাম কি? তবু প্রাণ জুড়ায় কেন? ১ + ১ + ৩ = ৫

১৫। শিক্ষামূলকভ্রমণের উপযোগিতার কথা জানিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র লেখো। ৫

অথবা

বই কেনার টাকা চেয়ে বাবার কাছে চিঠি লেখো। ৫

১৬। **যে কোন ১টি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো:** ৫

ক। ত্রিপুরার মেলা ও উৎসব

খ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ। ছাত্র জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ঘ। করোনা মহামারি